অ্যাজ ইউ লাইক ইট

মহাকবি শেইকস্‌পীয়র অবলম্বনে—

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫১/এ, কলেজ রো, কলিকাতা - ৯

ভূমিকা

মহাকবির রচনাকালকে চার-পর্বে বিভক্ত করার কানুন চালু আছে। সেইকস্‌পীয়রবীদদের বিধান অনুসারে 'য়্যাজ ইউ লাইক ইট' তাঁর তৃতীয় পর্বের রচনা। এই পর্বটি হ্যামলেট-পর্ব বলে অভিহিত। কিন্তু ট্রাজেডী এটি নয়, এটি কমেডী। এবং মহাকবির কমেডীর মধ্যে এটি সেরা, সবার সেরা। এখানে তাঁর প্রকৃতির টান সুস্পষ্ট লক্ষ্যণীয়। আর সেইটি কেন্দ্র করে কবির মহান কবিত্ব-শক্তি উৎসারিত। এই যে ইংরেজী ভাষা নিয়ে ইন্দ্রজাল রচনা, যুগযুগান্তর ধরে সে ইন্দ্রজালে চমৎকৃত, বিস্মিত হয়েছে জগৎ। এবং বিরোধী সমালোচকবৃন্দ, এমন কি ঋষি তলস্তয়ের আঘাতেও সে ইন্দ্রজাল উপে যায় নি, সে—মধুচক্র আজও জগত-জনকে মধু বিতরণে রত। এইখানেই মহাকবি শুধু ইংলণ্ডের নন, তিনি জগতের। আলোচ্য নাটকখানি তাঁর সেই কবি-সত্তারই মহান পরিচয়।

নাটকখানি তাঁর মহোত্তম সৃষ্টি নয়, কিন্তু এ যে অভিনব আনন্দ-সৃষ্টি একথা সর্বতোভাবে গ্রাহ্য। একথা সমালোচক দ্বারা ও সর্বতো স্বীকৃত। তবে যুগের বিবর্তনে, কেউ কেউ বা এতে পলায়নী বৃত্তির স্বাদ পেতে পারেন। আর কবি মেসফিল্ড এই ভাবেই তাঁর ভাষ্য করেছেন। কিন্তু তা তো নয়। পলায়নীবৃত্তিকে যে তিনি নিন্দা করতেন এখানি তাঁরই পরিচিতি। নির্বাসিত ডিউক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন দায়ে পড়ে, তারপরে শুরু হয়েছিল শ্যামলিমার-কোলে মৃণালভোজীর জীবন। কিন্তু বাস্তব এসে হানা দিলে অর্ল্যাণ্ডোর বেশে। আবার অরণ্যের প্রেমময় পরিবেশেও বাস্তব প্রেমের স্থূলতা অনুভূত হ'ল অড্রের কাম মোহে। ভাঁড় টাচস্টোনও হ'ল বাস্তবেরই প্রতীক, সাংসারিক জ্ঞানেরই প্রতিভূ। বিষণ্ণ জেকস্—এরই মধ্যে পলায়নী-মন্ত্রোচ্চারণ করলে এবং শেষপর্যন্ত তারই ধারক ও বাহক

হয়ে রইল। কোন এক মার্কসবাদী সমালোচকের এই মত। তিনি এও বলেন যে, মহাকবি বাস্তবকে মোহময়তায় মুড়ে দেবার জন্যেই জেকস্ এর অবতারণা করেছেন। এই পণ্ডিতদের বিচার, পণ্ডিতদের কাছেই থাক, পণ্ডিতমন্যরাও এ নিয়ে তর্কের ধূম্রজাল রচনা করুন এবং বিদ্যায়তনে তার চুলচেরা ভাষ্য ও বিশ্লেষণ চলুক— কিন্তু জনমনের কাছে 'য়্যাজ ইউ লাইক ইট' থাকবে আনন্দরসে-জরানো মিলনান্ত প্রেমের নাটক হয়ে। তারা অতীতে এর মধু আস্বাদন করেছে, বর্তমানে করছে, এবং আগামীতেও করবে। এ বিষয়ে সেকসপীয়র-মল্লীনাথদেরও দ্বিমত নেই।

আমাদের দেশে এমন একখানি রস-মধুর নাটক বাংলায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়নি। অনুবাদ যাঁরা করেছেন, তাঁরাও অপটু হাতেরই পরিচয় দিয়েছেন। এবিষয়ে আমাদের আক্ষেপ-- রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে যে কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন, মধ্যাহ্নে সে কার্যে ব্রতী হলে আমরা অমর কবি সেকসপীয়রকে পেতাম বিশ্বকবির রচনার মাধ্যমে। সে হোত এক অনন্য সৃষ্টি। তাই আগামীর অপেক্ষায়ই রইল বাংলা দেশ। শোনা যাচ্ছে, আকাদেমী ভারতের প্রধান কয়েকটি ভাষায় মহাকবির তর্জমার ব্যবস্থা করেছেন। বলাই বাহুল্য যে বাংলা ভাষাও তার গোষ্ঠিভুক্ত। সে অনুবাদে আশা করি মহাকবির ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রকৃত মেল-বন্ধন হবে—তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে।

অশোক গুহ

পাত্র-পাত্রীগণ

ডিউক	নির্বাসিত
ফ্রেডারিক	ঐ ভ্রাতা, রাজ্য-অপহরণকারী, বর্তমান ডিউক।
আমিয়েনস্ জেকস্	নির্বাসিত ডিউকের সহচরগণ।
লা বো	ফ্রেডারিকের সভাসদ
ওলিভার জেকস্ অর্ল্যাণ্ডো	স্যার রোলাণ্ড ত্থ বয়-এর পুত্রগণ
য়্যাডাম ডেনিস	ওলিভারের ভৃত্যদ্বয়
টাচ্‌স্টোন	বিদূষক
স্যার ওলিভার	মার্টিকস্ট—জনৈক পাদ্রী
করিণ সিলভিয়াস	মেষপালক
উইলিয়াম	জনৈক গ্রাম্য লোক, অড্রের প্রেমে পড়েছে।
	বিবাহের দেবতার বেশে একজন বনচর
রোসালিণ্ড	নির্বাসিত ডিউকের কন্যা
সিলিয়া	ফ্রেডারিকের কন্যা
ফিবি	এক মেষপালিকা
অড্রে	জনৈক গ্রাম্যবালিকা

প্রধানগণ, অনুচরগণ, বনচরগণ।

সংযোগ-স্থল—ওলিভারের গৃহ, ফ্রেডারিকের দরবার, আর্ডেনের অরণ্য।

প্রথম অঙ্ক

এক

ফ্রান্স। এ কবেকার ফ্রান্স কে জানে! হয়তো এ মধ্যযুগের ফ্রান্স। উপকথার ফ্রান্স।

এ-ফ্রান্সের সম্রাট কে জানি না, শুধু জানি সামন্ত-প্রধানগণই এখানে সর্বশক্তিমান। তাঁরা তাঁদের নিজের নিজের ভূখণ্ডে মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁরা আইন মানেন না, কানুন মানেন না। একজন আর একজনের ভূসম্পত্তি হস্তগত করার চেষ্টায় ব্যস্ত। আবার ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল রচিত হয় সামন্ত-প্রধানদের দরবারে-দরবারে। সে জালে কোন হতভাগ্য সামন্তরাজ বা ডিউক হয়তো জড়িয়ে পড়েন —ফলে তিনি নিহত বা নির্বাসিত হন। নিহত হলে তো দায় চুকে যায়, কিন্তু নির্বাসিত হলে কোথায় তাঁদের ঠাঁই হয়? ঠাঁই হয় প্রকৃতির কোলে মধ্যযুগের অরণ্যে, সেখানে আইন-কানুন বিরহিত স্বাধীন জীবন যাপন করেন। আবার এখানেই দেখা যায় দুর্দাম অশান্ত বীরনায়কদের। তাঁরা ডিউক বা সম্রাটের অত্যাচারে ফেরারী। কিন্তু সেই অত্যাচারের প্রতিকার তাঁরা চান। তাই অবনত, বঞ্চিত মানবতার স্বপক্ষে তাঁরা দাঁড়ান। এ মধ্যযুগে তাই কোথাও রবীন-হুডদের অভাব হয় না। এই রবীনহুডেরা আছেন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, সর্বত্র। তাঁরা অরণ্যের কোলে গা ঢেলে দিয়ে মানবতাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

এহেন ফ্রান্সের সেই মধ্যযুগের এক সামন্তরাজ্যে ছিলেন একজন ভূস্বামী। তাঁর নাম রোল্যাণ্ড দ্য বয়। তিনি ছিলেন তাঁর

সামন্তরাজ্যের পরম প্রিয়পাত্র। বীর যোদ্ধা হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন বিখ্যাত, তেমনি কূটকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ। তিনি মৃত। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওলিভারই এখন ভূস্বামী, কনিষ্ঠ অর্ল্যাণ্ডো বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত—সে দীনহীন জীবন যাপন করছে।

নাটকের যবনিকা উঠল এবার।

ভূস্বামী ওলিভারের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান। অর্ল্যাণ্ডো আর তাদের পুরাতন ভৃত্য য়্যাডাম এল উদ্যানে। অর্ল্যাণ্ডো উত্তেজিত, অধীর। সে য়্যাডামকে বললে,—

আর আমি সইতে পারছিনে য়্যাডাম। বাবা দানপত্রে আমাকে দিয়ে যান মাত্র এক হাজার মুদ্রা, আর অলিভারকে বলে যান—সে যেন আমাকে লেখাপড়া শেখায়। কিন্তু অলিভার তা করেনি। সে আমার ভাই জেকস্‌কে পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে পড়াশুনো সে ভালই করছে। আমাকে সে মূর্খ করে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছে। একে কি বলে ভদ্রমানুষের শিক্ষা? আমার চেয়ে ওর ঘোড়াগুলো ভালো আছে, ভালো শিক্ষা পাচ্ছে। আমি ওর বাড়ীর দাস-দাসীর সঙ্গে থাকি, খাই। ভাইয়ের মর্যাদা পাইনি, পাইনি আমার অধিকার। য়্যাডাম—তাইত আমার দুঃখ, শুধু দেহেই বাড়ছি, আর কোনো উন্নতি তো আমার হয় নি শিক্ষা তো দূরের কথা, প্রকৃতি আমাকে যা দিয়েছিলেন, তা থেকেও সে আমাকে বঞ্চিত করেছে। ভাইয়ের সম্মান সে আমাকে দেয়নি। আমার ভিতরে আমার বাবার তেজ রয়েছে, তাইতো এই দাসত্বের বিরুদ্ধে আমার ঘোর বিদ্রোহ। আমি সইব না, সইব না য়্যাডাম! কিন্তু আমি তো জানিনা—কি করে এই দাসত্বের অবসান হবে—জানিনা! দীর্ঘশ্বাস ফেলল অর্ল্যাণ্ডো। সত্যই তার কোনো উপায় নাই। এই দাসত্বের শৃঙ্খলই কি তার নিয়তি? সে তো এই নিয়তি থেকে মুক্তির উপায় দেখতে পাচ্ছে না। হতাশা

তাকে ছেয়ে ফেলেছে, উত্তেজনা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে। হয়তো আবার বিস্ফূর্ত হোত তার ক্রোধ। এমন সময় য়্যাডাম জানালে ওলিভার আসছে।

এ সংবাদে অর্ল্যাণ্ডোর উত্তেজনা তো কমলই না, বরং আরো বৃদ্ধি পেল। সে বললে, য়্যাডাম, তুমি সরে যাও, আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোন, ওকি বলে—কিভাবে আমাকে উত্তেজিত করে।

য়্যাডাম অন্তরালে চলে গেল। অর্ল্যাণ্ডো পদচারণায় রত। এমন সময় ওলিভার এসে প্রবেশ করল।

অর্ল্যাণ্ডোর মতই সুগঠিত, সুঠাম দেহ। সুশ্রী, সুপুরুষ অলিভার কিন্তু অর্ল্যাণ্ডোর সে কমনীয়তা তার অন্তর্হিত, মুখে তার কুটিল ক্রূরতা। অর্ল্যাণ্ডো দীপ্তিমান তরুণ দেবতা সমান, আর অলিভার যেন তার তুলনায় হতজ্যোতিঃ। পাপ তার দীপ্তি নিবিয়ে দিয়েছে। সেখানে চক্ষে তার ভ্রূতে এনে দিয়েছে কুটিলতা। মুখে পাপ সংকল্পের ছাপ।

দুই ভাই, সহোদর তারা, কিন্তু দেখা হতেই সুরু হয়ে গেল বিবাদ।

অলিভার তাকে দেখে বলে উঠল—তুমি এখানে? কি করছ?

কিছু না, অর্ল্যাণ্ডো উত্তর দিলে। আর কিছু করতে কি শিখেছি যে করব!

তাতে কি ক্ষতি হয়েছে?

না ক্ষতি হয়নি—ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন, সেটুকুও কুঁড়েমি করে নষ্ট করছি—তোমার অযোগ্য ভাই হয়ে উঠেছি।

তা কাজ কর না কেন। কুঁড়েমি না করলেই হয়।

কি কাজ করব—তোমার শূয়োরের পাল চরাব, আর তাদের সঙ্গে খুদকুঁড়ো খাব? অর্ল্যাণ্ডো উত্তেজিত। আমি বাবার কত টাকা উড়িয়েছি যে আমার এই হাল হল?

অলিভারও ক্রুদ্ধ, সে বলসে—জানো কার সামনে কথা কইছ?

জানি। আমার বড় ভাইয়ের সুমুখে। তোমাকে বড় ভাই

বলে স্বীকার করে নিতে আমি রাজী—কিন্তু আমিও তো একই বাপ-মার সন্তান—আমাকেও তোমার ভাই বলে স্বীকার করে নিতে হবে। তুমি বড় ভাই, দুনিয়ার নিয়মে তুমি বাবার সমস্ত সম্পত্তির মালিক—কিন্তু সেই একই নিয়মে আমার রক্তের অধিকার তো কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তোমার আমার মধ্যে যদি বিশটি ভাই এসে দেখা দেয়—তবুও না। তোমার মধ্যে বাবার রক্তের যতখানি আছে, আমার মধ্যেও ততখানিই আছে।

তার মানে? অলিভার চিৎকার করে উঠল।

মানে কি তুমি জান না? অর্ল্যাণ্ডো বললে।

তুই কি করবি আমার?

তুমি আমার ভাই—অন্য কেউ হলে কি করতাম আমিও জানি।

অলিভারের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সে অর্ল্যাণ্ডোকে আঘাত করল। অর্ল্যাণ্ডোও প্রস্তুত। সেও ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করছে। কিন্তু অলিভার তাতে বিন্দুমাত্র ভীত নয়। সে তাকে নীচ-কুলে জন্ম বলে গাল দিলে। অর্ল্যাণ্ডোর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল, সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল অলিভারের উপর, তার টুটি টিপে ধরল। য়্যাডাম ছিল অন্তরালে। সে ছুটে এসে দুজনকে ছাড়িয়ে দিল। অলিভার মুক্তি পেল।

কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো তাকে সহজে নিষ্কৃতি দিতে রাজী নয়—সে বলে উঠল: আমি তোমাকে ছাড়ছিনে, আমি সইব না তোমার অত্যাচার-অবিচার। শোন, আমার পিতার শক্তি আমার ভিতরে সঞ্চারিত। আমি আর সইব না। আমার বাবা আমাকে সামান্য যা কিছু দিয়েছেন, তাই নিয়েই আমি চলে যাব আমার ভাগ্য অন্বেষণে।

অলিভার বিদ্রূপ করে বললে, তারপর টাকা উড়িয়ে এসে কি করবে শুনি? ভিক্ষে করবে? বেশ তোমাকে নিয়ে আর বিব্রত হতে চাইনে। তুমি বাবার দানপত্রের সম্মতো কিছু পাবে। তাই নিয়ে বিদায় হও।

বেশ—তাতেই রাজী। আমি আর তোমাকে বিরক্ত করবনা।

অলিভার এবার য়্যাডামের দিকে তাকিয়ে বললে, ওরে বুড়ো কুত্তা, তুইও ওর সঙ্গে দূর হয়ে যা!

য়্যাডাম বিশ্বস্ত ভৃত্য। এ কথায় সে দুঃখ পেল। বললে, বুড়ো কুত্তা—এই বুঝি আমার বখশিস হল কর্তা? হাঁ, হাঁ, খুব সাচ্চা কথা বলেছ। তোমাদের সেবায় আমার দাঁত কটা গেছে। আহা, আমাদের বুড়ো কর্তাকে ঈশ্বর শান্তিতে রাখুন গো! তবে তুমি যা বললে, একথা উনি কখ্খোনো বলতেন না।

অর্ল্যাণ্ডো আর য়্যাডাম চলে গেল।

অলিভার অপমানিত, ক্রুদ্ধ। সে পায়চারী করতে করতে বললে, অর্ল্যাণ্ডো—সাবধান! আমার উপরে তোমার মতামত জাহির করতে চাও? বটে! কি করে তোকে শিক্ষা দিতে হয় তা আমি জানি। ঐ সহস্র মুদ্রা তুই পাবিনে,-পাবিনে।

এমন সময় পরিচারক এসে খবর দিলে ডিউকের দরবারে প্রসিদ্ধ পালোয়ান চার্লস এসেছে অলিভারের আহ্বানে। অলিভার চার্লসকে নিয়ে আসতে বললে। চার্লস এসে হাজির হ'ল। একেবারে খাঁটি পালোয়ানী চেহারা! ঘাড়ে-গর্দানে সমান। আর মুখখানি তার গর্বব্যঞ্জক।

তাকে ডিউকের দরবারের খবর শুধালে অলিভার। চার্লস জানালে—খবর নেই, সেই পুরানো মামুলি খবর। বুড়ো ডিউককে তাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর ছোট ভাই। তিনিই এখন নয়া ডিউক। এদিকে বুড়ো ডিউক দু-চারজন অভিজাত সদস্যদের নিয়ে চলে গেছেন।

ডিউকের মেয়ে রোশালণ্ডও কি নির্বাসিতা? অলিভার শুধালে।

না, না, ডিউকের মেয়ে বহাল তবিয়তেই রাজবাড়ীতে আছেন। আর নয়া ডিউক—খুড়ো মশাইও তাঁকে ভালবাসেন।

বুড়ো ডিউক সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গেলেন কোথায়?

আর যাবেন কোথায়? লোকে বলে তিনি এখন আর্ডেনের বনে ঘুরছেন। ঠিক ইংলণ্ডের সেই বীর যোদ্ধা রবীনহুডের মতোই আছেন। আর খানদানী ঘরের ছেলেরা তার আশে-পাশে ঘিরে আছেন। গায়ে ফুঁ দিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। ঠিক যেন সেই রূপকথার রাজ্যি। যখন সুখশান্তি ধনদৌলত উপছে পড়ত দুনিয়ায়।

অলিভার পালোয়ানের কথায় বাধা দিয়ে বললে, কাল নাকি নতুন ডিউকের সুমুখে তুমি খেলা দেখাবে?

হাঁ, কর্তা। তাইতো আপনার কাছে এলাম। আপনার ছোট ভাই অর্ল্যাণ্ডো, ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে লড়তে আসবে। কাল আমি লড়ব আমার ইজ্জতের জন্য। কাল কেউ যদি তার হাড়গোড় না ভেঙ্গে ফিরে যায় তো তার ভাগ্যি। আপনার ভাইটি বয়সে ছোকরা, নরম-সরম মানুষ, নিজের ইজ্জত রাখতে তার উপর কসরৎ দেখাতে আমার ইচ্ছে নাই—কিন্তু আমার তো ইজ্জতের ব্যাপার। তাই বলতে এসেছি, ওঁকে থামান কর্তা, উনি যাতে না যান তাই-ই করুন।

অলিভার পালোয়ানের কথা শুনে খুশী। সে চায় সদ্য অপমানের প্রতিশোধ নিতে, সে চায় অর্ল্যাণ্ডোকে পিতৃদত্ত ধন থেকে বঞ্চিত করতে। তবু মনের ভাব গোপন করে বললে,—

চার্লস, তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে ভালবাস বলেই একথা বলতে এসেছ। কিন্তু ভাইকে বার বার বারণ করেছি, সে বারণ শুনবে না। সে ফ্রান্সের সবচেয়ে অবাধ্য একগুঁয়ে ছোকরা, নিজের মন তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় ভরা, কারো ভালো দেখতে পারে না—আমার উপরও তার ঈর্ষা। তোমার যা খুশী করতে পার। আমি চাই, ওর আঙুল মচকে ভেঙে দেবার বদলে, ওর ঘাড় মটকে দাও। নইলে ও হয়ত হেরে গিয়ে তোমাকে বিষ খাওয়াবে। ও এত বড় নীচ, এতবড় শয়তান—ওর চরিত্রের কথা যদি বলতে বসি—আমাকে লজ্জায় লাল হয়ে উঠতে হবে—কান্না পাবে। তুমি অবাক হয়ে যাবে, পাথর বনে যাবে ওর কীর্তি-কাহিনী শুনলে।

চার্লস পালোয়ান, তার বুদ্ধি বড় কম। সে উত্তেজিত হয়ে উঠল অলিভারের কথায়। তার দুরভিসন্ধি ধরতে পারলে না। সে বললে —কাল যদি ঐ ছোকরা আসে—আমি ওকে দেখে নেব। যদি ও চোট্ না খেয়ে ফিরে যায়, আমি আর কুস্তি লড়ব না।

পালোয়ান চার্লস চলে গেল। অলিভার মহা খুশী। তার মনস্কামনা সিদ্ধ। উস্‌কে সে দিয়েছে চার্লস্‌কে—কাল আর অক্ষত দেহে ফিরতে পারবে না অর্ল্যাণ্ডো। মল্লযুদ্ধে অর্ল্যাণ্ডো ধ্বংস হবে। কিন্তু অলিভার তার ভাইয়ের উপর নিজের এই হিংসার কারণ তো বুঝতে পারে না। কেন এই ঘৃণা তাও তার অজানা। শুধু মনের গভীরে তার ঘৃণা আছে এইটুকুই সে জানে। অর্ল্যাণ্ডো নম্র, বিনয়ী, বিদ্যালয়ের দরজায় সে যায়নি, তবু সে শিক্ষিত, সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সকলের প্রিয়—এমন কি প্রজাদেরও সে প্রিয়। নিজেকে সে যখন অর্ল্যাণ্ডোর সঙ্গে তুলনা করে, তখন অতি হীন, অতি নগণ্য মনে হয়। কিন্তু আর তো হীনতা থাকবে না। কাল অর্ল্যাণ্ডো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ঐ মল্লবীর দেবে তাকে ঈর্ষা থেকে মুক্তি। কিন্তু মল্লবীরকে শুধু উত্তেজিত করলে হবেনা, অর্ল্যাণ্ডোর বুকেও জ্বালিয়ে তুলতে হবে উত্তেজনার আগুন। আর এইকথা ভাবতে ভাবতে অলিভার চলে গেল।

দুই

ডিউকের প্রাসাদের সম্মুখের প্রাঙ্গন। রোসালিণ্ড ও সিলিয়া দুই কুমারীকে দেখা গেল। দুজনেই সৌন্দর্যে অনুপমা। রোসালিণ্ড বড়, সিলিয়া ছোট। কিন্তু বয়সের খুব তারতম্য নেই—দুজনে দুজনের অভিন্নহৃদয়া সখী। রোসালিণ্ড আজ বিষণ্ণ, সুন্দর মুখে তার মেঘছায়া নেমেছে। পিতা নির্বাসনে তাই বুঝি এই বিষণ্ণতা। সিলিয়া তার মুখের এই মেঘছায়া দূর করতে চাহছে।

সিলিয়া বললে, ওলো রোসালিণ্ড, একটু হাসিখুসি হতে চেষ্টা করনা ভাই।

রোসালিণ্ড বিমর্ষ, সে বললে, আমি তো হাসিখুসি আছি ভাই—এর চেয়ে কি আরো চাই? যদি আমার নির্বাসিত বাপকে ভুলে যেতে শেখাতে না পার, তাহলে তো এর চেয়ে বেশি সুখী আমাকে দেখবে না। বাপ যার নির্বাসনে—এর চেয়ে বেশি সে কি করে হাসি-খুশী হতে পারে?

সিলিয়ার অভিমান হ'ল, সে ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, আমি যতখানি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমাকে ততখানি ভালবাস না। আমার যদি তোমার দশা হোত· তোমার বাবা যদি আমার বাবাকে বনবাসে পাঠাতেন, আমি তাহলে তোমার বাবাকেই আমার বাবা বলে মনে করতাম। কিন্তু তার জন্যে চাই গভীর ভালবাসা। কিন্তু আমি যতখানি ভালবাসি - ততখানি তো তুমি বাস না।

রোসালিণ্ড বললে, বেশ, আমি আমার নিজের কথা ভুলে যাব, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ সিলিয়া।

সিলিয়া বলল, আমার বাবার ছেলে নেই, আর সন্তান হবেও না। তিনি চলে গেলে তুমি হবে তার উত্তরাধিকারীণী, তিনি যা কেড়ে নিয়েছেন তোমার বাবার কাছ থেকে, আমি তা ভালবেসে ফিরিয়ে দেব। এই আমি শপথ করছি। যদি আমার শপথ ভঙ্গ করি—আমি যেন রাক্ষসী হয়ে যাই। ওগো আমার মিষ্টি রোস—আমার সখী—দোহাই তোমার, একটু হাস!

বেশ; এখন থেকে আমি হাসব, নতুন নতুন আমোদ আবিষ্কার করব, রোসালিণ্ড বললে। আচ্ছা বলতো সখী—প্রেমে পড়লে কেমন হয়?

সিলিয়া বললে—তা ভাল! কিন্তু হুঁশিয়ার—খেলা হিসাবে প্রেম করতে পার—তবে কোন পুরুষকে সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেলো না! খেলা হিসেবে ভালবাসলেও বেশি দূর যেয়োনা, শুধু একটু লাল হয়ে

উঠতে পারে গাল, তার বেশি নয় সখী—তাহলেই ভালয়-ভালয় নিজের মর্য্যাদা বজায় রেখে ফিরে আসতে পারবে।

রোসালিণ্ড বললে, তাহলে কি করব? প্রেম-খেলাও চলবেনা। কোন্ খেলায় আমরা মেতে উঠব?

সিলিয়া বাত্‌লে দিলে। তার চেয়ে এস বসে-বসে ঐ গিন্নিবান্নী ভাগ্যের দেবীটিকে নিয়ে একটু ঠাট্টা-তামাসা করি। উনিতো চাকায় চড়ে চলেন, চাকা ঘোরে, ভাগ্যও ঘোরে। ঠাকরুণটিকে এমন ঠাট্টা করব, যাতে উনি চাকাটি ছেড়ে পালিয়ে যান। তাহলেই সকলেই ভাগ্য হবে সমান।

আহা—তা যদি পারতাম! ওঁর করুণা তো অযোগ্যের উপরই গিয়ে পড়ে—রোসালিণ্ড বললে। ওঁর দানের হাত দরাজ—কিন্তু ঠাকুরুণটি যে অন্ধ—মেয়েদের দেবার বেলাই ওঁর যত ভুল।

সিলিয়া বললে, ঠিক বলেছ ভাই, যাদের তিনি সুন্দর করে গড়েন, তাদের শুভ বুদ্ধি কখ্‌খোনো দেন না। আবার যাদের ভাল মন দেন—তাদের দেন না সৌন্দর্য।

তুমি যে সই, রোসালিণ্ড বললে, ভাগ্যের ঠাকরুণ থেকে একেবারে প্রকৃতি ঠাকরুণের দরবারে চলে গেলে। ভাগ্যদেবীর কারবার দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি নিয়ে। আর প্রকৃতির উপরে মানুষের দেহখানা গড়বার ভার।

এমন সময় বিদূষক টাচ্‌স্টোনকে দেখা গেল। এই বিদূষক রাজা জমিদারদের চাই-ই। এঁকে না হলে আমোদ-প্রমোদ সব মাটি। এরা রাজা-জমিদারের মন বুঝে কথা বলে, তাঁদের হাসায়। কিন্তু শুধু ভাড়ামিই এদের পেশা নয়, শুধু চাটুবৃত্তিই এদের সব নয়। এরা বুদ্ধিমান, পৃথিবীর সব অভিজ্ঞতাই এদের আছে। তাই সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কথা বলে। মানুষ ভাবে রঙ্গরস করছে, কিন্তু রঙ্গরসের আড়ালে থাকে এদের জীবন-দর্শনের কথা। রসিক সুজন ছাড়া তার মর্ম মূর্খেরা বোঝেন না। টাচ্‌স্টোন বেশভূষায় যাত্রার

দলের কঞ্চুকী। ঢিলে জোব্বা তার পরণে, মুখে দাড়ি-গোঁফ— মাথায় চোঙার মতো গোল টুপী।

সিলিয়া তাকে দেখে বলে উঠল, তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছ না সখী। ধর—প্রকৃতি ঠাকরুণ এক পরম সুন্দরী নারী গড়লেন, কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হলে সে তো নাকানি-চুবানি খেতে পারে, আগুনে পুড়তেও পার। এইতো দেখ, প্রকৃতি ঠাকরুণ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন, ভাগ্যকে ঠাট্টা-তামাসা করবার মতো রঙ্গরসও জানি—কিন্তু ভাগ্য ঠাকরুণটি অমনি ঐ মূর্খ ভাঁড়টিকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদেব আলাপে বাধা দিতে।

রোসালিণ্ড হেসে বললে, তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাগ্য ঠাকরুণটির প্রকৃতি ঠাকরুণটিব চেয়ে ঢের বেশি ক্ষমতা। ঐ যে মূর্খ—মূর্খতা ওর স্বভাব—সেই মূর্খকে দিয়ে প্রকৃতি ঠাকরুণেব পরম দান আমাদের এই বুদ্ধিকে উনি উড়িয়ে দিতে চান।

সিলিয়া বললে—এটি হয়তো ভাগ্য ঠাকরুণটির ব্যাপার নয়। এ আমাদের প্রকৃতি ঠাকরুণটিরই কাজ। তিনি দেখলেন, আমাদের বুদ্ধি ভোঁতা—তাই ওকে পাঠিয়েছেন শান-পাথর করে। ওর নাম পরশ-পাথর হলেও ও শান-পাথরই বটে। ওর ভোঁতা বুদ্ধি বুদ্ধিমানের শান-পাথর। কি হে বুদ্ধিমান, বুদ্ধির ঢিবি মশাই— কোথায় চলেছেন?

টাচ্‌স্টোন জানালে, সিলিয়াকে তার বাবা ডাকছেন।

আপনি কি দূত হয়ে এলেন নাকি?

না, না—দূত-টুত নই, নিজের সম্মানের দোহাই পেড়ে বলতে পারি সে কথা। তবে হুকুম করলেন আসতে, হুকুম-বরদার আমি চলে এলাম—টাচ্‌স্টোন বললে।

ভাঁড় মশাই, কোথা থেকে অমন হলফ করা শিখলেন? রোসালিণ্ড শুধালে।

টাচ্‌স্টোনের অমনি কথার ফোয়ারা ছুটল— আমি হলফ করা

শিখলাম এক বীর যোদ্ধার কাছ থেকে। তিনি নিজের সম্মানের কসম খেয়ে বলতেন—তাঁর পিঠে খুব ভাল, আর রাই সরষের ঝোল খুব খারাপ। অথচ আমি হলফ করে বলতে পারি, পিঠেগুলোই খারাপ আর রাইসরষের ঝোল খুব ভাল। কিন্তু তবু তো আমাদের যোদ্ধাটি মিথ্যেবাদী প্রমাণিত হলেন না।

সিলিয়া বললে, আপনি ভাঁড় মশাই, আপনি সর্ব জ্ঞানের ভাঁড়ার —আপনাব এই কথাটা যে সত্যি, প্রমাণ করে দেখান তো?

হাঁ, দেখান তো দেখি—রোসালিণ্ড সায় দিলে।

তাহলে আসুন—আপনারা আমার সুমুখে এসে দাঁড়ান। আপনাদের চিবুক বার বার ঘসতে শুরু করে দিন। আপনারা নিজেদের দাড়ি ছুঁয়ে হলফ করে বলুন—আমি একজন দুষ্ট, ঠক, প্রতারক।

ওমা দাড়ি ছুঁয়ে বলব কি গো! যদি দাড়ি থাকতো তো বলতাম—আপনি দুষ্টু লোক।

বেশ, বেশ, টাচ্‌ষ্টোন গম্ভীর স্বরে বললে, আমার দুষ্টামি যদি থাকত তার দোহাই পেড়েই বলি—আমি হতাম পাজির বেহাদ্দ পাজী। কিন্তু যেটা নেই সেটার নামে হলফ করলে মিছে বলা হয়না। আমাদের বীরটি নিজের সম্মানের দোহাই পেড়েছিলেন, অথচ তাঁর সম্মানের বালাই-ই ছিলনা, আর যদি বা ছিল, অনেক দিন আগেই তা ফুঁকে দিয়ে ফতুর হয়ে গিছলেন।

কার কথা বলছেন আপনি? সিলিয়া শুধালে।

বুড়ো ডিউক ভালবাসতেন—এমন একজনের কথা।

সিলিয়া রেগে উঠে বললে, চুপ! ওকথা বললে একদিন শাস্তি পেতে হবে।

টাচ্‌স্টোন মাথা নেড়ে বললে, জ্ঞানীরা নির্বোধের মত কাজ করেন, মূর্খ তার উপরে মন্তব্য করলেও দোষ হয়। এ বড়ই আফশোসের কথা!

ঠিক কথা ভাঁড় মশাই, সিলিয়া বললে। মুর্খরা সামান্য বুদ্ধিটুকুও চেপে রাখে বলে বুদ্ধিমানদের সামান্য মূর্খতাও বড় হয়ে দেখা দেয়।

এমন সময় লে বো নামে এক সভাসদ এসে হাজির হলেন। তিনি জানালেন, মল্লভূমিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। পালোয়ান চার্লস তিনজনকে কাবু করেছে। একজন বাকি। তারা এখানেই আসছে। এখানেই যুদ্ধ হবে।

দামামা বেজে উঠল। ডিউক ফ্রেডারিক সভাসদগণ সহ প্রবেশ করলেন। চার্লস এবং অর্ল্যাণ্ডোকেও দেখা গেল।

দুই সখী তাকিয়ে দেখলে তাদের দিকে। বিরাট দেহ চার্লস আর তারই প্রতিদ্বন্দ্বী এক কমনীয় কান্তি তরুণ। দুজনেই শিউরে উঠল—এযুদ্ধ যে অসম-যুদ্ধ—এতো স্পষ্ট বোঝা যায়।

রোসালিণ্ড তাকিয়ে আছে অর্ল্যাণ্ডোর দিকে—দৃষ্টি আর ফেরে না। সে শুধু বলল —উনিই যোদ্ধা ?

লে বে জানালেন —হঁ্যা।

সিলিয়া বলে উঠল—আহা বড় কম বয়েস ! কিন্তু উনি যে সফল হবেন - তা আছে ওঁর দৃষ্টিতে। লে বোকে সে বললে—ঐ যোদ্ধাকে একবার ডেকে আনুন না !

লে বো অর্ল্যাণ্ডোকে ডেকে আনলেন। অর্ল্যাণ্ডো এসে দাঁড়াল কুমারীদের সুমুখে।

রোসালিণ্ড বললে, ভদ্র, আপনি কি এই মল্লবীরকে যুদ্ধে আহ্বান করেছেন ?

না, অর্ল্যাণ্ডো বললে, ঐ মল্লবীরই সবাইকে আহ্বান করেছে। আমি এসেছি আর সবারই মত ওর আহ্বানে।

সিলিয়া বললে, ভদ্র, আপনার সাহস যত, বয়েস তত নয়। আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি - এ যুদ্ধ করবেন না। না, করবেন না, —আমাদের নিষেধ। আপনি তো দেখেছেন ওর শক্তি। তাই এ অসম যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না। এই আমাদের অনুরোধ।

রোসালিণ্ড বললে, এতে আপনার নিন্দা হবে না। আমরা ডিউককে অনুরোধ করে এ যুদ্ধ বন্ধ করে দিচ্ছি।

অর্ল্যাণ্ডো সুন্দরীদের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার উপরে বিরূপ হবেন না আপনারা। এমন সুন্দরী সদালাপী মহিলাদের অনুরোধ রক্ষা করতে আমি অক্ষম। শক্তির পরীক্ষায় আপনাদের ঐ সুন্দর চোখ আর শুভ কামনা হোক আমার সাথী। যদি হারি,— যে কখনো ভালোবাসা পায়নি, সে-ই তো পরাজিত, লাঞ্ছিত হবে; যদি মরি—মৃত্যুই যার কাম্য, সে-ই মরবে। আমার মৃত্যুতে শোক কেউ করবেনা, দুনিয়ার কোন ক্ষতি হবে না। বরং যে ঠাঁইটুকু জুড়ে আছি, সেটুকু শূন্য হবে। সে-শূন্য স্থান হয়ত যোগ্য মানুষই পূর্ণ করবে।

এবার বিদায় চাইলে অর্ল্যাণ্ডো।

রোসালিণ্ড বলে উঠল, বীর, যদি সম্ভব হতো, আমার ক্ষুদ্রশক্তি তোমাকে ঘিরে থাকত।

আর আমার শক্তি ওরই সঙ্গে মিলত! সিলিয়াও যোগ করে দিলে।

বিদায়—।

এদিকে বিদায়ের পালায় ছেদ ঘটালো মল্লবীর চার্লস। সে হাঁটু চাপড়ে হাঁক দিলে—এস—এস—কে আছ সাহসী বীর—মাটিতে লুটিয়ে পড়বার জন্য কার এত সাধ! এস, চলে এস!

অর্ল্যাণ্ডো একবার সুন্দরীদের দিকে তাকিয়ে চলে এল। বললে, আমি প্রস্তুত।

শুরু হ'ল মল্লযুদ্ধ। সিলিয়া চায় তরুণ বীরের অঙ্গে আঘাত না লাগে। কিন্তু রোসালিণ্ডের কামনা যেন একে ঘিরে আছে। ঐ তরুণও তো বন্ধুহীন, মৃত্যুকামী—সে তো তারই মত হতভাগ্য। তাই তো তার করুণা উৎসাহিত হয়ে পড়ছে। তাইত তার বিপদের আশংকায় তার কুমারী হৃদয়ে ঐ উৎকণ্ঠা! কিন্তু এ

উৎকণ্ঠা কি প্রেম ? এ করুণা কি প্রেম ! প্রেম কিনা কে জানে—রোসালিণ্ডও জানেনা। কিন্তু এই করুণাই তো প্রেমের আকর—একথা বলেন কবি।

অর্ল্যাণ্ডো উদ্দীপ্ত, কুমারী নয়নের দৃষ্টি তাকে যোগাচ্ছে সাহস, শক্তি, সে তো আজ আশ্চর্য কিছু ঘটাতে পারে। সে তো পারে দ্যুলোক-ভূলোক তোলপাড় করতে। তুচ্ছ তার কাছে এই মল্লবীর। সে অনায়াসে তাকে পরাস্ত করল।

ডিউক খুশী, মহা খুশী। তরুণের সাহস ও দক্ষতায় তিনি চমৎকৃত। তাকে কাছে ডেকে নাম জিজ্ঞাসা করলেন। অর্ল্যাণ্ডো জানালে, স্বর্গত ভূস্বামী স্যার রোলাণ্ডের সে সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র।

স্যার রোল্যাণ্ড আজ মৃত। একদিন তিনি ছিলেন নির্বাসিত ডিউকের প্রিয় সহচর। ডিউক ফ্রেডারিকের এই বীরের প্রতি সমস্ত অনুভূতি বিরূপতায় পরিণত হ'ল। তিনি বলে উঠলেন, হায় তরুণ, তুমি অন্য কারো পুত্র হলে না কেন !

তারপর সবেগে প্রস্থান করলেন। সভাসদগণও তাঁর অনুগামী হলেন।

এখন শুধু অর্ল্যাণ্ডো আর কুমারীরা রঙ্গভূমিতে। সকলেই ডিউকের আচরণে বিস্মিত।

সিলিয়া বলে উঠল—আমি যদি বাবার মত হতাম, এমনি কি হোত আমার ব্যবহার ?

অর্ল্যাণ্ডো বলে উঠল—আমার বাবা স্যার রোল্যাণ্ড-এ আমার গর্ব। আমি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র—এ তো ডিউকের উত্তরাধিকার পেলেও আমি ত্যাগ করতে পারব না।

রোসালিণ্ডও হতচকিত হয়ে গিয়েছিল পিতৃব্যের ব্যবহারে। সে এবার সিলিয়ার কাছে এসে বললে, স্যার রোল্যাণ্ডকে ভালবাসতেন আমার বাবা; আমি যদি আগে জানতাম এই স্যার রোল্যাণ্ডের ছেলে, তাহলে আমার মিনতির সঙ্গে থাকত চোখের জল।

কুমারীরা এবার অর্ল্যাণ্ডোর কাছে এসে ক্ষমা চাইলে ডিউকের এই ব্যবহারের জন্য। রোসালিণ্ড তার গলার হারখানি খুলে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—

ভদ্র—আমার কথা মনে করে গলায় পরবেন এই হার। আজ ভাগ্য বিরূপ,—বিরূপ না হলে আরো দিতে পারত এই কুমারী—কিন্তু আজ তো সে নিরুপায়—অসমর্থ।

অর্ল্যাণ্ডোর কাছে সিলিয়া আর রোসালিণ্ড বিদায় নিয়ে চলে গেল। অর্ল্যাণ্ডো বিদায়-সম্ভাষণ জানাবারও সুযোগ পেলে না। সে বার বার নিজেকে ধিক্কার দিলে। একি আবেগ এসে অধিষ্ঠিত হ'ল জিহ্বায়, একি দুঃসহ ভার এসে চাপল! কথা বলতে সে পারল না ঐ সুন্দরীর সঙ্গে—অথচ তিনি তো চেয়েছিলেন আলাপ করতে। হায় হতভাগ্য অর্ল্যাণ্ডো—জয়ী হয়েও আজ তুমি পরাস্ত! এমন সময় লে বে ফিরে এলেন। তিনি এসে বললেন, শোন, বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি—তুমি এখান থেকে চলে যাও। ডিউক তোমার উপর ক্রুদ্ধ।

অর্ল্যাণ্ডো তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে শুধাল—কোনটি ডিউকের মেয়ে বলুন তো?

ব্যবহারে কোনটিই নয়, লে বো বললেন। এমনিতে ছোটটিই তার মেয়ে—বড়টি নির্বাসিত ডিউকের। আমার তো মনে হয়—সুন্দরী রোসালিণ্ড এখানে তিষ্ঠোতে পারবেন না। হিংসুক ডিউকের ঈর্ষা একদিন দেখা দেবে। তুমি এস—আবার দেখা হবে—তখন তোমার কথা শুনব, জানব। আজ নয়।

লে বো চলে গেলেন। দাঁড়িয়ে রইল অর্ল্যাণ্ডো। দোদুল তার মন। ধূম থেকে এসে শ্বাসরোধ ধূমের ভিতরে সে নিক্ষিপ্ত। একদিকে অত্যাচারী ডিউক, অন্য দিকে অত্যাচারী ভ্রাতা—শুধু স্বর্গের দেবদূত ঐ রোসালিণ্ডই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

তিন

ডিউকের রাজপ্রাসাদের কক্ষ। সিলিয়া আর রোসালিণ্ড নিভৃতে বসে আলাপ করছিল। অর্ল্যাণ্ডো চলে গেছে, কিন্তু আলোড়ন রেখে গেছে এক কুমারীর হৃদয়ে। সেই আলোড়নের নাম কি প্রেম?

প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়েছে রোসালিণ্ড, প্রথম পুরুষের প্রথম কথায় তার বুকে উঠেছে মহা ঝড়। কুমারী জেগে উঠেছে নারীত্বে। তাই তো তার অন্তরে ব্যথার উৎস, মুখে তারই ছায়া। সে বিবর্ণ ফুলের মতই ম্লান।

সিলিয়া এ প্রেমের খবর জানে, তাই সে হাস্য-পরিহাসে লঘু করে দিতে চায় সখীর মন। সে ডাকলে;—

ওলো সই; ওলো রোস্; ওলো রোসালিণ্ড! একটা কথাও কি কইবে না? একটা কথা ছুড়ে মার্‌না লো! এত ভাবনা কার জন্যে লো—বাবার জন্যে কি?

না শুধু বাবার জন্যে নয়। রোসালিণ্ড বিষণ্ণ হাসি হেসে বললে; যে হবে আমার সন্তানের বাবা, তার জন্যেও কিছু আছে বইকি!

সিলিয়া বললে; ভাবনা তো আমাদের আনন্দের পথে কাঁটা। আমরা পুরানো পচা পথে পা চালালে ঠিক কাপড় চোপড়ে বিঁধবেই।

শুধু ভাবনা হলে তো কথা ছিল না—এযে তার চেয়েও গভীর। এ যে আমার হৃদয়ের ব্যাপার।

উড়িয়ে দে তাকে।

তা যদি পারতাম!

সিলিয়া বললে: হেঁয়ালী রাখ্‌তো: আসল কথা বল্‌তো—হঠাৎ কি স্যার রোল্যাণ্ডের সবচেয়ে ছোট ছেলেকে খুব মনে ধরে গেল?

রোসালিণ্ড যুক্তি দেখালে, আমার বাবা তো স্যার রোল্যাণ্ডকে ভালবাসতেন!

সিলিয়া অমনি রঙ্গ করে উত্তর দিলে, তার থেকে কি এই দাঁড়ায় যে, তোমাকে তাঁর ছেলেকে খুব ভালবাসতে হবে? তা'হলে তো আমার বাবা তাঁকে ঘৃণা করতেন, আমাকেও তাঁর ছেলেকে ঘৃণা করতে হয়। কিন্তু আমি তো অর্ল্যাণ্ডোকে ঘৃণা করি না।

না, না! রোসালিণ্ড বলে উঠল, তাকে ঘৃণা করতে তুমি পারবে না।

কেন পারবনা? ও কি ঘৃণার পাত্র নয়?

এমনি হাস্য-পরিহাসে ওরা বিভোর, এমন সময় সভাসদগণসহ ডিউক এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর আরক্ত চোখ, ক্রুদ্ধ মূর্তি। তিনি এসেই বললেন,—রোসালিণ্ড তুমি নির্বাসিত হলে।

রোসালিণ্ড বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল।

হাঁ—দশদিনের মধ্যে তোমাকে বিশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে, যদি রাজ্যের কাছে দেখা যায়—তুমি প্রাণ হারাবে।

রোসালিণ্ড দৃঢ়স্বরে বললে,—কিন্তু আমার অপরাধের কথা জানতে পারি কি? আমি তো নিজে সজ্ঞানে কখনো আপনার বিরুদ্ধে পাপ চিন্তা করিনি। অবশ্য স্বপ্নে যদি করে থাকি সে আলাদা কথা—

ডিউক ক্রোধে গর্জন করে উঠে উত্তর দিলেন, সব বিশ্বাসঘাতকের মুখেই এক বুলি। ওরা তো এমনি নিষ্পাপতারই অবতার! আমার কথা শোন—তোমাকে আমি বিশ্বাস করিনা—এই কি যথেষ্ট নয়?

রোসালিণ্ড মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বললে,—কিন্তু আপনার অবিশ্বাস আছে বলেই তো আমি বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাব না। বলুন—কি কারণে আমি বিশ্বাসঘাতক হব?

তুমি তোমার পিতার কন্যা, এই তো যথেষ্ট কারণ।

রোসালিণ্ড উত্তর দিল, কিন্তু আপনি যখন আমার পিতার রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, তখনো তো আমি ছিলাম আমার পিতারই কন্যা।

যখন তাঁকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, তখনোতো তাই ছিলাম। বিশ্বাসঘাতকতা তো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। ধরুন, বন্ধুদের কাছ থেকেই যদি এ পাপ আমরা পাই—তাতেও তো আমাকে অপরাধী করা চলে না? আমার বাবা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না, তাই আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী করবেন না।

সিলিয়া এবার বলে উঠল—বাবা, আমার মিনতি, আপনি ওঁকে নির্বাসন দণ্ড দেবেন না!

ডিউক গর্জন করে উঠলেন,—তোমার জন্যই আমি ওকে রেখেছিলাম। নইলে ওতো ওর বাপের সঙ্গে নির্বাসনে চলে যেত!

সিলিয়া বলে উঠল, এমন হবে জানলে আমি অনুরোধ করতাম না। এখন—ও যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তাহলে আমিও বিশ্বাসঘাতক। এখনো আমরা একসঙ্গে শুই, একসঙ্গে উঠি—একসঙ্গে খেলি, একসঙ্গে খাই। আমরা তো এক, আমরা তো অভিন্ন।

ডিউক কূটকৌশলী, সন্দেহের বীজ্ বুনে দিতে চান মেয়ের মনে। তাই বললেন, ওর কূট বুদ্ধির সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে না। ওর নীরবতা, ওর সহিষ্ণুতা দেখে মানুষ ওর প্রতি করুণায় গলে যায়। ও তোমার যশ কেড়ে নিচ্ছে—ও চলে গেলে—মানুষের চোখে তুমিও দীপ্ত হয়ে উঠবে। কথা কোয়োনা—আমার দণ্ড অমোঘ—এর নড়চড় হবেনা।

তাহলে আমাকেও এ দণ্ড দিন বাবা! সিলিয়া বলে উঠল।

.মূর্খ-মূর্খ! ডিউক সখেদে বলে উঠলেন। তারপর রোসালিণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন—রোসালিণ্ড—তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও। আমার দণ্ড আমি প্রত্যাহার করব না।

ডিউক চলে গেলেন।

সিলিয়া বিভ্রান্ত। সে বলে উঠল, —সখী—কি করবে? কোথায় যাবে?

রোসালিণ্ড শুধু বললে, আমি চলে যাব,—

তাহলে আমিও যাব। বাবা আমাকেও নির্বাসন দিয়েছেন।

না দেন নি!

দেন নি? তাহলে বোঝা গেল, সিলিয়া যতখানি ভালবাসে ততখানি ভালবাসা নেই রোসালিণ্ডের বুকে। সে-ভালবাসা তো বলে, আমরা এক, অভিন্ন। এখন কি তাহলে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব? না, না, আমি তোমার সঙ্গে যাব—

কোথায় যাবি?

আর্ডেনের বনে যাব।

যাবি যে—আমরা যে মেয়ে—বিপদ হবেনা? সোনার চেয়ে সৌন্দর্যের লোভ তো দস্যুদের বেশি।

আমরা ছেঁড়াখোড়া পোষাক পরে যাব, কেউ টের পাবে না আমাদের রূপ।

রোসালিণ্ড বললে, তার চেয়ে আমি তোর চেয়ে মাথায় বড়, আমি সাজি পুরুষ, হাতে ধরি বর্শা, আর আমার বুকে থাক তোরই মতো দুরু দুরু মেয়েলি ভয়। আমার বাইরেটা হোক জাঁদরেল যোদ্ধার মত—আর ভিতরটা ভীরু পুরুষের মতো। কি বলিস্?

তুমি পুরুষ সাজলে কি বলে তোমায় ডাকব সখী? সিলিয়া শুধালে।

গানিমেড বলে ডাকবি। আর তোর কি নাম হবে?

সিলিয়া নয়—আলিয়েনা। আমার যেমন দশা, তেমনি নাম। সিলিয়া বললে, আর ঐ ভাঁড়মশাইকে যদি ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তো চমৎকার হবে। সে আমাদের পথের ক্লান্তি দূর করবে।

সিলিয়াও উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে চলে গেল সব গহনা-পত্র টাকাকড়ি গুছিয়ে নিতে। তার মন উল্লাসে ভরা। তারা তো নির্বাসনে যাচ্ছে না—যাচ্ছে মুক্ত স্বাধীন জীবনের ভিতরে নিজেদের মিশিয়ে দিতে। এই দরবারী বদ্ধ-আবহাওয়া সেখানে মিলিয়ে যাবে। আসবে শস্যশ্যামল অরণ্যের পরিবেশ, আর সেই শ্যামলিমায় অরণ্য-জীবনে তারা গা ঢেলে দেবে। শুধু এই তারা চায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক

। এক ।

আর্ডেনের অরণ্য। এ অরণ্যের উপরে জাগে নীল আকাশ, আর নীচে শ্যামল বিস্তৃতির কোলে গা ঢেলে দিয়ে কাটায় মানুষ। নির্বাসিত ডিউকও এসেছেন অনুচরগণ-সহ এই অরণ্যে? উপকথায় রবীনহুডের মত জীবন কাটাচ্ছেন। নেই দুশ্চিন্তা, নেই উদ্বেগ। আছে আনন্দ। উদার আকাশের তলায় শুয়ে কাটিয়ে দাও দিন। দিন কেটে যাক নিশ্চিন্তে। ডিউকের তাইতো ভাল লাগে। সঙ্গীদের বলেন, এখানে রাজদরবারের কুটিল ষড়যন্ত্র নেই, নেই ঈর্ষা-দ্বেষ। মানুষ যে কষ্টভোগ করে, এখানে তাঁদেরও সেই কষ্ট। মানুষের পূর্বপুরুষ আদম যে ভুল করেছিলেন জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে, পৃথিবীর মানুষের যে দুঃখকষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে দুঃখ তো এখানে নেই। এখানে আছে শীতের দুঃখ। শীতের বায়ু আসে, বয়ে যায়, দংশনে দংশনে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় দেহ; কিন্তু তবুতো তাতেও আনন্দ। ডিউক বলেন, ঐ শীতের বাতাস তো তোষামোদ করে না, আমাকে তোষামোদ করে আমি যা নই তা ভাবায় না। আমার নিজের অবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়। অরণ্য আমাকে দিয়েছে পরম শিক্ষা। দারিদ্র্য কুশ্রী নয়—কুৎসিত নয়—নয় সে অভিশাপ। সে তো এক বিষাক্ত সরীসৃপ, কুশ্রী সরীসৃপ, কিন্তু তার মাথায় আছে অমূল্য মণি। সেই মণির সন্ধান আমি পেয়েছি। আমি দারিদ্র্যের বর পেয়েছি এখানে। আর গাছপালা, নদনদী, পাথরও আমাদের দিয়েছে বহু শিক্ষা। সবকিছুই এখন আমার ভাল লাগে।

এ জীবনধারা চলে মন্দাক্রান্তা তালে। একে বদলাতে তো ডিউক বা তাঁর সাথীরা রাজী নন।

ডিউকের সাথীদের মধ্যে আছেন আমিয়েনস্। তিনি ডিউকের এই কথা শুনে বলেন, আপনিই সুখী। ভাগ্যের এই বিরূপতাকে আপনি এমনি করেই মানিয়ে নিয়েছেন। এমনি করেই তার থেকে শিক্ষা আদায় করে নিচ্ছেন। আপনি ধন্য!

ডিউক শুধু উপদেশই দেন না, অরণ্যচারীদের মতই অরণ্য-জীবনে তাঁর উল্লাস। তিনি শীকার করেন, মেতে ওঠেন খেলায়, আবার অরণ্যের এই আদিবাসী পশুদের জন্য তাঁর দুঃখ। তাই হরিণ শীকারে তিনি ব্যথিত হন।

তাঁর মতো ব্যথিত হয় আরো একজন। সে জেকস্। সেও নির্বাসিত ডিউকেরই অনুচর। কিন্তু বিষণ্ণ প্রতিমূর্ত্তি।

সে দিন ডিউক সাথীদের সঙ্গে মৃগয়ায় যাবার প্রস্তাব করলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার অরণ্যচারী মৃগদের প্রতি তাঁর করুণা উথলে উঠল। বললেন—

আহা—ওরা থাকে ওদের নিভৃত আশ্রয়ে, সেখানে ওদের আমরা তীর নিক্ষেপ করে কি রক্তাক্ত করব!

এক সভাসদ জানালেন জেকস্-এর কথা। সেই বিষণ্ণ জেকস্ও বলে ঐ কথা। সে বলে অত্যাচারী ডিউকের চেয়ে নির্বাসিত ডিউক কম অত্যাচারী নন। সে এক বৃদ্ধ ওক গাছের তলায় শুয়েছিল সেদিন। শিকারীর শরাহত হয়ে এল এক মৃগ, এসে সেই গাছের তলায় লুটিয়ে পড়ল। তার আর্তনাদে তখন বনভূমি মুখর। জেকস্ এই দৃশ্য দেখে তো অভিভূত। শরাহত মৃগের চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল, আর সেই জল মিশে যাচ্ছে নদীর স্রোতে। জেকস্-এর এই দেখে মনে পড়ল নীতি-কথা। যার প্রচুর আছে তাকেই মানুষ আরো দেয়। মৃগও তাই জলভারে পরিপূর্ণ নদীর জল আরো বাড়িয়ে দিলে তার কান্নায়। তারপরে তো আর থামে না জেকস্, মৃগ এসেছে যূথচ্যুত হয়ে—তাকে দেখে সে বললে—এই তো নিয়তি। দুর্ভাগ্য যখন আসে, তখন তো বন্ধু-বিচ্ছেদই হয়। জেকস্ যখন এমনি

দার্শনিকতায় বিভোর—তার পাশ দিয়ে চলে গেল মৃগের একটি দল। সে তাদের দিকে তাকিয়ে বললে—ওরা অকৃতজ্ঞ! মৃত বন্ধুদের দিকে ফিরেও তাকাল না। জেকস্ বলতে লাগল—যাও—চলে যাও—স্ফীত, সমৃদ্ধ সাথীর দল—এইতো দুনিয়ার নিয়ম! কেন তোমরা দাঁড়াবে? কেন এই হতভাগ্য সাথীর জন্য সমবেদনা জানাবে? তারপরে বিদ্রূপে মুখর হয়ে উঠল জেকস্। দেশ, নগর, রাজদরবার, আমাদের জীবনকেও সে বাদ দিল না। সে বললে—আমরা অত্যাচারী, পরস্বাপহারী দস্যু—এই জীবদের ভয় দেখাতে এসেছি, তাদের হত্যা করছি তাদেরই অরণ্যের বুকে বসে।

ডিউক বললেন, তারপর? তাকে ঐখানেই রেখে এলে?

হাঁ, সভাপদ জানালেন, সে তখন কাঁদছে আর দর্শন আওড়াচ্ছে।

আমাকে নিয়ে চল, ডিউক বললেন, ও যখন বিষণ্ণ হয়, তখন ওকে দেখতে আমার ভাল লাগে—তখন ও তত্ত্বকথা ছাড়া কয় না।

তাকে নিয়ে আসছি—এই বলে সাথীটি চলে গেল।

॥ দুই ॥

আবার পরস্বাপহারী ডিউকের প্রাসাদে। তিনি রোসালিণ্ড ও সিলিয়ার পলায়নের খবর জানতে পেরেছেন। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায়। তাঁর সন্দেহ, এর পিছনে আছে কোন সভাসদের কারসাজী। তাই তিনি শুধু বলছেন—এ অসম্ভব—অসম্ভব! কারো সাহায্য ছাড়া এ সম্ভব নয়!

তাঁর একজন সভাপদ জানালেন—কখন রাজকুমারী চলে গেছেন কেউ জানে না। তাঁর পরিচারিকা দেখলে, তিনি শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়েছেন, তারপর সকালে দেখলে শয্যা শূন্য।

আর একজন খবর দিলেন, ঐ যে ভাঁড় আপনাকে খুশী করতো, হাসাতো, সেও চলে গেছে। আর রাজকুমারীর প্রিয় পরিচারিকা

হিস্‌পাসিয়া শুনেছে, ওরা দু'জনে ঐ তরুণ যোদ্ধার প্রশংসা করছিলেন। তার বিশ্বাস, ওরা যেখানেই যান না কেন, সাথী হয়েছেন ঐ তরুণ যোদ্ধা।

ডিউক হুকুম দিলেন, ঐ যোদ্ধার ভ্রাতাকে তলব দাও। তাকে নিয়ে এস। যদি তাকে না পাওয়া যায়, ওর ভাইকে নিয়ে এস। আমি তাকে দিয়ে ওকে ধরে আনব। যাও—শীঘ্র যাও। ঐ পলাতকাদের আনতে হবে ফিরিয়ে—আর ওদের না আসা অবধি করো বিশ্রাম নেই।

ডিউকের আদেশে ছুটল দিকে দিকে সৈন্য। ডিউক পলাতকা কুমারী দু'টির আসবার আশায় বসে রইলেন।

পাঠক, ডিউক গুণতে থাকুন দিন—তাঁর ক্রোধ আরো উদ্দীপ্ত হোক! কিন্তু তিনি তো আমাদের কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র নন। আমাদের কাহিনীর নায়ক-নায়িকা যারা তাদেরই খোঁজে চলুন! দেখি—তারা কোথায়?

সিলিয়া আর রোসালিণ্ড তো আর্ডেনের অরণ্যের পথে। অর্ল্যাণ্ডোও কি তাদের সাথী হয়েছে? চলুন—পাঠক—আমরা তার খোঁজে যাই!

॥ তিন ॥

এদিকে অর্ল্যাণ্ডো ফিরে এসেছে তার গৃহে। সে জয়ী, কিন্তু সানন্দ নেই তার বিজয়ে—মন সে রেখে এসেছে দরবারে। গৃহের সম্মুখে এসে সে দাঁড়াল। ঐ নিরানন্দ গৃহ, ঐ উদ্যান—ওখানে আছে অত্যাচারী ভ্রাতা—আবার সেই হীন জীবনের আবর্ত্ত শুরু হবে। কিন্তু উপায় তো নেই। সে এগিয়ে চলল। গৃহদ্বারে য়্যাডামের সঙ্গে দেখা।

য়্যাডাম তাকে দেখে আঁতকে উঠল—কে গো, আমাদের ছোট

কর্তা নাকি গো? এখানে কেন এলে? কেন তুমি সৎ হলে? কেন মানুষ তোমাকে ভালবাসে? কেন তুমি জয়ী হয়ে এলে? তুমি কি জান না, কতকগুলি মানুষের কাছে তাদের গুণই তাদের দুষমণ হয়ে দাঁড়ায়? তোমারও তাই হল গো, তাই হ'ল।

কি হয়েছে বল য়্যাডাম? বিস্মিত অর্ল্যাণ্ডো শুধাল।

এস না, বাড়ি ঢুকোনা গো। ঐ বাড়িতে আছে তোমার দুষমণ—তোমার ভাই। ভাই বুঝি নয়—তবু তো এক বাপের ছেলে। সে শুনেছে তোমার প্রশংসা—আজ রাতে সে আগুন ধরিয়ে দেবে তোমার ঘরে, তাতে যদি পুড়ে না মর, তাহলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। এস না গো, ছোট কর্তা ভেতরে এস না!

তাহলে কোথায় যাব বল?

যেখানে খুশি যাও—শুধু এখানে নয় গো, এখানে নয়!

অর্ল্যাণ্ডো হতাশ হয়ে বলে উঠল—নিজের বাড়িতেও আমার দাবি রইল না! তাহলে কি করব বল—ভিক্ষে করব—নয় তো দস্যু হব, আমার তরবারী পথিকের উপর হান্‌ব? ঐ তো একমাত্র আমার পথ। না, না, আমার যা হয় হোক, আমি বাড়িতেই থাকব, সইব আমার অত্যাচারী ভ্রাতার পীড়ন।

না, না, তা হবে না গো, য়্যাডাম বললে। আমার পাঁচশো টাকা আছে, এই নাও! আর আছি আমি, তোমার চাকর। বুড়ো হলে কি হবে, আমি ডাঁটো আছি। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

অর্ল্যাণ্ডো গলে গেল তার কথায়। তার মন এক অদ্ভুত কৃতজ্ঞতায় অভিভূত। য়্যাডামের দিকে তাকিয়ে সে বললে—বৃদ্ধ, তোমার প্রভুভক্তি তো অতীতের জিনিস—এ সেবা কর্ত্তব্যের দায়ে, পুরস্কারের লোভে তো নয়! তুমি এ কালের হালচাল জান না—আজকাল মানুষ তো ব্যক্তিগত লাভের জন্য, উন্নতির জন্য সেবা করে। যখন তা পায়—প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তুমি তো তেমনি নও। কিন্তু কার সেবা করতে চাইছ

বৃদ্ধ? এর তো কোনো প্রতিদানই পাবে না। তবু চল, একসঙ্গে আমরা ঘুরব। তোমার সঞ্চয় ফুরোবার আগে আমরা কোথাও বাঁধবো ঘর, সর্বহারা মানুষের মতোই থাকব—কিন্তু সুখী হব, পাব শান্তি।

সে আবেগময়, কিন্তু আবেগের প্রকাশে সে লজ্জিত। তাই সে য়্যাডমের একথা শুনতে চায় না। সে বললে, চল, আর দেরী কোরোনা।

॥ চার ॥

আবার আর্ডেনের ঘন অরণ্য। উপরে অসীম আকাশ, নীচে বিরাট বন। এই বনের পথে চলেছে তিনজন। একজন কান্তিমান তরুণ, আর সঙ্গী তার এক তরুণী—আর আছে এক বৃদ্ধ। ওরা কাছে আসতেই চেনা গেল বৃদ্ধকে। এ যে সেই ডিউকের দরবারের বিদূষক টাচ্‌স্টোন। তাহলে ঐ তরুণ কি ছদ্মবেশী রোসালিণ্ড, আর তার সঙ্গিনী কি সিলিয়া? ওরা তো মেষ-পালক, মেষ-পালিকার বেশে। হাঁ, ঐ আমাদের রোসালিণ্ড আর সিলিয়া। চুপ! এখন ও নাম নয়। ওরা গানিমেড আর আলিয়েনা—দুই ভ্রাতা-ভগ্নী।

ওরা বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছে আর্ডেনের এই অরণ্যে। মেষ পালন ওদের পেশা, আর্ডেনের অরণ্যে এসেছে ঘর বাঁধতে।

রোসালিণ্ডের মন ভারী, দেহ অবসন্ন। সিলিয়াও ক্ষুধায় কাতর। সে বললে, আমার যে আর উৎসাহ নেই, অবসন্ন হয়ে পড়ছি। টাচ্‌স্টোন উত্তর দিল, মনের ধার কে ধারে, পা যে চলছে না।

রোসালিণ্ড বললে, পুরুষের পোষাকের মান খুইয়ে এখন মেয়ের মত সাজতে সাধ যাচ্ছে। কিন্তু আমার সঙ্গিনীটিকে তো চাঙা করে রাখতে হবে।

সিলিয়া অধীর হয়ে বললে, আমি আর চলতে পার্ছিনে। আর তো বইতে পারিনে দেহ!

বিদূষক টাচ্‌স্টোন বহু অভিজ্ঞ পুরুষ, তাই পথশ্রমেও সে হায়রানি তার সজীবতা. ক্লান্তি দেখা দেয়নি। সে রঙ্গ করে বললে, আমার কথা যদি বলেন রাজকুমারী, আপনাকে সইতে বরং পারি, কিন্তু বইতে পারব না। আর যদি বইতেই হয়, তাহলেও লাভ হবে না। কারণ আপনার টাকার থলে তো ফাঁকা।

রোসালিণ্ড বললে, তাহলে আর্ডেনের বনে এলাম !

টাচ্‌স্টোন অমনি বলে উঠল—এখানে এসে আরো বেশি বোকা বনলাম। বাড়ীতে তো এর চেয়ে ভাল জায়গায় ছিলাম। কিন্তু পথিকদের সবসময়েই খুশ মেজাজে থাকতে হয়। সবকিছুই মানিয়ে নিতে হয়।

তাই করবো ভাঁড় মশাই ! রোসালিণ্ড বললে। দেখুন, কারা যেন আসছে। এ যে দেখছি এক যুবক আর এক বৃদ্ধ গভীর আলাপে বিভোর।

দুটি মেষপালককে দেখা গেল। যুবকের নাম সিলভিয়াস, বৃদ্ধের নাম করিণ। তারা ওদের দেখতে পেলে না. নিজেদের আলাপেই বিভোর। বৃদ্ধ করিণের কাছে তরুণ সিলভিয়াস বলছে প্রেমের কথা।

সিলভিয়াস বললে,--তুমি জাননা করিণ, আমি ওকে কতখানি ভালবাসি।

আমি আঁচ করে নিইছি গো বাছা. করিণ উত্তর দিলে। আমিও তো এক সময়ে প্রেমে পড়েছিলাম।

না. না, তুমি বুড়ো, তুমি বুঝবে না। যৌবনে হয়ত তুমিও ভালবেসেছিলে। নয়ত দুপুর রাতে বালিশের ওপর ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেছ ! আমার মত কি মানুষ কখনো ভালবেসেছে ? তুমি যখন বলছ, একদিন ছিলে প্রেমিক—আমার মতো কি বোকামি করেছ বুড়ো ?

এত করেছি যে সেগুলি আজ আর মনে নেই।

তাহলে তুমি আমার মতো ভালও বাসনি ! যত বোকামি করেছ, তার একটিও যদি মনে না থাকে, তাহলে তো তুমি সত্যিকারের প্রেমিক নও। আমার মতো যদি তোমার শ্রোতাকে প্রিয়ার প্রশংসা শুনিয়ে বিরক্ত না করে থাক, তাহলে ভালবাসনি। আমার মতো, সঙ্গীদের সঙ্গে যেতে যেতে হঠাৎ দল থেকে যদি খসে না পড়ে থাক, তাহলে পিরীত তুমি করনি। ওগো ফিবি, ফিবি, আমার ফিবি—তুমি কোথায় ?

সিলভিয়াস উদভ্রান্তের মত ছুটে চলে গেল। রোসালিণ্ড তার কথা শুনে গলে গেল। সে বলে উঠল—হা, হতভাগ্য মেষপালক—তোমার বুকের আঘাতে টের পেলাম আমার আঘাত !

টাচ্‌স্টোন বলে উঠল, আমারটাও মালুম হ'ল। পিরীতে পড়ে আমি তো পাগল হয়ে গিছলাম, কত যে আজগুবী কাণ্ড-কারখানা করেছি তার কি ঠিক আছে ! প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে পাথরে ঘা মেরে তলোয়ার ভেঙেছি, রাতে আমার প্রণয়িণীর কাছে অভিসারে গেছে বলে, এমনি করে দিয়েছি শাস্তি। ওর কাপড় কাচার পাটে চুমু খেয়েছি, ও যে গরু দোয়, তার বাটে খেয়েছি চুমু। প্রিয়ার বদলে গাছকে জড়িয়ে ধরে প্রেম করেছি ! তা সত্যিকারের প্রেম হলে এসব তো করবেই। কিন্তু প্রকৃতির সবকিছুই যেমন মৃত্যুর অধীন, প্রেমও তেমনি বোকামির অধীন।

রোসালিণ্ড শুনে বললে, ভাঁড়মশাই, আপনি এমন বিজ্ঞের মত কথা বলছেন, নিজেই জানেন না।

বিপদে না পড়লে আমার বিজ্ঞতা আমি টের পাইনে, টাচ্‌স্টোন বললে।

রোসালিণ্ড আপন মনে বলে উঠল, কিন্তু ঐ মেষপালকের ভালবাসা আমারই মত।

টাচ্‌স্টোন বলে উঠল, আমার মতোও—কিন্তু আমি হাঁফিয়ে উঠেছি।

সিলিয়ার এসব কথা ভাল লাগে না। সে ক্ষিধেয়—পিপাসায় অস্থির। সে বললে—ঐ যে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে, ওকে জিজ্ঞেস কর, কিছু কিনতে পাওয়া যাবে কিনা। আমি তো ক্ষিধেয় মারা যাবার দাখিল।

টাচ্‌স্টোন অমনি ডাকলে, ওহে ভাঁড়, এদিকে শোন তো।

রোসালিণ্ড তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ওগো বুড়ো! বলতো এখানে খাবার মিলবে কিনা? দেখছ তো মেয়েটি খাবারের অভাবে মূর্চ্ছা গেছে। ভালবেসে যদি কেউ খাবার না দেয়, এই বনে কি খাবার মিলবে? যদি তা মেলে নিয়ে এস, জলদি নিয়ে এস!

করিণ বললে আহা, আপনার সঙ্গিনীর জন্য দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আমি গোলাম মানুষ, মনিবের হুকুমবরদার। আমার মনিব একটা চাষার বেহদ্দ চাষা! সে যেমন রুক্ষ স্বভাব, তেমনি কৃপণ। রাগ করেও স্বর্গে যাবার ওর ইচ্ছে নেই। তাছাড়া সে তো সব বেচে দিচ্ছে। সে এখানে নেই। তবু আসুন, দেখুন, যদি কিছু পান। আপনাদের খাতির করেই ডাকছি।

রোসালিণ্ড বললে, তাহলে আমরাই তোমার মনিবের সবকিছু কিনে নেব।

সিলিয়া বললে, আর তোমাকেও ভাল মাইনে দেব।

করিণের সঙ্গে ওরা চলল।

॥ পাঁচ ॥

আর্ডেনের অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমরা চলে এলাম। এখানে আহার্য প্রস্তুত। আনিয়েনস, জেকস্ এবং নির্বাসিত ডিউকের অন্যান্য সঙ্গীদের দেখা যাচ্ছে। নির্বাসিত ডিউক অনুপস্থিত। আনিয়েনস্ গাইছেন গান। গানটি এই—

এইখানে এই বনে, গাছের তলায় কে আমার সঙ্গে শুয়ে দিন

কাটাতে চাও! যে চাও চলে এস। পাখীর কুজন-গুঞ্জনের সঙ্গে নিজের সুর মিলিয়ে দাও! এস, এস, এস!

এখানে তো শত্রু নেই—

শুধু আছে শীত, আছে ঝড়।

জেকস্ বলে উঠল—আনিয়েনস, আরো গাও, আরো গাও।

কিন্তু সে গান তো তোমাকে ব্যথা দেবে জ্যাক।

আমি তাই চাই—গান থেকে ব্যথা নিংড়ে নিতে চাই। গাও, আরো গাও!

কিন্তু আমার স্বর যে বেসুরো। আনিয়েনস বললেন।

গাও—গাও! তোমার গানে আনন্দ তো চাইনে—চাই, ব্যথা! —জেকস্ বলে উঠল।

আনিয়েনস্ বললেল, আমি গাইছি।

আপনারা খাবার সাজাতে শুরু করুন। ডিউক এখনি আসছেন। জেকস্ তোমাকে তিনি সারাদিন খুঁজছিলেন।

জেকস্ বললে, আর আমি সারাদিন তাঁকে এড়িয়ে চলছিলাম। উনি এত তর্ক ভাল বাসেন, তাই ওর সঙ্গ আমার ভাল লাগে না। আমার ভিতরে এত বুদ্ধি আছে যে, তা নিয়ে আমি বড়াই করতে চাই নে। গাও আনিয়েনস—গাও!

যার উচ্চাকাঙ্খা নাই,

অরণ্যের মুক্ত অবাধ জীবন যে যাপন করতে চায়—

নিজের শ্রমের অন্ন খায়—

যা পায় তাতেই যে খুশী—

শুধু একমাত্র সেই মানুষই এখানে আসুক—চলে আসুক!

সে এখানে এলে শত্রু তো পাবে না।

এখানে আছে শুধু শীত আর ঝড়।

জেকস্ বলে উঠল, আমি এবার শোনাই। কাল আমি এটি রচনা করেছি, আমার কবিত্ব নেই—তবু করেছি।

এমন যদি হয়,

মানুষ মূর্খের মতো ছেড়ে এল তার ধন-দৌলত, তার আরামের জীবন, ছেড়ে এল স্বেচ্ছায়—

এখানে এলে সে তার মতো বহু মূর্খের দেখা পাবে—

শুধু সে যদি আমার কাছে আসে—আমি তাকে দেখিয়ে দেব।

গান শেষ হ'ল। এখনো দেখা নাই ডিউকের। আনিয়েনস্ ডিউকের খোঁজে চললেন।

॥ ছয় ॥

আর্ডেনের অরণ্যই এখন গন্তব্যস্থল। রাজ্যের যত পথ এসে মিশেছে এখানে। এসেছেন নির্বাসিত ডিউক, এসেছে তাঁরই খোঁজে রোসালিণ্ড আর সিলিয়া। অর্ল্যাণ্ডো আর য়্যাডামও পৃথিবীতে শান্তির নীড়ের খোঁজে বেরিয়েছিল, তারাও এসে হাজির হয়েছে। এই আর্ডেনের ঘন বন, জলাভূমি—এইখানেই বুঝি বাঁধতে পারবে তারা শান্তির নীড়। কিন্তু য়্যাডাম ক্ষুৎ-পিপাসায় মুমূর্ষু, সে বনে ঢুকেই লুটিয়ে পড়ল।

সে বললে, কর্তা, আর তো নড়তে পারছিনে। এইখানেই গোর নেব। তুমি চলে যাও।

অর্ল্যাণ্ডো বিভ্রান্ত, তবু সে আশ্বাস দিলে য়্যাডামকে, এই বনে যদি কোথাও খাবার পাওয়া যায়, আমি এনে দেব। একটু চাঙ্গা হও বন্ধু, মৃত্যুকে রুখে রাখ, আমি এখনি আসছি। যদি শূন্য হাতে ফিরি, তখন আমি তোমায় মৃত্যুর হুকুম দেব; কিন্তু আমার আসার আগে যদি মর, আমার পরিশ্রম ব্যর্থ করে দেবে। সাহসে বুক বাঁধ য়্যাডাম, আমি আসছি। সে য়্যাডামকে এক ওক গাছের আড়ালে রেখে চলে গেল।

॥ সাত ॥

আর্ডেনের মুক্ত আকাশের নীচে টেবিল পাতা। সেখানে খাবার দেওয়া হয়েছে। এ খাবার রাজভোগ নয়। সামান্য আহার্য। ফল-মূল। কিন্তু এখানেও আছে ভোজের রীতিটুকু। আছে শিষ্টাচার। ডিউক এসে বসবেন তবে শুরু হবে ভোজ। তাই নির্বাসিত ডিউকের সভাসদগণ অপেক্ষা করছেন। এমন সময় ডিউক য়্যামিয়েনস্-সহ এসে দেখা দিলেন।

ডিউক এসে দেখলেন জেকস্ নেই। শুধালেন, জেকস্ কোথায়?

একজন সভাসদ জানালেন, এই একটু আগে চলে গেল। গান শুনে সে উল্লসিত। ছুটে চলে গেল।

ডিউক হাসলেন, যে নিজেই মূর্তিমান বিশৃংখলা। তার যদি গানের দিকে ঝোঁক যায়, তাহলে তো লণ্ডভণ্ড ব্যাপার হবে। যাও, তাকে নিয়ে এস!

খোঁজার দরকার হ'ল না, জেকস্ নিজেই এসে হাজির। তার মুখখানি হাসি-হাসি।

ডিউক বলে, ভদ্র, তুমি এমন উৎফুল্ল কেন?

জেকস্ বলে উঠল, এক বোকার সঙ্গে হ'ল দেখা। রঙচঙে পোষাক পরা এক বোকা। ছুনিয়াটা নিশ্চই খারাপ, ঠিক বোকার সঙ্গে বনে দেখা হয়ে গেল। একেবারে সটান মাটিতে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিল। আর ভাগ্য ঠাকরুণকে দিচ্ছিল বেশ চোখা চোখা গালাগাল—শুনলাম, উনি হচ্ছেন পেশাদার ভাঁড়।

তার কাছে গিয়ে বললাম ওহে ভাঁড়—ভোরটি তোমার ভাল কাটুক! অমনি সে বলে উঠল, না মশাই, যতক্ষণ ভাগ্য আমার উপর প্রসন্ন না হন, আমাকে ভাঁড় বলবেন না। এই বলেই পকেট থেকে বার করলে এক ঘড়ী। দেখে বললে, এখন দশটা, এক ঘন্টা

আগে ছিল নটা, এক ঘণ্টা পরে হবে এগারোটা। এক এক ঘণ্টা কাটবে, আর বয়েস বাড়বে। এমনি করে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাকব—তারপরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পচব। এর থেকে একটা নীতিকথা বলা যায়। ভাঁড়ের এই নীতিকথা শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। মূর্খ যে এমন জ্ঞানী হয় ভাবতেও পারিনি। জ্ঞানী মূর্খ! বিজ্ঞ মূর্খ! অমন রঙের পোষাক পরতে আমার সাধ!

ডিউক শুধালেন, ভাঁড়টি কেমন বল তো?

চমৎকার ভাঁড়। এক সময়ে ছিল রাজ দরবারে। জাহাজ যেমন মুচমুচে বিস্কুটে বোঝাই হয়, ওর মগজও তেমনি উদ্ভট কল্পনায় ঠাসা—সেগুলি যখন-তখন এলোমেলো হয়ে বেরিয়ে আসে। আহা—আমি যদি অমনি বোকা হ'তাম! আমার অমনি রংচঙে পোষাক পরতে ভারি সাধ! দেবেন?

দেব, ডিউক বললেন।

কিন্তু একটা শর্ত—আমি যে জ্ঞানী একথা আপনার মন থেকে দূর করে দিতে হবে। তাছাড়া বলার অবাধ স্বাধীনতা পাব, যাকে-তাকে বিদ্রূপে নির্মমভাবে আঘাত হানব। যারা নির্মমভাবে বিদ্ধ হয়, তারাই ভাঁড়ের কথায় বেশি করে হাসে। আমাকে পরিয়ে দাও বিদূষকের বহুবর্ণী বেশ, অবাধ স্বাধীনতা দাও, আমি এই দুনিয়ার যত পাপ দূর করে দেব। অবশ্য মানুষ যদি আমার ব্যবস্থাপত্র মেনে নেয়, তবেই তা হবে।

ডিউক বলে উঠলেন, তুমি তখন কি করবে আমি তা জানি।

জেকস্ উত্তর দিলে, হলফ করে বলতে পারি—ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছু করব না।

অন্যের পাপের কথা বলতে গিয়ে তুমি নিজেই চরম অপরাধ করে বসবে। মনে কর তোমার যৌবনের কথা। তখন উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটাতে, পাশব ছিল তোমার কামনা। এখন যদি সবাইকে বিদ্রূপ

করবার অধিকার পাও, তাহলে তো নিজের সমস্ত সঞ্চিত বিষ ঢেলে দেবে—পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলবে।

জেকস্ বললে, আমার বিদ্রূপ তো ব্যক্তির উপর ছুঁড়ে মারব না, সকল মানুষই হবে আমার শীকার। এতে কারো ক্ষতি হবে না, বরং উপকারই হবে।

জেকস্-এর কথা শেষ হয়নি, এমন সময় খোলা তলোয়ার হাতে প্রবেশ করল অর্ল্যাণ্ডো। সে চীৎকার করে উঠল,—

থাম। আমার নিষেধ, আর ভোজন কোরোনা!

জেকস্ বলে উঠল, আমি তো এখনো খাবার স্পর্শই করিনি। অর্ল্যাণ্ডো বলে উঠল, যতক্ষণ বৃহত্তর প্রয়োজন না মেটে, ততক্ষণ আহার কোরো না।

ডিউক তাকে দেখছিলেন। সুন্দর, সুঠাম তরুণ—পথশ্রমে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত। চোখেমুখে উন্মাদনা। তিনি তাই শুধালেন,

তুমি কি দুর্দশায় পতিত হয়ে এমন সাহসী হয়েছ, না এই তোমার স্বভাব? তুমি কি ভদ্রতাহীন?

অর্ল্যাণ্ডো বলে উঠল, আপনি আমার দুর্বলতায় আঘাত করেছেন। হাঁ, চরম দুর্দশা আমার ভদ্রতা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমি ভদ্র সন্তান, শিষ্টাচারও জানি। আমার নিষেধ—আমার প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ফলমূল কেউ স্পর্শ করবে না!

ডিউক বললেন, এস, আমাদের সঙ্গে বসে যাও, খাও।

আপনি এমন ভদ্রভাবে কথা কইছেন? আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তো ভেবেছিলাম—সবাই এখানে বর্বর—তাই তো হিংস্র হয়ে উঠেছিলাম। আমার কঠোর আদেশের স্বর বেজে উঠেছিল। আপনি যেই হোন—যদি কোনদিন সমৃদ্ধির মুখ দেখে থাকেন, যদি কোনদিন গীর্জার ধ্বনি শুনে থাকেন, যদি অন্যের আতিথ্য পেয়ে থাকেন, আতিথেয়তা করে থাকেন—সমবেদনার অশ্রু যদি ঝরে থাকে

—তাহলে আপনার কাছে আমি ভদ্র হব—আমার তলোয়ার আমি লুকিয়ে ফেললাম।

ডিউক বলে উঠলেন, এস, বসে যাও! বিলম্ব কেন?

অর্ল্যাণ্ডো বলল, ভোজন এখন মুলতুবী রাখতে হবে। মৃগের যেমন শিশু থাকে, তেমনি আমারও আছে একজন। সে এক বৃদ্ধ—আমাকে ভালবেসে এসেছে এতদূর—সে তো বার্ধক্য আর ক্ষুধায় মুমূর্ষু—তার প্রয়োজন আগে মেটাতে হবে।

বেশ—তাকে নিয়ে এস! তুমি যতক্ষণ ফিরে না আসবে, আমরা কেউ খাদ্য স্পর্শও করব না।

অর্ল্যাণ্ডো ডিউকের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ছুটে চলে গেল। সে চলে যেতে ডিউক বলে উঠলেন—তাহলে দেখছ—আমরাই শুধু দুঃখী নই। এই বিরাট বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে আমরা যে দৃশ্যে অভিনয় করছি, তার চেয়ে শোকাবহ দৃশ্যও আছে।

জেকস্ দার্শনিক, বিশ্বরঙ্গমঞ্চের কথায় তার ভাবাবেগ উথলে উঠল। সে আপন মনে বলে চলল—

এই দুনিয়া এক রঙ্গমঞ্চ। পুরুষ আর নারী তো এখানে শুধুই অভিনেতা-অভিনেত্রী। ওরা নেপথ্যে চলে যায়, আবার আসে। একজন মানুষই বিভিন্ন ভূমিকায় এসে দাঁড়ায় মঞ্চে। তার জীবন-নাটক তো সপ্তম অঙ্কে সমাপ্ত। প্রথমে সে শিশু, দাই-মার কোলে শুয়ে সে কাঁদে, মুখ দিয়ে তোলে দুধ। তারপরে সে বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাততাড়ি বগলে, মুখে প্রভাতের ঝলোমলো দীপ্তি, শামুকের মত গুটিগুটি চলে আর গজগজ করে—বিদ্যালয়ে যেতে সে নারাজ। তারপর এল প্রেমিক—হাপরের মতো তার দীর্ঘশ্বাস, প্রিয়ার চো[illegible] নিয়ে রচনা করে বিষাদ গাথা। তারপরে সৈনিক। মুখে বিদেশী গা[illegible] —ঝাঁকড়া দাড়িতে চিতাবাঘের মত দেখায়, আত্মসম্মান সম্পর্কে হুঁশিয়ার, ঝগড়ার জন্যে মুখিয়ে আছে, চট করে বাঁধায়ও বটে! তুচ্ছ যশের জন্য কামানের মুখেও জীবন ডালি দিতে সে পারে। তারপরে

এলেন বিচারপতি। সুগোল তার ভুঁড়িটি, তাঁর জোব্বার চারিধার ঘুষের টাকা দিয়ে মোড়া—চোখের দৃষ্টি কঠোর, কাটছাঁট দাড়ি—যখন্ তখন আওড়ান সুভাষিতাবলী আর মামুলি উপদেশ। এমনি করেই হাকিম তাঁর অভিনয় শেষ করেন ষষ্ঠ অঙ্ক এল এবার। মানুষ তখন বদলে গেছে। জরাজীর্ণ সে, পায়ে চটি, ঢিলেঢালা পাতলুনে মোড়া মানুষটি, নাকে চশমা, একপাশে ঝোলে মস্ত থলে। বহু যত্নে রক্ষিত, যৌবনে ব্যবহার করা মোজা তার পায়ে, অস্থিসার পায়ে সে মোজা ঢিলে হয়? তার সেই পুরুষের জোরালো সুর শিশুর দুর্বল কণ্ঠে পরিণত। কথা কয়না যেন শীস দেয়। তারপরে সর্বশেষ দৃশ্য। এই অদ্ভুত ঘটনাবহুল ইতিহাসের এই তো ইতি, এই তো যবনিকা। এ যেন দ্বিতীয় শৈশব। তার সঙ্গে আছে অতীতের বিস্মৃতি। দাঁত নেই, চোখ নেই, রুচি নেই—আর কিছুই নেই।

জেকস্‌-এর তত্ত্বকথা শেষ হতেই অর্ল্যাণ্ডো য়্যাডামকে নিয়ে এল। ভোজন শুরু হল। অ্যানিয়েনস্ আবার নির্বাসিত ডিউকের অনুরোধে গান জুড়ে দিল।

শীতের বাতাস বয়ে যাও, বয়ে যাও।

তুমিতো মানুষের কৃতঘ্নতার মতো অতো নিষ্ঠুর নও,

তোমার দাঁত তো অতো ভীষণ নয়।

তোমাকে দেখা যায় না, কিন্তু তোমার প্রচণ্ড ঝাপটায় আমরা কেঁপে উঠি।

হে আকাশ—তুমি শীতে জমে যাও,

কিন্তু তোমার নির্মমতা তো অকৃতজ্ঞ মানুষের মতো অত তীব্র নয়।

তুমি জলকে বরফ করে তোল,

কিন্তু বন্ধুজন যখন বন্ধুকে ভুলে যায়, তার মতো নিষ্ঠুরতা তো তোমাতে দেখতে পাইনে।

ডিউক এবার অর্ল্যাণ্ডোর পরিচয় পেলেন। সে স্যার রোল্যাণ্ডের পুত্র। তিনি তাকে গুহায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন—সেখানে তার জীবনের কাহিনী শুনবেন এই তার ইচ্ছা।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

আবার আমরা ফিরে এলাম ডিউকের রাজ্যে, তাঁর প্রাসাদে। আর্ডেনের অরণ্যের বাধা-বন্ধহীন জীবন এখানে নেই। এখানে আছে ক্রুরতা, নিষ্ঠুরতা, এখানে আছে ষড়যন্ত্রের কুটিল কালো ছায়া।

ডিউক সকাশে এসেছে অলিভার, তলব পেয়েই সে এসেছে।

সে জানালে, অর্ল্যাণ্ডোকে সে দেখেনি।

ডিউকের বিশ্বাস হ'ল না, তিনি শুধালেন—দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে আর দেখনি ?

অলিভার জানালে, না।

না, না, এ অসম্ভব ! আমি স্বভাবে ভদ্র, দয়া আমার আছে, তাই তোমার ভাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তা যদি না হোত, তোমার ভ্রাতার প্রতিশোধ তোমার উপরেই নিতাম। কিন্তু তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে তাকে। তাকে খোঁজ ! এক বছরের মধ্যে যদি জীবিত কি মৃত তাকে না এনে দিতে পার, এ রাজ্যে তোমাব ঠাঁই হবে না। তোমার ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে।

অলিভার আদেশ শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল, সে বললে, আমার ভ্রাতার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মমতা নেই।

যদি তাইই হয়, তাহলে তো তুমি দুর্জন। এই কে আছিস, এই দুর্জনকে দূর করে দে ! ওর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কর। ওকে নির্বাসনে পাঠাও !

অলিভার হতভম্ব হয়ে চলে গেল।

সে এসেছিল ডিউকের কাছে লাভের প্রত্যাশায়, কিন্তু লাভ তো হলই না তার সর্বস্ব গেল। সে এখন নির্বাসিত।

॥ দুই ॥

রাজপ্রাসাদ থেকে আবার আমরা অরণ্যের শ্যামলিমায় ফিরে এলাম। এই নির্জন অরণ্যে কি ঘটছে দেখা যাক।

অরণ্যের এক প্রান্তে অর্ল্যাণ্ডোকে দেখা গেল। রাতের বুকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে। উদাস অর্ল্যাণ্ডো। শীর্ণ মুখ, চোখের কোলে কালি। হাতে নেই তলোয়ার। সে রোসালিণ্ডের প্রেমে পাগল। লিখছে কাব্য, গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিচ্ছে তার ভালবাসার স্বাক্ষর। আর বলছে, আমার কবিতা, তুমি থাক এখানে, আমার ভালবাসার সাক্ষী হয়ে থাক! আর চাঁদ—ঐ বিবর্ণ আকাশ থেকে তোমার দৃষ্টি হান, তোমার মৃগয়া-সঙ্গিনী রোসালিণ্ডের নাম বলে দাও, সে তো আমার জীবনের বিধাত্রী। ওগো রোসালিণ্ড, এই গাছগুলি যেন পুথি —সেই পুথিতে আছে আমার ভালবাসার কথা। এই গাছের ছালে আমি খোদাই করে দেব আমার ভাবধারা, যারাই বনে বেড়াবে, তারাই পড়বে তোমার মহিমার কথা। অর্ল্যাণ্ডো, অর্ল্যাণ্ডো—যাও, যাও, প্রতি গাছের বাকলে খোদাই করে দাও রোসালিণ্ডের নাম—তার সৌন্দর্য তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

অর্ল্যাণ্ডো সত্যই প্রেমে পাগল। সে ছুটে চলে গেল। এবার এল বৃদ্ধ করিণ আর টাচ্‌স্টোন।

ওগো টাচ্‌স্টোন বুড়ো, করিণ শুধালে—কেমন লাগছে মেষ-পালকের জীবন?

টাচ্‌স্টোন উত্তর দিলেন—এই জীবন এমনি কাম্য বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু মেষপালকের জীবন হিসেবে এ বড়ই খারাপ। এ নিঃসঙ্গ জীবন আমার ভাল লাগে, কিন্তু সমাজ-জীবন নেই বলে আবার খারাপও লাগে। উদার প্রান্তরে উন্মুক্ত জীবনযাত্রাও আমার প্রিয়, আবার দরবার থেকে দূরে আছি বলে আমার অসহ্য, একঘেয়ে মনে

হয়। এই মিতাচারী জীবনই আমার পছন্দ, কিন্তু এখানে প্রাচুর্য নেই বলেই আমার উদর গোলমাল বাধায়। ওগো মেষপালক, তোমার জীবন-দর্শনের কথা আমাকে বল তো ?

করিণ বললে, আমার জীবনে দর্শনের বালাই নেই মশাই। আমি দর্শন বলতে বুঝি একটা কথা—মানুষের অসুখ হলে তার মনে সুখ থাকে না। টাকাকড়ির অভাব, সঙ্গতির অভাব, সন্তোষের অভাব মানেই অসুখ। এই তিনটি জবর বন্ধু হারানো মানেই অসুখ। বৃষ্টি দেয় মাটি ভিজিয়ে, আগুন দেয় পুড়িয়ে, ভাল মাঠ পেলে ভেড়াগুলো হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে। আবার সূর্যের অভাবে আসে রাত। যে মানুষ প্রকৃতির কাছে না শিখল, সে তো বোকা।

টাচ্‌স্টোন একথা শুনে তারিফ করে বললে,—বাঃ তুমি তো জন্ম থেকেই দার্শনিক। দরবারে কখনো গেছ ?

না, মশাই।

তাহলে তোমার আর আশা নেই।

কেন ? অবাক হয়ে শুধাল করিণ।

তাহলে তুমি তো আধ-ভাজা ডিমের মতো, একপিঠ শুধু ভাজা হ'ল। এখনো সহবৎ শিখলে না।

দরবারে যাইনি বলে ?

দরবারে না ঠাঁই পেলে সহবৎ শিখবে না, আবার সহবৎ না শিখলে, তুমি হবে অভদ্র। অভদ্রতা তো পাপ—আর পাপে নরক বাস। তাহলে দেখছই তো কি বিপদে তুমি পড়েছ।

করিণও বুদ্ধিমান—পাল্টা জবাব দিতে জানে। সে বললে, না গো তা নয়। দরবারের যারা সহবৎ জানে, তারা গাঁয়ে এলে ঠাট্টার পাত্র হয়, আবার গাঁয়ের সহবৎ দরবারের ঠাট্টার বিষয়। তুমি না বলেছ, দরবারে সভাসদরা কুর্নিশ করে না, একে অপরের হাতে চুমু খায়। কিন্তু এই রাখালদের মধ্যে হ'লে সেটা তো নোংরামো হয়েই দাঁড়াবে।

টাচ্‌স্টোন বললে, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতো ?

ভেড়ার চর্বি আর ঘামে চটচটে নোংরা হয়ে থাকে রাখালের হাত, আবার তুলতুলে নরমও নয়। চুমু খেতে তাই বড্ড অসুবিধে।

টাচ্‌স্টোন এ যুক্তি মানে না—সে বলে উঠল—সভাসদদের হাতও ঘামে জবজবে। মানুষের ঘামের চেয়ে ভেড়ার চর্বি খারাপ নয়।

করিণ এবার রণে ভঙ্গ দিল, বলল, তোমার বুদ্ধি দরবারী বুদ্ধি—আমার চেয়ে তর্কে দড়। আমি আর তর্ক করব না গো !

তাহলে কি নরকেই পঁচবে নাকি ? ঈশ্বর যেন তোমার বুদ্ধিতে একটু শান দিয়ে দেন।

সন্ত রক্ত মোক্ষণ করে বদ্যি যেমন রোগ সারায়, তিনি যেন তেমনি তোমার মূর্খতা সরিয়ে দেন। তুমি বড় বোকা, বড় কম জানো।

মশাই, করিণ বললে, আমি মেহনতী চাষা, খাবারের জন্য কড়া মেহনৎ করি, পোষাকের জন্য কম ঘাম ঝরাই না। কারো উপরে আমার দৃষ্টি নাই। কারো সুখে হিংসে নেই। অন্যের ধন-দৌলত দেখলে খুশী হই। আমার ভাগ্য আমি মেনে নিয়েছি। যখন দেখি আমার ভেড়াগুলি মাঠে চড়ে বেড়াচ্ছে, বাচ্ছাগুলো মোটাসোটা হয়েছে, তখন আমার গর্ব হয়।

টাচ্‌স্টোন আর করিণ এমনি আলাপ করছে, এমন সময় রোসালিণ্ড একখানা কাগজ পড়তে পড়তে এসে ঢুকল।

সে পড়ছে ঃ—

যদি তুমি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি অন্বেষণ কর, রোসালিণ্ড-সমান মণি তুমি পাবে না। রোসালিণ্ডের যশ বাতাসের পাখায় উড়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। সুন্দর ছবিও তার সমান সুন্দর নয়। আমার স্মৃতিতে আর কোন সুন্দর মুখ যেন না থাকে, শুধু জুড়ে থাক সুন্দরী রোসালিণ্ডের সুন্দর মুখখানা।

টাচ্‌স্টোন কবিতা শুনে মন্তব্য করলে, আপনার এ গান তো

গয়লা বৌদের বাজারে যাওয়ার চালে চলেছে, এতে না আছে গতি, না আছে সুষমা।

রোসালিণ্ড ধমক দিয়ে বললে, চুপ মূর্খ! দূর হও।

টাচ্‌স্টোন ধমকে-চমকে দমে না, সে বললে, আচ্ছা-আচ্ছা-এখনি কয়েকটা নমুনা শোনাই।

হরিণ হরিণী খোঁজে
আমি ঘুরি রোসালিণ্ডের খোঁজে
বেড়াল ঘোরে বেড়ালনীর জন্যে
আমি ঘুরি রোসার জন্যে
ফসল যারা কাটে,
বাঁধে তারা আঁটি
রোসালিণ্ডের সাথে গাড়ি চলে গুটিগুটি।
মিষ্টি ফল তার বাইরে টক্
রোসালিণ্ড তো তেমন—বাইরে টক্ তার
ভিতরটা মিষ্টি।

ছত্রগুলো দেখছি, টগবগিয়ে চলে, কিন্তু অমন কাব্য লিখে নিজের রুচি নষ্ট করছেন কেন?

চুপ বোকা! আমি গাছে এগুলো পেয়েছি।

গাছে বাজে ফল ধরেছে।

এমন সময় সিলিয়া এল, তার হাতেও একখানা কাগজ। সেও পড়তে পড়তে ঢুকল।

সিলিয়ার হাতের কবিতাখানির কবি ও অর্ল্যাণ্ডো। এখানিতেও আবেগ আছে, কিন্তু কাব্য নেই। মিল আর অমিল দুইই আছে। আর আছে বহু পুরানো দিনের নায়িকাদের সঙ্গে রোসালিণ্ডের তুলনা।

মানুষজন নেই বলে মরু বলবে কেন?

তা তো হবে না।

হবে না কেন?

তরুরে দেব রসনা
গাইবে সে গান।
খোদাই করে দেবো কামনা
রোসালিণ্ডের নাম।

গড়লেন ধাতা রোসাকে সেরা জিনিসে।
হেলেনের রূপ দিলেন।
মন তো তার নয়,
ক্লিয়োপাত্রার মহিমা দিলেন,
আতালান্তার ভঙ্গী আর লুক্রেশিয়ার নম্রতা।...

সিলিয়া পড়ছিল আর শুনছিল রোসালিণ্ড, এবার সে বলে উঠল—ওলো সিলিয়া, তোর শ্রোতাকে প্রেমের এই বিরক্তিকর ভাষ্য শুনিয়ে আর কত জ্বালাবি, আমার যে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

সিলিয়া টাচ্‌স্টোন আর করিণের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমরা এখন যাও তো।

করিণ আর টাচ্‌স্টোন চলে গেল।

এখন শুধু সিলিয়া আর রোসালিণ্ড দুই সখী।

শুনলে তো কবিতা, সিলিয়া বললে।

হাঁ লো, শুনেছি? শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে, কতকগুলিতে চরণ এতো বেশি যে কবিতা আর ভার সইছে না।

তাতে কি—ঐ চরণই কবিতাকে বয়ে নিয়ে বেড়াবে।

কিন্তু চরণ যে খোঁড়া লো, কাব্য না থাকলে বইতে পারে না, তাই খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু তোমার নাম তো এখন গাছে ঝুলছে, বাকলে বাকলে খোদাই হয়ে আছে। এতে কি অবাক হওনি?

কিন্তু অবাক হবার পালা শেষ হবার পর তো তুমি এলে। দেখ না, তালগাছে কি পেলাম। এমন স্তব-স্তুতি তো কখনো দেখিনি।

সেই যে গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস বলেছিলেন, আমি যখন বেড়াল ছিলাম, তখনো না।

কে লিখলে ?

পুরুষ না কি ?

হ্যাঁ গো পুরুষ তো বটেই, তোমার গলার হার এখন ওর গলায়।

কে বল্ না ?

হা ঈশ্বর! বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হয় কত বিপদ পার হয়ে; কিন্তু ভূমিকম্পে পাহাড়েও তো মিল হয়।

তোর হেঁয়ালি রাখ্—বল্ মানুষটা কে ?

ওমা—তুমি জাননা না কি ?

বল্-না—কে সে ?

কি অদ্ভুত কথা গো! কি অবাক কথা! এমন কথা তো শুনিনি।

রোসালিণ্ডের ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত, সে বলে উঠল—তুই কি ভেবেছিস-পুরুষের সাজ পরেছি বলে, আমার মনটাও পুরুষালি হয়ে গেছে। যদি কবির নাম এখুনি না বলিস কত ভাবনায় ভরে যাবে আমার মন। বল্—কে সে ? মুখের ছিপি খুলে ফেল্—আমিও খবরটা জেনে নিই। ও কি ঈশ্বর-সৃষ্ট জীব ? কেমন মানুষ ? ওর মাথায় কি টুপী, চিবুকে কি দাড়ি ?

না—দাড়ি ওর খুবই কম।

তার জন্যে আপশোধ না করলেও চলবে। শীগ্গীরই দাড়ি গজাবে। ওর দাড়ি ওঠা অবধি আমি না হয় সবুরই করব—তুই এখন বল্তো লোকটা কে ?

সেই তরুণ অর্ল্যাণ্ডো গো—যে এক সঙ্গে পালোয়ান আর তোমাকে জয় করে নিলে।

ওলো, ঠাট্টা করিস নে—দোহাই তোর!

হাঁগো, এ সেই!

কে—অর্ল্যাণ্ডো ?

হাঁ - সেই গো, সেই !

হায়, রোসালিণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, আমার এই পুরুষের বেশ নিয়ে আমি এখন কি করি ? ও কেমন আছে ? কেমন ওর বেশভূষা ? কি করছে এখানে ? আমার কথা জিজ্ঞেস করলে ? এখানে কোথায় থাকে ? কখন আবার ওর সঙ্গে তোর দেখা হবে ? আমার কথা বললে ও ? এক কথায় আমার কথার উত্তর দে সখী !

তার মানে এক নিঃশ্বাসে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দৈত্যের মুখ চাই আমার। আর 'হাঁ' কি 'না' উত্তর দিলে সে তো গীর্জার প্রশ্নগুলোর মত হবে !

রোসালিণ্ড অধীর, সে আবার বললে, ও কি জানে আমি এই বনে পুরুষের বেশে আছি। ওকি সেই সেদিনের মতোই তেমনি আছে ?

সিলিয়া বললে, সূর্যের রশ্মির ভিতরে যে ধূলিকণা থাকে, তা গোণাও বরং সহজ, কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো ভারী শক্ত। তবে কিছু খবর দেব। অবধান কর সখী। তোমার প্রেমিক-প্রবরকে এক গাছের তলায় খসে-পড়া ফলের মত পড়ে থাকতে দেখেছি।

যে গাছ থেকে অমন ফল খসে পড়ে, সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের গাছ—রোসালিণ্ড বললে।

ওগো—আমাকে বলতে দাও !

বেশ বলে যাও।

আহত যোদ্ধার মত প্রেমিক তো পড়েছিলেন।

আহা—কি মর্মান্তিক ! রোসালিণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

চুপ ! সিলিয়া বলে উঠল, ঐ ও আসছে না ?

হাঁ লো—ঐ তো—চল্—সরে যাই !

জেক্রস্ আর অর্ল্যাণ্ডো এসে ঢুকল।

আর্ডেনের দার্শনিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে অর্ল্যাণ্ডো। জেকস্ বললে, আমাকে সঙ্গ দিচ্ছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু সত্যিকথা বলতে—নিঃসঙ্গ থাকতেই আমার ভাল লাগে।

আমারও ঠিক সেই দশা, অর্ল্যাণ্ডো বললে। আপনার সঙ্গ ভদ্রতার খাতিরেই আমার ভাল লাগছে।

তাহলে বিদায়! যত কম দেখা হয় তত ভাল।

এর চেয়ে অচেনা থাকলেই ভাল হোত।

জেকস্ বললে, কিন্তু একটা কথা মশাই—গাছের ছালে প্রেমের গান লিখে আর গাছগুলোর দফা-রফা করবেন না।

আর আমার প্রার্থনা—আমার কবিতা অমন খারাপ করে পড়বেন না।

আপনার প্রেমিকার নাম কি রোসালিণ্ড—

হাঁ।

ও নাম আমার পছন্দ নয়।

ওর যখন নামকরণ হয় তখন আপনার পছন্দের কথা ভাবা হয়নি।

ও লম্বায় কতবড়?

আমার এই হৃদয়ের সমান।

জ্যাকস্ বললে, মশাই তো দেখছি অদ্ভুত জবাব দেন! আপনার কি স্বর্ণকারের বৌদের সঙ্গে চেনা—তাদের আংটির উপরের খোদাইনামা পড়েছেন?

অর্ল্যাণ্ডো বললে, না, না, আমার উত্তর তো মামুলি, তার থেকেই আপনি প্রশ্ন খুঁজে বার করছেন।

ভারি চতুর আপনি। চট্‌পট জবাব দেন। যদি মশাই একটু বসতে রাজী হন তো দু'জনে মিলে এই যে দুনিয়া আমাদের এত দুঃখ দিচ্ছে, এর খুঁত ধরে একটু আমোদ করি।

আমার নিজের বিরুদ্ধে ছাড়া দুনিয়ার আর কারো বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ নেই। নিজের খুঁত আমি জানি।

মশাইয়ের সবচেয়ে বড় খুঁত হচ্ছে; আপনি প্রেমে পড়েছেন। সই খুঁতই আমার সব চেয়ে বড় গুণ। আপনার সঙ্গ আমার কাছে অসহ্য

আমি এক বোকার খোঁজ করছিলাম—এমন সময় আপনার সঙ্গে দেখা।

জলে ডুবে মরেছে সে, খুঁজে দেখুনগে সেখানে।

জেকস্ বললে, সেখানে তো নিজের ছায়া ছাড়া কিছু দেখতে পাবনা।

সেই ছায়া বোকার না হয়তো আর কারো নয়।

আপনার সঙ্গে আর বাত্‌চিত নয় মশাই, চলি শ্রীযুক্ত প্রেম।

আমিও রেহাই পেয়ে বাঁচি -আসি শ্রীযুক্ত বিষাদ।

জেকস্ চলে গেল।

সিলিয়া আর রোসালিণ্ড গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল ওদের কথা, এবার জেকস্ চলে যেতেই দুজনে এসে হাজির হ'ল। এসেই রোসালিণ্ড সিলিয়াকে চুপি চুপি বললে, উদ্ধত চাকরকে যেমন করে বলে, তেমনি করে ওর সঙ্গে কথা বলব। এই বলে সে অর্লাণ্ডোকে শুধালে—ওহে বনচারী শুনছ ?

হাঁ শুনছি বই কি ! অর্ল্যাণ্ডো বললে। কি চাই ?

তোমার ঘড়িতে এখন ক'টা বলতে পার ?

বলা উচিত ছিল 'বেলা কত' ··বনে তো ঘড়ি নেই।

মৃদু হেসে রোসালিণ্ড বললে, তাহলে এ বনে খাঁটি প্রেমিকও নেই। খাঁটি প্রেমিক থাকলে সময়ের এই মৃদু পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্তের দীর্ঘশ্বাসে আর প্রতি ঘণ্টার হা-হুতাশ ধরা পড়ত।

সময়ের পদক্ষেপ তো দ্রুত···মৃদু বললেন কেন ?

সময় ? রোসালিণ্ড হেসে বললে, এক-এক মানুষের জন্য এক-এক রকম চলে সময়। আমি তোমাকে বলছি···কারও জন্যে সময় চলে দুলকি চালে হেলেদুলে, কারও জন্যেই বা হোঁচট খেতে-খেতে চলে···

আর কার জন্যেই বা চলে লাফিয়ে লাফিয়ে।...আর কার জন্যে সময় একেবারে অচল—সেকথাও বলে দেব।

রোসালিণ্ড ব্যাখ্যা করতে বসল, বাগদান আর আসল বিয়ের মাঝখানে তরুণী মেয়ের সময় কাটে বড় টিমিয়ে টিমিয়ে...সাত দিন মনে হয় যেন সাত বছর।

সময় দুলকি চালে কাটে কার? অর্ল্যাণ্ডো শুধালে।

যে পাদ্রী লাতিন জানেনা, শাস্ত্র পড়েনি, আর যে বড়মানুষের গেঁটে বাত নেই। কারণ কি জানেন, পাদ্রীটিকে পড়তে হয় না, তাই বিভোর হয়ে ঘুমোন, আর বড় মানুষটি ব্যথা পাননা বলে স্বচ্ছন্দে কাটান সময়। একজনের উপরে ব্যর্থ জ্ঞানের বোঝা চাপেনি, আর একজনের উপরে চাপেনি দারিদ্র্য। তাই সময় তাঁদের দুলকি চালে চলে।

কার সময় লাফিয়ে চলে মশাই?

যে ফাঁসি যাবে। যত টিমিয়ে টিমিয়েই চলুক না কেন, সে জানে, ফাঁসিকাঠে সে শীগগীরই পৌঁছে যাবে।

কার সময় অচল—নড়ে না চড়ে না?

উকিলের—যখন তার কাছারি বন্ধ থাকে, তখন কাজ কারবার কিছুই থাকে না—সময় কি করে চলে তাও ভুলে যায়।

সুন্দর মানুষটি কোথায় থাকেন? অর্ল্যাণ্ডো শুধালে?

রোসালিণ্ড জানালে, আমার এই রাখালি বোনটিকে নিয়ে থাকি সায়ার লেসের মতো এই বনের ধারেই থাকি।

এমন জায়গায় থাকেন, কিন্তু উচ্চারণ তো বেশ মার্জিত, এখানকার থেকে অনেক দূরের মনে হয়।

এই কথা বহু মানুষ আগেও বলেছে। আমার কাকা ছিলেন শহুরে —তিনিই শিখিয়েছিলেন। তিনি প্রেমে ছিলেন পাকা, পড়েও ছিলেন প্রেমের বিরুদ্ধে তাই অনেক বক্তৃতাও দিতেন। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি মেয়ে নই যে মেয়েদের মতো অমন বোকামি করব।

মেয়েদের বড় বোকামির কথা কি বলেছিলেন—মনে আছে ?

মেয়েদের বোকামির বড় ছোট নেই—সব ডবল পয়সার মত একরকম। একটা বোকামি প্রচণ্ড মনে হয়ত, আর একটা তার সমান জুড়ি এসে উদয় হয়।

বলতো দু-একটা শুনি।

না-না, প্রেমে যারা পাগল নয়, তাদের এ দাওয়াই বাত্‌লে বৃথা অপচয় করব কেন ? কিন্তু বনে এক ছোকরা এসেছে, সে গাছগুলোর বোসালিণ্ডের নাম খোদাই করে করে মাটি করেছে, আবার ঝোপেঝাড়ে টানিয়ে দিচ্ছে কবিতা। সবটায়ই তার দেবী রোসালিণ্ডের নাম। এমন পিরীত-পাগল মানুষের সঙ্গে দেখা হলে দু-একটা পরামর্শ দিতাম। মনে হচ্ছে, ও প্রেমজ্বরে কাতর।

আমিই সেই পাগল, অর্ল্যাণ্ডো বললে। আমাকে বাত্‌লে দাও ওষুধ।

ছদ্মবেশী রোসালিণ্ড তার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে মাথা নেড়ে বললে, উঁহুঁ। আমার খুড়োমশাই যে লক্ষণগুলির কথা বলেছিলেন, সেগুলি তো তোমাতে দেখছিনে।

কি সে লক্ষণগুলি ?

গালদুখানি হবে শুকনো, তাতো—নয়। চোখদুটি হবে বসা আর মিউনো,—তাও তো নয়। আর কথা বলতে চাইবে না, মানুষের সঙ্গে মিশবে না···তাও তো দেখছিনে। দাড়ি হবে আছাঁটা···তাও নেই। মোজায় থাকবে না গার্টার, টুপীতে থাকবে না ফিতে, জামার হাতার বোতাম থাকবে খোলা, জুতোর ফিতে খোলা—কেমন এলোমেলো হবে ভাবভঙ্গী···কিন্তু তুমি তো তা নও। তুমি তো সাজগোজে নিখুঁত মনে হয়—তুমি অপরকে ভালবাসনা, নিজেকেই ভালবাস।

সুন্দর তরুণ কি করে তোমাকে বোঝাব যে আমি প্রেমে পড়েছি ?

আমাকে বোঝাবে ? তার চেয়ে যাকে ভালবাস, তাকে বোঝাও গে। সে মেনে না নিলেও বিশ্বাস করবে। এইখানেই মেয়েরা

সত্যকে লুকিয়ে রেখে নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করে দেয়। কিন্তু সত্যি করে বলতো, তুমিই কি রোসালিণ্ডের স্তবস্তুতি করে কবিতা লিখে গাছে গাছে টাঙিয়ে রেখেছ ?

রোসালিণ্ডের শুধু তু'খানি হাতের নামে, অর্ল্যাণ্ডো বলে উঠল, আমি শপথ করে বলছি, আমিই সেই হতভাগ্য।

কিন্তু তোমার কবিতায় যতখানি বলে, ততখানি কি ভালবাস ?

কবিতা বা যুক্তি দিয়ে তো তা বোঝানো যায় না।

রোসালিণ্ড উৎফুল্ল, কিন্তু মনের ভাব গোপন করে বললে, ভালবাসা নিছক পাগলামি, আর প্রেমিকদের পাগলের দাওয়াই বাৎলাতে হয়। তাদের রাখতে হয় গারদে, চাবকাতে হয়। কিন্তু কেন তাদের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়না, তার তারা নারেও না জানো? যারা এই দাওয়াই ব্যবস্থা করবে, তারা নিজেরাই প্রেমে পাগল। তবে আমি পরামর্শ দিয়ে এ রোগ আরাম করে দিতে পারি।

কাউকে কখনো করেছ ?

হাঁ, একজনকে তো বটেই, তাকে বললাম, আমাকে সে প্রেমিকা বলে ভেবে নিক। আর প্রতিদিন এসে আমার সঙ্গে প্রেম করুক! আমি তখন একেবারে ছেলেমানুষ, কখনো বা মেয়েদের মত গলে যেতাম, কখনো খেয়ালী হয়ে উঠতাম, কখনো বা দেখা দিত কামনা। কখনো-কখনো গর্বিত, কখনো খেয়ালী বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী হয়ে উঠতাম··· কখনো পাবার কামনায় আবেগে গলে যেতাম - আবার কখনো বা হাসতাম সলজ্জ হাসি—কিন্তু কখনো আত্মসমর্পণ করতাম না। তার এই কামোন্মাদনা একেবারে খ্যাপামির পর্যায়ে এনে ফেললাম। ও এবার তুনিয়ার জীবনধারা ছেড়ে এক নিরালা নিভৃতে গিয়ে থাকতে লাগল। এমন করেই আমি ওকে আরাম করে তুললাম। আর এমনি করেই তোমার কলজে থেকে ভালবাসা ধুয়ে-মুছে দিয়ে একেবারে সুস্থ সবল ভেড়ার কলজে বানিয়ে ছাড়ব।

তরুণ অর্ল্যাণ্ডো বলে উঠল, আমি তো আরাম হতে চাইনে।

আমাকে রোসালিণ্ড বলে যদি ডাকতে রাজী থাক। রোজ যদি আমার কাছে আসতে রাজী থাক, তাহলেই তোমাকে আরাম করে দেব। তুমি এসে আমার সঙ্গে প্রেম করবে।

অর্ল্যাণ্ডো নিজের প্রেমে বিশ্বাসী---তাই এ খেলায় রাজী হ'ল। বললে, সে প্রেমরোগ থেকে অব্যাহতি চায় না, সে চায় এমনি করে প্রেমের সাধনা করতে।

॥ তিন ॥

আর্ডেনের অরণ্যে কি মধুমাস এল?

কে জানে!

কিন্তু মধুমাস এসে গাছের ডালে ডালে ফুল না ফোটাক, আজ তো বসন্ত এসেছে নরনারীর মনে। অর্ল্যাণ্ডোর সঙ্গে ছল-লীলায় রত রোসালিণ্ড। আবার অরণ্যের অন্য প্রান্তে টাচ্‌স্টোনও প্রেমে উন্মাদ। সে মূর্খ, নির্বোধ, কিন্তু মধুমাসের মন্ত্র তার বুকে নেমেছে। সে ভালবেসেছে রাখাল মেয়ে অড্রেকে। অড্রে শাশ্বত নারীর-ছলাকলা জানে, কিন্তু জানেনা প্রেমের কাব্য। তবু টাচ্‌স্টোন তাকে শোনাতে চায় কাব্য।

সে বলে, তোমার মেষপালের মধ্যে আমি আছি অড্রে, আমি যেন সেই নির্বাসিত কবি ওভিড।

জেকস্ অন্তরাল থেকে শোনে আর হাসে—এ যে বেনো বনে মুক্তা ছড়ানো হচ্ছে।

দেবরাজ জুপিটার যদি গরীবের ছদ্মবেশে এসে থাকতেন নারীর কুঁড়েঘরে—এযে তার চেয়েও খাপছাড়া ব্যাপার।

টাচ্‌স্টোন ও অড্রের এই নির্বুদ্ধিতায় দুঃখিত। সে বলে, কারো কাব্য যদি তারিফ না পেল, কারো বুদ্ধিদীপ্ত কথার যদি সমঝদার না জুটলো, তাহলে সে তো হবে বিশ্রী হতচ্ছাড়া এক সরাই খানায়

আমায় বহু টাকা দিয়ে থাকার মত। অড্রে আহা এই সময় যদি তোমাকে একটু কাব্যময়ী করে তুলতেন দেবতারা।

অড্রে বলে কাব্যময়ী—সেটা কি ব্যাপার গো মশায়? কথায় কাজে ভাল হওয়া না কি গো?

টাচ্‌স্টোন বলে, না, না, কবিতা হ'ল কল্পনা। প্রেমিকরা কাব্যময় —কবিতার ভাষায় ভালবাসা জাহির করে—অথচ আসলে তাদের ও অনুভূতি তো থাকেনা।

মশাই, আমাকে তবু কাব্যময়ী হতে বলছ?

হাঁ গো।

কিন্তু আমি তো দেবতাদের বলি আমাকে ভাল মেয়ে করুন।

হাগো অড্রে, তাই। এক কুশ্রী, নোংরা মেয়েকে সৎ স্বভাব করাও যা, ভাল ভাল মাংস নোংরা প্লেটে পরিবেশন করাও তাই।

আমি বিচ্ছিরী হতে পারি নোংরা নই, বলে উঠল অড্রে।

টাচ্‌স্টোন তাকে শান্ত করে বললে, যা হোক, আমি তোমাকে বিয়ে করব। পাশের গ্রামের পাদ্রীর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমার সঙ্গে এইখানেই দেখা করবেন বলেছেন।

জেকস্‌ অন্তরাল থেকে বললে—দেখি তো কেমন হয়—পাদ্রী আর ভাঁড়ের সাক্ষাৎকার।

এমন সময় পাদ্রী এসে হাজির হলেন। পাদ্রী-প্রবরের নাম স্যার অলিভার মার্টেক্সট তাঁকে দেখে টাচ্‌স্টোন বলে উঠল, এই যে আসুন! বিয়ে কি এখানে এই গাছতলায় হবে—না—গির্জায় যেতে হবে!

এখানে মেয়েকে সম্প্রদান করবার লোক নেই? পাদ্রী শুধালেন।

টাচ্‌স্টোন বেঁকে বসল—মশাই—ওকে দান হিসাবে কারো হাত থেকে আমি নেব না।

কিন্তু ওকে তো দান হিসেবেই নিতে হবে। না হলে তো বিবাহ সিদ্ধ হবে না।

জেকস্ এতক্ষণ আড়ালে বসেছিল, এবার সে বেরিয়ে এসে বললে, বিয়ে তো আর আটকে থাকতে পারেনা, আমিই কন্যা সম্প্রদান করব।

টাচ্‌স্টোন জেকস্‌কে পেয়ে খুশী।

জেকস্ বললে, বোকা মশাই কি বিয়ে করতে চাইছেন?

হাঁগো মশাই, যেমন গোরুর জোয়াল, ঘোড়ার লাগাম, আর বাজের আছে পায়ে ঘন্টি—তেমনি মানুষের বন্ধন হচ্ছে বিয়ে।

জেকস্ বললে, কিন্তু ভিখারীর মত এখানে তো বিয়ে হয় না। চল গীর্জেতে চল—ভাল পাদ্রী ডাকি তিনি এসে বুঝিয়ে দিন বিবাহ কত পবিত্র জিনিস। এঁকে দিয়ে হবে না।

টাচ্‌স্টোন কিংকর্তব্য- এই পাদ্রী-না-অন্য পাদ্রী ডাকা ভাল বুঝতে পারছে না। এই পাদ্রীই বোধহয় ভাল -এ লোকটা কিছু জানেনা—ভাল বিয়ে দিতে পারবে না -আর বিয়ে যেমন-তেমন হলে, বনিবনাও না হলে বিবাহ-বিচ্ছেদটাও সোজা হবে।

জেকস্ তার স্বগতোক্তি শুনে ফেলেছে, সে বললে, চল, তোমাকে বুদ্ধি বাতলে দিই।

টাচ্‌স্টোন বললে, তাহলে ওগো বব, ওগো বব অড্রে, চল যাই, বিয়ে করি গে। পাদ্রী-মশাই আপনাকে দিয়ে হবে না আপনি এবার সরে পড়ুন!

পাদ্রী চটে উঠে বললেন, বেশ তো তাই হবে, তোমাদের বিয়ে না দিলে কি আমার পাদ্রীগিরি ঘুচে যাবে!

॥ চার ॥

অরণ্যের অন্যপ্রান্তে পর্ণকুটীর—সেখানকার অধিবাসিনী সিলিয়া আর রোসালিণ্ড। তারা আলাপে বিভোর।

অর্ল্যাণ্ডো এখনো আসছে না। তাই অধীর রোসালিণ্ড।

রোসালিণ্ড বললে, তর্ক রাখ! আমি কেঁদে ফেলব।

বেশ তো গো, কাঁদনা—কিন্তু জানিস তো কান্না পুরুষের শোভা পায় না।

কিন্তু আমার কান্নার কি কারণ নেই?

হাঁ—তা আছে—তবে কাঁদ!

ওর চুলের রংও প্রতারণা করে।

হাঁ, সেই বাইবেলের জুডাসের চেয়েও কটা রঙের চুল, আর ওর চুমু তো একেবারে খাঁকি।

চুলের রঙ কিন্তু ভারি সুন্দর মন টানে

হাঁ তা মানি! বাদামি রঙের চুলই তো সেরা চুল?

রোসালিণ্ড বললে, আর ওর চুমু—সেও তো পরম পবিত্র।

সিলিয়া সখীর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল হাঁ, ও যেন পবিত্রতার দেবী ডায়েনার ঠোঁটখানি কিনে এনেছে। ওর চুম্বন সন্ন্যাসিনীর মতোই পবিত্র। একেবারে ঠাণ্ডা বরফ যেন।

রোসালিণ্ড বললে এমন তো পবিত্র, তবে ভোরে আসবে বলে শপথ করেও এলনা কেন?

ওর ভিতরে সততা বলে কিছু নেই সিলিয়া অমনি ফোঁড়ন কাটলে।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ গো হাঁ, ও গাঁটকাটা নয়, ঘোড়া-চোরও নয়, কিন্তু ভালবাসার বিশ্বস্ততায় ও শূন্য ভাঁড়ের মত শুধু উপরটা ঢাকা, নয় তো পোকাধরা বাদামের মতো। ভালবাসায় ওর সততা নেই

তার কি মানে হয়, ও ভালবাসা সৎ নয়?

সিলিয়া বললে, ভালবাসলে ও সৎ, কিন্তু আমার মনে হয় ও ভালোই বাসেনি!

কিন্তু শপথ তো শুনলি?

প্রেমিক-প্রেমিকার শপথ তো শুঁড়ির কথার মতো—ওরা দুজনেই ভুল কথা নিয়ে লড়ে। ও এখন তোমার কাছে আছে।

কিন্তু রোসালিণ্ড বললে, জানিস বাবার সঙ্গে কাল দেখা হ'ল। আমার বংশের কথা শুধালেন। আমি বললাম, তাঁরই মতো আমার অভিজাত বংশে জন্ম। কিন্তু অর্ল্যাণ্ডো থাকতে বাবার কথা বলছি কেন?

সিলিয়া বিদ্রূপ করে বললে, চমৎকার পুরুষ! চমৎকার কাব্য লেখক! চমৎকার শপথ করেন---আবার ভাবেনও চমৎকার ভাবে— প্রিয়ার হৃদয়ের দিকে তাকান না!

সিলিয়ার মন্তব্য শেষ হতেই এল বৃদ্ধ করিণ। সে এসে বললে, যদি প্রেমে পাগল মেষপালক আর তার প্রেমিকাকে তারা দেখতে চায়, তাহলে এখনি চলে আসুক। সে এক চমৎকার দৃশ্য। এক দিকে প্রকৃত প্রেমের ম্লান সাড়া, আর এক দিকে গনগনে লাল ঘৃণার আগুন।

রোসালিণ্ড তো অমনি রাজী। সে বললে, চল্ দেখিগে! অন্য প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখলে প্রেমিকার হৃদয়ের ভালবাসা তো তীব্র হয়ে ওঠে। ওগো রাখাল, নিয়ে চল তো, ভালবাসার এ নাটকে আমার ভূমিকাটি কি হয় দেখবে।

॥ পাঁচ ॥

প্রেমের অরণ্য আর্ডেন। এ অরণ্যের আকাশে-বাতাসে এখন প্রেম। কন্দর্পের শরাহত এখানে নরনারী। তরুণ মেষপালক সিলভিয়াসকে তো আমরা চিনি--এবার দেখব তাকে আর তার প্রিয়া ফিবিকে। মেষপালক স্বভাব কবি—তাই তার প্রেম নিবেদনে সরল, সহজ কবিতা দুলে ওঠে। সে নাগরিক নয়, তাই জানেনা ছলাকলা। তাই তার ব্যাকুলতা এত বেশী।

সে প্রেমিকার হাত ধরে বলে উঠল, ওগো মিঠে ফিবি—আমাকে ঘৃণা কোরোনা! আমাকে ভালবাস না—একথা বলতে পার কিন্তু তেতো করে বোলো না! প্রাণ যায় যাবে, তার গলায় আঘাত হানতে

গিয়ে জল্লাদও তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তুমি কি তার চেয়েও নির্মম হবে?

এমন সময় অলক্ষ্যে প্রবেশ করল রোসালিণ্ড, সিলিয়া ও করিণ।

ফিবি বললে—তোমার জল্লাদ হতে গেলাম কেন গা? তোমাকে ব্যথা দেব না বলেই এড়াতে চাই। তুমি বল—আমার চোখ মানুষ মারতে পারে। এতো মিছে কথা। চোখ এত নরম জিনিস যে বোজে বুজে আসে আর সেই কি না খুনে কসাই? সে কিনা অত্যাচারে নিষ্ঠুর? এই তো চোখ কোঁচকালাম? তা আমার চোখের যদি সে তেজ থাকে তো তোমাকে সাবড়ে দিত না!

তুমি মরার ভান করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়। কই পড়লে না তো? লজ্জা-লজ্জা! আর তা যদি না পড় আমার চোখ দুটোকে দুষো না। দেখাও তো আমার চোখ কোথায় তোমাকে চোট দিলে? একটি আলপিন দিয়ে ঘা দিলেও তারও দাগ থাকে একটা শরগাছকে চেপে ধরলে সেও দাগ রেখে যায় হাতে—কিন্তু এই যে রাগ করে তাকালাম, কই কোনো ক্ষতি তো তোমার হয়নি গো? তার মানে চোখের অমন তেজই নেই।

সিলভিয়াস কবি, সে বললে—হায় প্রিয়া ফিবি—হয়তো সে সময় আসছে—যখন কোন সুন্দর তরুণ তোমার মন জিনে নেবে—তখন বুঝবে প্রেমের বাণে আহত হওয়ার মানে। অদৃশ্য ক্ষতও তখন টের পাবে।

বেশ তো বুঝলে বুঝবো! ততদিন আমার কাছে এস না, ভালবাসা জানিয়োনা। যদি সে দিন আসে—আমাকে ঠাট্টা কোরো, মায়া-দয়া দেখিয়ো। যতদিন তা না হবে ততদিন তোমায় দেখে আমার মায়া হবে না!

এমন নিষ্করুণ কথা শুনে রোসালিণ্ড আর স্থির হয়ে থাকতে পারল না, সে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। এসে ফিবিকে বললে,—

তুমি কে বলতো? কার মেয়ে—যে এমন গর্ব করে কথা কইছ,

ঘৃণা করছো? নিজে তো সুন্দরও নও—তবে তোমার গর্ব কিসের? আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? তোমার ভিতরে প্রকৃতির সাধারণ নমুনা ছাড়া তো কিছুই পাচ্ছিনে, ওগো মেয়ে। ওগো সাধারণী, আমার আশা .বা স না। তোমার ঐ কালো ভ্রূ, কালো চুল, কালো চোখের মণি তার বিবং নরম গাল তো আমার হৃদয় ভোলাতে পারবে ন তোমার কপাল গণনা আর আমি করব না। ওহে নির্বোধ রাখাল .কন ও পিছ ঘুরঘুর করে .বড়াচ্ছ—দখনে বাতাসের প.ছই .যমন কুয়াশা এার বৃষ্টি আ.স ওমনি, ওর পেছনে তুমি। ওর চেয়ে তুমি হাজার গুণে সুন্দর। তোমার মতো মূর্খরাই ভুনিয়া কুশ্রী ছেলেমেয়েতে ভরিয়ে .দয়। ওর আরশী তো ওকে তোষামোদ করে না তোষামোদ কর তুমি। .তামার ভিতর দিয়েই ও নিজেকে সুন্দরী বলে মনে করে। কিন্তু শোন মেয়ে, হাঁটু গেঁড়ে বসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, এমন ভালমানুষের ভালবাসা পেয়েছ। বন্ধু ভেবেই .তামাকে বলি .খালাখুলিই বলি ক্রেতা যখন আছে, এখন নিজেকে বিক্রি করে ফেল, কারণ তুমি তো এমন সুন্দরী নও যে সবসময়েই বিকাবে। ওর কাছে ক্ষমা চাও, ওকে ভালবাসতে শেখ, বিয়ে কর আমি চললাম।

ফিবি প্রথম দর্শনেই অলাণ্ডোর প্রতি .প্রমাসক্ত। সে বললে, ওগো সুন্দর, ওগো মিষ্টি মানুষ, আমাকে যত খুশী গাল দাও, ওর ভালবাসার চেয়ে তোমার ঐ গালই আমার পছন্দ।

রোসালিণ্ড বললে, ঐ মুখ পড়েছে তোমার কুশ্রীতার সঙ্গে প্রেমে আর তুমি প্রেমে পড়বে আমার এই .ক্রাধের সঙ্গে। অমনি করে তাকিয়ে আছ কেন?

ফিবি বললে,—তোমার উপর আমার রাগ নেই বলে গো।

রোসালিণ্ড উত্তর দিলে,—দেখ, আমাকে ভালবেসে বোকামি কোরো না। মাতাল নেশায় মিছে কথা বলে, আর আমি তার চেয়েও মিছে কথায় দাড়া। তাছাড়া তোমাকে আমার ভাল লাগেনা। ওহে

রাখাল, ওকে বিয়ে করে ফেল! সিলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, চল বোন, আমরা যাই।

রোসালিণ্ড, সিলিয়া আর করিণ চলে গেল।

ফিবি প্রথম দর্শনে প্রেমে পাগল, সে বললে, ওরে মড়া, এবার তোর কথা আমার মনে বাজল—ভালবাসা পয়লা নজরেই হয়।

ফিবি - সিলিভিয়াস কেঁদে উঠল।

কি বলছ গা?

আমাকে দয়া কর!

কি করবো, তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।

যদি দুঃখ হয় তো, আমার দুঃখ দূর কর। আমাকে তোমার মন দাও। তোমার দুঃখ আর আমার হতাশা দূরে যাক!

আমি তোমাকে মিতের মত ভালবাসি।

আমি তো তোমাকে মিতিন করতে চাই নে। আমি চাই বৌ করতে।

ফিবি বললে, সে তো তোমার লোভ গো লোভ। দেখ—তোমাকে আগে ঘেন্না করতাম, এখনো ভালবাসি নে। তবু তুমি আমার কাছে আছ—এই সুখটুকু পাবে।

সিলভিয়াস খুশিতে উপচে পড়ছে, সে বললে—এতো আমার জোর বরাত! শুধু মাঝে মাঝে একটু হাসি বিলিয়ো, তাতেই আমি খুশী হব।

ঐ যে ছোকরাটি, ওকে চেন? ফিবি শুধালে:

চিনি না, তবে হামেশা দেখি। এই বনে বাড়ি আর জায়গা কিনেছে।

ফিবি বললে, ভেবনা ওর পীরিতে পড়েছি। বড় ঝগড়াটে ছোকরা, কিন্তু কথা কয় চমৎকার! ছোকরা দেখতে সুন্দর—না, না, তেমন কিছু নয়! কিন্তু দেমাক আছে—তবে তা মানায়ও বটে। কালে সুন্দর হবে। সবচেয়ে সরেশ ওর রংটি! জিভ দিয়ে যত কুকথা

বলুক, চোখ দুটির নজর একেবারে তা ভুলিয়ে দেয়। তেমন ঢ্যাঙা নয়, কিন্তু ওর বয়সী ছোকরাদের চেয়ে তো বটেই ঠোঁট দুখানি টুকটুকে লাল, গালের চেয়েও লাল। কোন মেয়ে ওকে খুঁটিয়ে না দেখলে ভালবাসায় মজবেই, কিন্তু আমি তেমন নই আমি ওকে ভালো তো বাসবই না বরং ঘেন্না করব। দেখ আমি ওকে একখানা চিঠি দেব, ভারা গাল দিয়ে লিখব তুমি সেখানা নিয়ে যাবে ওর কাছে। যাবে না?

সিলভিয়াস খুশী হয়ে বলে উঠল, নিশ্চয়ই যাব।

এখনি লিখে ফেলছি চিঠিতে কি লিখব মগজে তার সব গিসগিস করছে। বেশ কড়া করেই লিখব। চল, সিলভিয়াস চল।

দুজনে চলে গেল

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

অরণ্যচারীদের মধ্যে মেলামেশা চলেছে। নগরীর কোলাহল থেকে দূরে এখানে গড়ে উঠেছে এক সামাজিক পরিবেশ। এ সমাজে কুটিলতা নেই নেই আবিলতা। সহজ স্বচ্ছন্দ তার গতি।

জেকস্ আজ এসেছে রোসালিণ্ডদের কুটীরে দেখা করতে। রোসালিণ্ড আর সিলিয়া বাড়িতেই আছে।

জেকস্ এসেই বললে —ওহে সুন্দর তরুণ তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতে এলাম।

ছদ্মবেশিনী রোসালিণ্ড বললে মশাই তো শুনি ভাবুক মানুষ মুখ গোমরা করেই থাকেন।

হ্যাঁ আমি তাই হাসির চেয়ে ঐটেই আমার পছন্দ জেকস উত্তর দিলে।

রোসালিণ্ড হেসে বললে, বেশী হাসি আর বেশী বিষণ্ণতা দু'টোই খারাপ। দু'টোই চরমে উঠলে মানুষ তাদের দেখতে পারে না। মাতালের চেয়েও বেশি গালাগাল দেয় তাদের।

জেকস্ বললে — আমার কিন্তু মনে হয় ভাব-গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকা ভাল।

তাহলে একটা কাঠের খুঁটী হলেই হয়, রোসালিণ্ড হেসে বললে।

জেকস্ বললে, না, বুঝতে পারছ না। আমার এ বিষণ্ণতা তেমন নয়। এ পণ্ডিতের বিষণ্ণতা নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকে তো তার জন্ম। গায়কেরও নয়—সে তো উদ্ভট কল্পনায় ঠাসা. সভাসদের নয়, সে তো গর্ব ভরা। নয়তো সৈনিকের—সে তো উচ্চাকাঙ্খা, আইনজীবীরও নয়, সে তো রাজনীতির ব্যাপার, মহিলারও নয়, সেখানে আছে

খুঁতখুঁতানি, প্রেমিকেরও নয—সে বিষণ্ণতা তো এই সবগুলি মিলিয়ে, এ আমাব নিজস্ব বিষণ্ণতা. বহু মাল-মশলা দিয়ে এ গড়া. বহু উৎস থেকে সংগ্রহ কবা—আবাব বহু ভ্রমণ আব ভূয়োদর্শনেব ফল। সেগুলিব যখন জাবব কাটি, অমনি আমাব মন ছেয়ে যায় এই খেয়ালী বিসণ্ণতায।

বোসালিণ্ড বললে,—মশাই তাহলে ভ্রমণকাবী। তাহলে তো অমনি গোমবামুখ হবেনই। বোধ হয় নিজেব দেশেব সবকিছু বিকি কবে অন্যেব দেশ দেখতে গিয়েছিলেন। তাহলে তো ঢেব দেখেছেন ঢেব অভিজ্ঞতা হয়েছে টাকাকড়িতে কমজোব হয়ে পড়েছেন।

হাঁ, ঢেব দেখেছি।

আব তাই আপনি এমন গোমবামুখ? আমাব তো মশাই এক কথা, বোকা হয়ে হাসব তবু অভিজ্ঞ হয়ে গোমবামুখো হব না। আবাব তাব জন্য এত খবচও কবব না।

ওদেব আলাপে ছেদ পড়ল, এল অর্ল্যাণ্ডো।

সে এসেই বললে, প্রিয়া বোসালিণ্ড, এ-দিন তোমাব শুভ হোক।

জেকস্ বললে, কাব্য কবে কথা বললে আমি সবে পড়ি।

সে চলে গেল।

বোসালিণ্ড তাব দিকে তাকিয়ে বললে, পর্যটক মশাই বিদায়, বিদায়! আপনি বিদেশী টানে কথা বলুন, সাজগোজও আপনাব বিদেশী—স্বদেশেব যা কিছু তাবই নিন্দে কবেন, আব ঈশ্ববকে দোষেন—তিনি আপনাকে এমন চেহাবা কেন দিলেন! নইলে তো আমাব বিশ্বাসই হোত না যে, আপনি ইতালী গেছেন, ভিনিসেব খালে খালে ঘুবেছেন গণ্ডোলায়। তাবপব অর্ল্যাণ্ডো, কি খবব, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি নিজেকে আবাব প্রেমিক বল? আব যদি এমনি কব ত এখানে আসবে না।

মধুময়ী বোসালিণ্ড, বড়জোব আমাব ঘণ্টাখানেক দেবী হয়েছে—অর্ল্যাণ্ডো বললে।

প্রেমিক পুরুষ—তায় একঘণ্টা দেবী! এক মিনিটকে হাজারটা টুকরো করে গেল, প্রেমিক যদি সেই হাজার টুকরোর এক টুকরোও প্রেম করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে, তার সম্পর্কে এই কথা বলা হয় যে প্রেমের দেবতা তার কাঁধে শুধু চাপড় মেরে উৎসাহ দিয়েছেন, তার হৃদয় এখনো প্রেম কি জানে না।

রোসালিণ্ড, প্রিয়া, ক্ষমা কর! অর্ল্যাণ্ডো আর্তনাদ করে উঠল।

তুমি যদি এত উপরে চল, আমার কাছে আর এস না। তোমার চেয়ে শামুকের সঙ্গে প্রেম করা ভাল।

শামুকের সঙ্গে? অবাক হয়ে বলে উঠলো অর্ল্যাণ্ডো।

হাঁ গো হাঁ। সে ধীরে ধীরে যতই আসুক, নিজের খোলাখানা নিয়েই আসে। আর বরাত থাকে তার সঙ্গে মেয়েদের সেইতো বড় যৌতুক। তুমি এমন যৌতুক দিতে পারবে না। আমি তোমার রোসালিণ্ড হলাম আর কি? সিলিয়া বললে, ওর তোমাকে ঐ নামে ডাকতে ভাল লাগে কিন্তু ওর রোসালিণ্ড তোমার চেয়ে দেখতে ভাল।

রোসালিণ্ড বলে উঠল, এস -শুরু করে দাও প্রেম আমার মেজাজ এখন খুশ আছে যা চাও তাই পাবে। আচ্ছা সত্যই যদি আমি তোমার রোসালিণ্ড হতাম কি বলে আমাকে ডাকতে এখন?

ডাবার আগে চুমু খেতাম

রোসালিণ্ড হেসে বললে, তার চেয়ে প্রথমেই বলে নাও, এখন বলার বিষয় আর থাকবে না—হাতড়াবে—তখন চুমু খাবার সময় আসবে। ভাল ভাল বক্তা যখন হাঁপিয়ে ওঠেন, তখন কাসেন, থুথু ফেলেন। প্রেমিকের পক্ষে তাই কথার অভাব হলে তখন চুমু খায়—এইটেই সোজা।

কিন্তু যদি চুমু খেতে না দেওয়া হয়? অর্ল্যাণ্ডো শুধালে।

রোসালিণ্ড বললে, তখন সে তোমাকে চুমু মাগিয়ে ছাড়বে—আবার তুমিও বলার মতো বিষয় পাবে।

প্রেমিকার কাছে এসে কার মুখে কথা জোগায় না? অর্ল্যাণ্ডো প্রেমের শিক্ষার্থী তাই শুধালে।

আমি যদি তোমার প্রেমিকা হতাম, তোমারই জোগাত না? তুমি আমাকে রোসালিণ্ড বলে ভাবছ না?

ভাবছি বই কি?—এতে করে তার কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি।

আচ্ছা, ধর যদি আমি তোমার রোসালিণ্ড হই আর বলি—তোমাকে আমি চাইনে।

তাহলে আমি মরব।

না, না, মরতে যদি হয় তো অপর কেউ তোমার জন্যে মরুক! আমাদের এই দুনিয়াটির বয়স প্রায় ছ'হাজার বছর, কিন্তু এখন অবধি কেউ প্রেমের জন্যে মরেনি। ট্রাজান বীর ট্রয়লাস মরলেন কোন এক গ্রীকের দণ্ডের আঘাত মাথায় লেগে, কিন্তু তিনি তো কতবার প্রেমে মরণ বরণ করতে চেয়েছেন। আদর্শ প্রেমিক আথিদোস-এর রাজা লিয়ান্দার দেবদাসী হেরোকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি এক রাতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মরলেন হেলাসপন্ট সাগরে। কিন্তু সেদিনের ইতিহাসকারেরা বলেন, হেরোর প্রত্যাখানই তাঁর মৃত্যুর কারণ। মানুষ মরে, তাদের দেহ কীটে খায়, কিন্তু ভালবাসার জন্য কেউ মরে না।

আমার আসল রোসালিণ্ডেরও এমত হলে আমার পছন্দসই হোতনা, তার কঠোর কটাক্ষ তো আমার মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট।

রোসালিণ্ড হেসে বললে, কিন্তু এই হাতের দিব্যি, আমি একটা মাছিও মারব না। এখন এস তো, আমি তোমার রোসালিণ্ড হব—তুমি যা চাও বল—তাই-ই দেব!

রোসালিণ্ড, আমাকে ভালবাসা দাও! গদ গদ হয়ে বললে অর্ল্যাণ্ডো।

তোমাকে হপ্তায় সবদিন ভালবাসব, শুক্রবার-শনিবারও বাদ যাবে না।

আমাকে স্বামীরূপে চাও তুমি ?

হাঁ—তোমাকে চাই—তোমার মত বিশটিকে চাই !

তার মানে ?

তুমি বুঝি স্বামী হবার যোগ্য নও ?

মনে তো হয় যোগ্য।

ভাল জিনিষ যত বেশি পাওয়া যায় তত ভাল। বোন, আয়তো পাদ্রী হয়ে আমাদের বিয়ে দিয়ে দে তো ?

সিলিয়া অমনি রাজী। কিন্তু বিয়ের মন্ত্র সে জানে না।

রোসালিণ্ড বললে, আমি শিখিয়ে দিই। তুমি কি—

থাম, থাম ! অর্ল্যাণ্ডো, তুমি কি এই রোসালিণ্ডকে পত্নী বলে গ্রহণ করবে ?

অর্ল্যাণ্ডো বললে, করব।

রোসালিণ্ড শুধালে, কখন ?

যত তাড়াতাড়ি আমাদের পাদ্রীটি বিয়ে দিতে পারেন।

রোসালিণ্ড বললে, তাহলে বল—আমি রোসালিণ্ডকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করিলাম।

অর্ল্যাণ্ডো আওড়াল কথাটা,—রোসালিণ্ড, আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম।

আর আমি অর্ল্যাণ্ডো তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিলাম। স্বামী হলে তুমি ! মেয়েটি পাদ্রীর চেয়ে চটপট কাজ সারলে। তা হবেই তো মেয়েদের ভাবনা কাজের আগে ভাগে ছোটে।

সব ভাবনাই অমনি, অর্ল্যাণ্ডো বললে। ওদের পাখা আছে।

এখন বলতো রোসালিণ্ডকে কতদিন ভালবাসবে ?

চিরকাল, চিরদিন !

চির না বলে বল—একদিন। না, না, অর্ল্যাণ্ডো—বাধা দিও না। পুরুষেরা যখন প্রেম জানায়, তখন এপ্রিল মাসের মতোই ওরা আনন্দে উচ্ছল থাকে, কিন্তু যখন বিয়ে করে তখন আসে ডিসেম্বর

মাস। কুমারীরা যখন কুমারী থাকে, তখন তাদের মে মাস – কিন্তু স্ত্রী হলেই তাদের আকাশের রং বদলায়। বিয়ে হলে তখন তো মুরগীর চেয়েও তোমার উপর কড়া নজর রাখব, তোতার চেয়েও ঝগড়াটে হব, বনমানুষের চেয়েও নতুন জিনিসের বায়নাক্কা ধরব, বানরীর চেয়েও কামুক হব। ঝরণায় ডায়েনা দেবীর মূর্তি থেকে যেমন জল ঝরে, তেমনি অকারণে কাঁদব। তুমি যখন হাসিখুশী হয়ে উঠতে চাইবে তখুনি কাঁদব, তুমি যখন ঘুমোতে চাইবে, তখন হায়েনার মত খলখল করে হাসব।

কিন্তু আমার রোসালি কি তাই করবে?

আলবৎ করবে।

কিন্তু তার তো বুদ্ধি আছে।

বুদ্ধি না থাকলে, কখনো এসব করতে পারবেনা। মেয়ে যত চতুরা হবে, তত তাকে সামলে রাখা দায়। মেয়েদের বুদ্ধি খামখেয়ালী। মেয়েদের বুদ্ধি আটকে রাখতে চাও —জানালা গলে পালাবে, জানালা বন্ধ কর, চাবীর ফোকরে গিয়ে হাজির হবে চাবির ফোকর বুজিয়ে দাও, চিমনীর চোঙ দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে উপে যাবে।

বাবা। অর্লাণ্ডো বলে উঠলো, যে পুরুষের স্ত্রীর অমন বুদ্ধি সে তো সারাক্ষণই ভাববে, স্ত্রীর বুদ্ধি কোথায় যাবে? আর সজাগ থাকবে।

ভেবো না, স্ত্রী অমন অজুহাত দেখাতে ছাড়বে তারও তো জিভ্ আছে। যে মেয়ে নিজের দোষ স্বামীর কাঁধে চাপাতে না পারে সে তো সন্তান পালন করতে পারবে না সেগুলো বোকা হবে।

আমি চলি—ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে।

হায়! এই দু'ঘণ্টা তো তোমা বিহনে থাকতে পারব না।

ডিউক ডেকেছেন ভোজে, সেখানে যেতে হবে। দুটোর সময় ফিরব।

রোসালিণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, যা খুশী কর—যেখানে খুশী যাও। আমার মিতানীরা তো বলে, তোমার মিষ্টিকথায় ভুলেছি আমি। তুমি যাদের ফেলে এসেছ, আমি তো তাদের মতই মেয়ে হায়, আমার মরণ হ'লনা কেন?

লক্ষ্মী রোসালিণ্ড! আমি আসি। এখুনি ফিরে আসব।

অর্লাণ্ডো চলে গেল। সিলিয়া এই প্রেমের অভিনয়ের দর্শক। সে রহস্য করে বললো,

সই যে মেয়ে জাতটার মান খোয়ালে। এখন এই পুরুষের সাজ ছাড়িয়ে সবাইকে দেখাতে হবে - মেয়ে হয়ে মেয়ে জাতটার কাঁধে কি অপবাদটাই না চাপালে

কিন্তু তুই তো জানিসনে, আমি যে প্রেমে ডুবডুবু। আমার হৃদয় তো উপসাগরের মত গভীর।

বল্ অতল। যতই ভালবাসা ঢাল না কেন, ততই সে ভালবাসা মিলিয়ে যায়।

ঐ ভেনাসের জারজ সন্তান কিউপিড, ওতো বিষণ্ণতা, খেয়াল আর উন্মত্ততার প্রতীক। আর ঐ দুষ্ট নিজের চোখ নেই বলে অন্যের চোখে ঠকায়। ঐ দেবতাই বলুন আমার ভালবাসা কত গভীর! যাই আলিয়েনা, ছায়ায় শুয়ে শুয়ে ওর কথা ভাবি আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি।

পুরুষবেশিনী রোসালিণ্ড চলে গেল। সিলিয়া তার দিকে তাকিয়ে বললে, যাই আমিও একটু ঘুমিয়ে নিইগে।

॥ দুই ॥

জঙ্গলের এক প্রান্ত। এখানে নির্বাসিত ডিউকের সভাসদগণ আছেন। তাঁরা এক মৃগ শীকার করেছেন। ভোজের টেবিলে ফলমূলের সঙ্গে মাংস পরিবেশিত হবে, তাই তাঁদের উল্লাস শিকারীকে তাঁরা পরিচয় করিয়ে দিতে চান ডিউকের সঙ্গে। এই

উপলক্ষ্যে একটি গান রচিত হয়েছে। স্বাধীন বনবাসী মানুষের এ এক মহা উৎসব—যদিও নগরবাসীর কাছে এ উৎসব তুচ্ছ।

বিষণ্ণ, ভাব-গম্ভীর জেকস্ এসে হাজির হ'ল সেই ভোজে। মৃত হরিণ দেখে সে শুধালে—

কে একে হত্যা করলে ?

একজন সভাসদ বলে উঠলেন,—আমি।

জেকস্ বললে,—এস, বিজয়ী রোমান বীরের মত ওকে আমাদের ডিউকের কাছ নিয়ে যাই—হরিণের শিং দুটো ওর মাথায় পরিয়ে দিই—এতো ওর বিজয়েরই শিরোপা। ওগো অরণ্যবাসীর দল, এবিজয় উৎসবে গান বাঁধা হয়নি ?

হ্যাঁ, হয়েছে। সবাই বলে উঠল।

জেকস্ বিদ্রূপে মুখর, সে বললে—তাহ'লে গাও সেই গান—সুরের বালাই না থাকুক, সোরগোল তোল !

বনচরদের গান শুরু হ'ল—এখানে কবিত্ব নেই। ছন্দও তার যেমন, ভাবও তেমনি।

যে হরিণ মারল—সে কি পুরস্কার চায় ?

চায় কি, হরিণের চামড়া পরতে, শিং মাথায় দিতে ?

এই তো শিরোপা—তোমার জন্মের আগে পরতেন তোমার পূর্বপুরুষ।

তোমার বাবাও পরেছেন।

ঐ শিং শিং—

শিং নিয়ে ঠাট্টা তামাসা নয়।

সবাই গাইতে গাইতে হরিণ নিয়ে চলে গেল।

॥ তিন ॥

আবার অরণ্যের যে প্রান্তে সিলিয়া আর রোসালিণ্ড আছে, সেখানে যাই। অর্ল্যাণ্ডো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, দুটোর সময়

আসবে। দুটো হয়তো বেজে গেছে, এখনো সে এল না'। তাই উতলা, অধীরা রোসালিণ্ড।

কি বলিস্, এখনো দুটো বাজেনি? অথচ অর্ল্যাণ্ডোর আসার নাম নেই।

সিলিয়া রঙ্গ করে বললে,—আমার কি মনে হয় সই. বিশুদ্ধ প্রেম আর উত্তাল হৃদয় নিয়ে তিনি তাঁর তীর ধনুক রেখে ঘুমে বিভোর। ঐ দেখ, কে আসছে!

রোসালিণ্ড উন্মুখ কিন্তু তার আশা ভঙ্গ করে দিয়ে এসে ঢুকল সিলভিয়াস। সে এসে ফিবির পত্রখানি দিয়ে বললে,—ওগো সুন্দর ছোকরা, তোমাকে ফিবি দিয়েছে এই চিঠি। ভিতরে কি আছে জানিনে, কিন্তু এইটুকু বুঝি—রাগ আছে। চিঠি লেখার সময় তো মুখ দেখেছি। কিন্তু আমি তো বয়ে এনেছি, আমাকে মাপ কর।

রোসালিণ্ড চিঠিখানা পড়ে চটে উঠে বললে, এ চিঠি পড়লে ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ও লিখেছে—আমি সুন্দর নই, ভদ্র ব্যবহার জানিনে! বলেছ, দুনিয়ায় আমি একমাত্র পুরুষ হলেও ও আমাকে ভালবাসত না। আমি তো ওর ভালবাসা চাইনে! কেন লিখেছে এমন পত্র? রাখাল, এ তোমার লেখা চিঠি!

সত্যি আমি লিখিনি। জানিনে কি আছে! সিলভিয়াস বলে উঠল।

রোসালিণ্ড জ্বলে উঠল ক্রোধে, বললে—তুমি নির্বোধ, প্রেমে তুমি পাগল! ওর হাতখানার দিকে আমার নজর পড়েছিল—ওর হাতের ত্বক পশুর চামড়ার মতো—ইঁটের মতো তার রং। ভেবেছিলাম—পুরানো দস্তানা পরেছে, কিন্তু ঐ ওর হাতের স্বাভাবিক রং। এ যে মেহনতী গৃহিনীর হাত। দূর হোক্ গে হাত—এ ওর লেখা নয়, কোন পুরুষ ওর হয়ে লিখেছে। ওর জবানি লিখেছে।

কিন্তু আমি নিশ্চত জানি, এ ফিবির লেখা। সিলভিয়াস প্রতিবাদ করলে।

কি হবে? পত্রের ভাষা ভয়ংকর, নিষ্ঠুর। এ যেন প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহবান। তুর্ক যেমন খৃষ্টানকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করে, তেমনি করেই আমাকে করেছে। মেয়েদের কোমল মগজ তো এমন অভদ্র, ইতর-পত্র রচনা করতে পারে না। এ চিঠি পড়ে শোনাব?

সিলভিয়াস বললে, শোনাও তো—কি জানি কি আছে। কিন্তু শুনেছি ফিবি বড় নিষ্ঠুর।

রোসালিণ্ড পড়ে শোনাতে লাগল,—

তুমি কি দেবতা এলে রাখাল বেশে
কুমারীর মনে জ্বাল আগুন শেষে?
দেবতার মহিমা তুমি ফেলে যে এলে
নারীর হৃদয়ে একি দুঃখ দিলে।

সিলভিয়াস বলে উঠল—একে ভর্ৎসনা বলছ?

এমন গাল কেউ দিয়েছে কখনো! রোসালিণ্ড উত্তর দিলে। ও ভেবেছে, আমি মানুষ নই জানোয়ার।

উজল চোখের ঘৃণার চিঠি যদি পারে
আমার মনে এহেন প্রেম জাগাবারে
না জানি তা'হলে প্রেমের চিঠি তোমার
কি যেন কি করিত আমার
তুমি গাল দিলে যবে আমি ভালবাসি
কি হতো কহিতে কথা যদি হাসি হাসি

সিলভিয়াস বলে উঠল—একে কি গাল বল?

সিলিয়া বলে, হায় রে রাখাল!

ওকি বোন! রোসালিণ্ড বলে উঠল—ওকে করুণা দেখাচ্ছ—ও কি করুণার পাত্র? এমন মেয়েকে ভালবাসবে তুমি? ও তো তোমাকে পুতুলের মত খেলাবে, তারপর ঠকাবে। যাও, যা খুশী কর গে—ভালবাসা তোমার পুরুষত্ব নষ্ট করে দিয়েছে। গিয়ে ওকে বল—যদি আমাকে ভালবেসে থাকে—তাহলে আমি তোমাকে

ভালবাসতে বলছি। যদি না বাসে—তাহলে আমার ভালবাসা পাবার আশা নেই। খাঁটি প্রেমিকবর এবার এস! ঐ কে যেন আসছে!

অলিভার এসে প্রবেশ করল। সেও ফেরারী। ডিউক ফ্রেডারিকের ভয়ে ছেড়ে এসেছে তার ভূ-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য। এখন আর্ডেনের অরণ্যই তার আশ্রয়।

সে এসে বললে—তোমরা বলতে পার, বনের প্রান্তে জলপাই গাছে-ঘেরা কুটীর কোথায়? সেখানে থাকে এক কিশোর আর কিশোরী—আমি তাদের খোঁজে এসেছি।

সিলিয়াকে দেখে মনে হ'ল, এই কিশোরী, আর তার সঙ্গীটিই কিশোর।

আর কিশোরটিকে মেয়ের মত দেখতে, মেয়েটির সঙ্গে বোনের মতই ব্যবহার করে। তাই সে বললে,—

তোমরাই সেই কিশোর-কিশোরী?

সিলিয়া উত্তর দিলে,—হ্যাঁ, আমরাই।

অর্ল্যাণ্ডো তোমাদের দু'জনকেই সম্ভাষণ জানিয়েছে, আর এই রক্তমাখা রুমাল পাঠিয়েছে সে কিশোরটির জন্যে! তাকে সে রোসালিণ্ড বলে ডাকে। তুমিই কি সেই কিশোর?

রোসালিণ্ড বললে,—আমিই সেই; কিন্তু এর মানে কি?

অলিভার বললে,—এর মানে আমার লজ্জা! আমি কে এ পরিচয় দিলেই বুঝতে পারবে—কেন আমার লজ্জা।

অলিভার বলে গেল তার কাহিনী। অর্ল্যাণ্ডো এখান থেকে গিয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় দেখলে এক ওক গাছের শ্যাওলাধরা গুঁড়ির উপর মাথা রেখে একটি হতভাগ্য ঘুমিয়ে আছে। আর এক বিষধর সাপ তার গলা ধরেছে পাকে পাকে জড়িয়ে, তাকে দংশন করতে সে উদ্যত। অর্ল্যাণ্ডোকে দেখে সাপ চলে গেল। এক সিংহী ছিল ওৎ পেতে, ঐ ঘুমন্ত মানুষটি নড়ে উঠলেই সে ঝাঁপিয়ে

পড়বে। কেননা—মৃত মানুষকে তো সিংহী স্পর্শ করে না। অর্ল্যাণ্ডো ঘুমন্ত মানুষটির কাছে এসে দেখল—সে তার ভাই—বড় ভাই।

কাহিনীর এইখানে সিলিয়া বলে উঠল—এই তার সেই প্রতারক ভাই!

রোসালিণ্ড অধীর হয়ে বলে উঠল,—অর্ল্যাণ্ডো কি করলে? সে কি ফিরে চলে গেল? তার ভাই কি সিংহীর শিকার হ'ল?

হু'হু'বার, অলিভার বললে,—সে ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু প্রতিশোধের চেয়ে দয়াই বড় হ'ল। সে সিংহীকে নিহত করল—আর তখন আমি জেগে উঠলাম।

আপনিই তার ভাই? সিলিয়া শুধালে।

আপনাকেই সে উদ্ধার করলে? রোসালিণ্ড বললে।

হ্যাঁ যে ভাই হত্যা করতে চেয়েছিল, তাকে সে বাঁচালে।

অলিভার এবার জানালে, অর্ল্যাণ্ডো রক্ত-মোক্ষণে দুর্বল। সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। জ্ঞান হতে এই রুমালখানি পাঠিয়েছে তার রোসালিণ্ডের কাছে।

এই খবর শুনে মূর্চ্ছা গেল রোসালিণ্ড।

আলিভার বললে,—ও কিছু না! রক্ত দেখে বহু লোকই মূর্চ্ছা যায়।

সিলিয়া বললে—এ যে তার চেয়েও বেশি। ভাই—গানিমেড!

ঐ দেখ—ও চোখ চেয়েছে!

আমাকে বাড়ি নিয়ে চল! রোসালিণ্ড বলল।

সিলিয়া অলিভারের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি ওকে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারবেন?

আর তুমি বলছ, তুমি পুরুষ! তোমার তো পুরুষত্বেরই অভাব।

হাঁ—রোসালিণ্ড বলে—ঐটেরই অভাব তা মানি। যে দেখবে সে-ই ভাববে মূর্চ্ছার কি নিখুঁত অভিনয় করলাম! মশাই আপনার ভাইটিকে বলবেন—কেমন ভানটি করলাম।

অলিভার বললে— না এ ভান নয়। তোমার মুখের বিবর্ণতায় তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। এ ভাগটি মূর্চ্ছা।

না-না, মশাই-এ ভান অভিনয়— আমি হলফ করে বলছি!

তাহলে এবার পুরুষের মত চল।

তাই হবে মশাই। কিন্তু তোমার মেয়ে হওয়াই উচিত ছিল।

সিলিয়া বললে, চল গো, তোমার মুখখানা আবার ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। মশাই, আপনি একটু আমাদের সঙ্গে আসুন?

নিশ্চয়ই যাব অলিভার বলে উঠল। রোসালিণ্ড, তোমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে যেতে হবে। সে হঠাৎ রোসালিণ্ড মেনে নিল কি না সে উত্তর চাই।

ধীরে-সুস্থে উত্তর দেব, কিন্তু এখন গিয়ে বলুন আমি মূর্চ্ছার ভান করছিলাম।

সিলিয়ার হাত ধরে চলল রোসালিণ্ড। অলিভার তাদের পিছনে।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

সেই অরণ্য। অরণ্যচারী মানুষেরই কথা। অড্রে আর টাচ্‌স্টোনের বিবাহ হয় নাই। তাদের বিবাহে পড়েছিল বাধা—আর সে-বাধা নাগরিক বিদূষক টাচ্‌স্টোনই দিয়েছিল,—কিন্তু সরলা রাখালবালা অড্রে বুঝতে পারেনি। তাই এখনো সে বিবাহের জন্য পেড়াপীড়ি করে। আজও তাই করছে। টাচ্‌স্টোন তাকে বোঝাচ্ছে—

অড্রে, বিয়ের ঢের সময় মিলবে।

অড্রে বলেল, কিন্তু ঐ পাদ্রীই তো ছিল ভাল— তা ঐ বুড়ো ভদ্দর লোক যা-ই-ই বলুন!

ভাল না, বেটা নচ্ছার, পাজী। কিন্তু শোন অড্রে, এই বনে এক যুবক আছে, সে তো তোমার উপর দাবী জানায়।

জানি—সে কে। আমার উপরে ওর কোন দাবি নেই। ঐ তো ও আসছে।

টাচ্‌স্টোন বললে,—বোকা দেখলে ভারী খুশী হই। আমরা যারা বুদ্ধিমান—তাদের একটা কর্তব্য আছে। আমরা ঠাট্টা-তামাসা করবই।

রাখাল উইলিয়াম এল। সাধারণ রাখাল, হাবাগোবা।

অড্রে আর টাচ্‌স্টোনকে সে সম্ভাষণ জানালে। টাচ্‌স্টোন এবার তাকে নিয়ে ঠাট্টা সুরু করে দিলে।

ভাল তো বাপু। আহা—হা—টুপী খুলো না! তোমার বয়স কত মিতে?

পঁচিশ বছর,—উইলিয়াম উত্তর দিলে।

পূর্ণ বয়স! তোমার নাম কি উইলিয়াম?

হাঁ মশাই—ঐ আমার নাম।

আহা—বেশ ভাল নাম। তুমি এই বনের মানুষ ?

হঁা মশাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখানকার মানুষ ?

বাঃ, চমৎকার জবাব, বড় মানুষ বুঝি ?

না, না,—তবে চলে যায়।

ভাল, ভাল—বেশ ভালো! কিন্তু তত ভালো নয়। মোটামুটি ভাল। তুমি কি বুদ্ধিমান ?

উইলিয়াম বললে—হঁা, মশাই—কিছু বুদ্ধিশুদ্ধিও রাখি।

বেশ—বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা—মাথা নেড়ে বললে টাচ্-স্টোন। আমার একটা প্রবচন মনে পড়ল—নির্বোধ ভাবে সে বুদ্ধিমান, আর বুদ্ধিমান তার নিজের অজ্ঞতা আর বোকামির কথা জানে। নাস্তিক দার্শনিক আঙুর খেতে গিয়ে ঠোঁট দু'টি ফঁাক করে দেয়—সে জানে আঙুর খাবার জন্যে, আর ঠোঁট দু'টিও ফঁাক করার জন্যে। তুমি এই কুমারীকে ভালবাস ?

হঁা মশাই -বাসি।

হাতে হাত দাও! তুমি কি বিদ্বান ?

না, মশাই।

তাহলে এই বিদ্যাটুকু শেখ—যে জিনিষ একজনে পায়, অপরে তা পায় না। অলঙ্কারশাস্ত্রের একটা কথা আছে—পানীয় পেয়ালা থেকে গেলাসে ঢাললে—একটা শূন্য হয়, আর একটা পূর্ণ হয়। দু'টিই পূর্ণ থাকতে পারে না। যত পণ্ডিত আছে, সবাই একমত যে 'ইপসি' কথাটার মানে 'তিনি'। আর সেই হচ্ছি আমি,—তুমি নও।

আপনি কোন তিনি'র কথা বলছেন ?

আমি সেই তিনির কথা বলছি, যিনি এই মেয়েটিকে বিয়ে করছেন। তাহলে, ওরে বোকারাম—এর আশা ছাড়! তার মানে সাদা কথায়—এ মেয়ের সঙ্গ তোমাকে ছাড়তে হবে—নইলে মৃত্যু—আরো সাদা কথায় বলি—সাবাড় হয়ে যাবে। আমিই সাবড়ে দেব। আমি বিষ দেব, পেটাব, খুন করব। তোমাকে লড়াইয়ে ডাকব,

নয়তো গোপনে তোমাকে মেরে ফেলব। তাই বলি—হুঁসিয়ার—এখান থেকে পালাও!

অদ্রেও বললে, সত্যিই চলে যাও!

উইলিয়াম তার সমস্ত দাবি ছেড়ে দিয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল।

এবার এসে ঢুকল বুড়ো রাখাল করিণ। সে এসে বললে,—

আমার মনিব আর মনিবানী আপনাদের খুঁজছেন।

টাচস্টোন বলে উঠল—তাহলে তো আর দেরি নয়। অদ্রে চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

ওরা সবাই চলে গেল।

॥ দুই ॥

অরণ্যের অন্য প্রান্তে এখন অর্ল্যাণ্ডো ও অলিভার আলাপে মগ্ন। অলিভারের হৃদয় লক্ষ্য করে প্রেমের দেবতা করেছেন শর-সন্ধান। প্রথম দর্শনেই সিলিয়াকে সে ভালবেসেছে। অর্ল্যাণ্ডোকে সেই কথাই সে খুলে বলছে। অর্ল্যাণ্ডো বিশ্বাস করে না।

সে বললে, তুমি তাকে এত কম জান—আর প্রথম দেখেই ভালবেসে ফেললে—আর ভালবেসেই প্রেম নিবেদন করতে ছুটবে—আর সেও রাজী হয়ে যাবে? বিয়ে হওয়া অবধি প্রেম চালিয়ে যাবে?

অলিভার বললে, দেখ ভাই—এই আকস্মিক ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন কোরো না—আমাদের পরিচয় সামান্য—তার দারিদ্র্য আছে—এসব নিয়ে আলোচনা করতে আমি চাইনে। আমি আলিয়েনাকে ভালবাসি। আমি আমার বাবার সম্পত্তি তোমাকে দান করে এখানে রাখাল হয়ে থাকব, এখানেই মরব! তুমি শুধু রাজী হও।

বেশ, অর্ল্যাণ্ডো বললে, আমার মত আছে, কালই বিয়ে হয়ে যাক। ডিউক আর তাঁর অনুচরদের নিমন্ত্রণ করব। আলিয়েনাকে গিয়ে প্রস্তুত হতে বল। ঐ আমার রোসালিণ্ড আসছে।

অলিভার চলে গেল।

রোসালিণ্ড অস্থির হয়ে ছুটে এসেছে, সে এসেই বললে,—তোমার ঐ ঝোলানো হাত দেখে বড় দুঃখ পেলাম। কোথায় আঘাত লাগল ?

আমার বাহুতে।

আমি তো ভেবেছিলাম—সিংহীর নখে বুঝি তোমার হৃদয় আহত হয়েছে !

আহত হয়েছি, তবে সিংহীর নয়, এক মহিলার নখে।

রোসালিণ্ড বললে,—তোমার ভাই কি বলেছে, কি রকম মূর্চ্ছার অভিনয় করেছিলাম তোমার রুমাল দেখে ?

হাঁ, বলেছেন। ওর চেয়ে আশ্চর্য কথাও বলেছেন।

রোসালিণ্ড হেসে বললে, জানি গো জানি। দুটো মেড়ার লড়াই আর সীজারের—সেই এলাম, দেখলাম, জয় করলাম—এমনি আকস্মিক ব্যাপারই ঘটেছে। তোমার ভাই আর সিলিয়া দেখামাত্রই প্রেমে পড়েছে, আবার প্রেমে পড়েই ফেলছে দীর্ঘশ্বাস—আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেই একে অপরকে শুধাচ্ছে, এর কারণ কি ? আবার কারণ জেনেই তার সমাধান করতে ছুটেছে। ওরা তো এমনি করে তৈরি করে ফেলেছে বিয়ের সিঁড়ি—ওরা এখুনি ঐ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠবে।

অর্ল্যাণ্ডো বললে, কালই বিয়ে হবে। আমি ডিউককে নিমন্ত্রণ করব। কিন্তু অন্যের চোখ দিয়ে সুখ দেখা তো এক তিক্ত ব্যাপার। কাল আমি ভাইয়ের সুখে যত সুখী হব, তত আমার বুকের দুঃখ বাড়বে।

রোসালিণ্ড বললে,—কাল আমি তোমার রোসালিণ্ডের স্থান নিতে পারি কি ?

কিন্তু আর তো ছলনা নিয়ে বাঁচতে পারিনে।

ফাঁকা কথা দিয়ে তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করব না। যা বলি শোন, আমি এখন কাজের কথা বলছি। আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান মানুষ, আমি তোমায় কাজে লাগাতে পারি। আত্ম-প্রশংসা করছিনে।

আমি অবাক কাণ্ড ঘটাতে পারি, যাদু জানি। আমার যখন তিন বছর বয়স, তখন থেকে এক যাদুকরের সঙ্গে ছিলাম—তিনি অভিশপ্ত যাদুবিদ্যা চালাতেন না। তুমি যদি রোসালিণ্ডকে তোমার হাবে-ভাবে যেমনি মনে হয়, তেমনি ভালবেসে থাক—তাহলে বলি—তোমার ভাই যখন আলিয়েনাকে বিয়ে করবে, তুমিও পাবে তোমার রোসালিণ্ডকে। আমি জানি—তার এখন কি দশা—কাল আমার পক্ষে তোমার সামনে তাকে হাজির করা অসম্ভব হবে না।

প্রলাপ বকছ না তো গানিমেড? অবাক হয়ে বলে উঠল অর্ল্যাণ্ডো।

আমার জীবনের দোহাই পেড়ে বলছি—আমি যাদুকরী হলেও আমার জীবন আমার প্রিয়। কাল ভাল সেজেগুজে যেয়ো, বন্ধুদের ডেকে এনো—কাল তোমার বিয়ে। আর রোসালিণ্ডের সঙ্গেই বিয়ে। ঐ দেখ আমার প্রেমিকা, আর তার প্রেমিক আসছে।

বলতে বলতে এসে ঢুকল ফিবি আর সিলভিয়াস। ফিবি ঝগড়া করতেই এসেছে। সে এসেই বললে,

ওহে ছোকরা, তুমি আমার চিঠি অন্যকে দেখালে কেন? এতো তোমার অভদ্রতা।

দেখিয়েছি বলে ডরাইনে! ইচ্ছা করেই দেখিয়েছি। তোমার পিছনে এই যে রাখালটি ঘুরছে ওকে ভালবাস; ও তোমাকে পুজো করে। রোসালিণ্ড বললে।

ফিবি বললে,—রাখাল, এই ছোকরাটিকে বুঝিয়ে দাও তো—ভালবাসা মানে কি?

সিলভিয়াস বললে—সে তো দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রু দিয়ে গড়া। আমি তো তাই ফিবিকে ভালবাসি।

ফিবি বলে উঠল,—তাইতো আমি গানিমেডকে ভালবাসি!

অর্ল্যাণ্ডো সুরে সুর মেলালো, আর তাই তো আমি রোসালিণ্ডকে।

রোসালিণ্ড বলে উঠল—তাইত আমি কোনো মেয়ের নই।

সিলিভিয়াস এবার ভালবাসার বিশ্লেষণ করলে—

ভালবাসা তো বিশ্বাসে আর সেবায় গড়া

তাইত ফিবিকে আমি ভালবাসি।

ফিবি বলে উঠল—তাইত গানিমেড আমার।

তাইত আমার রোসালিণ্ড, অর্ল্যাণ্ডো বলে উঠল।

আর তাইত আমি কোন মেয়েকে ভালবাসিনে।

সিলভিয়াস আবার বললে—ভালবাসা তো কল্পনা দিয়ে গড়া, আবেগ আর কামনায় ভরা। সবাই এখানে পূজা, কর্তব্য অনুষ্ঠান—নতি স্বীকার, ধৈর্য আর অসহিষ্ণুতা। সব পবিত্রতা ও সব দুঃখ-দাহ—আর শ্রদ্ধা! তাইত ফিবিকে আমি ভালবাসি।

ফিবি বললে,—আর আমি ভালবাসি গানিমেডকে।

অর্ল্যাণ্ডো বললে,—আমি রোসালিণ্ডকে।

আর আমি কোনো মেয়েকে নই।

যদি তাই-ই হয়, ফিবি বলে উঠল রোসালিণ্ডের দিকে তাকিয়ে—তাহলে তোমাকে ভালবাসি বলে দুষলে কেন গা?

যদি তাই-ই হয়, তাহলে, সিলিভিয়াস ফিবিকে শুধালে,—তোমাকে ভালবেসেছি বলে দুষলে কেন?

অর্ল্যাণ্ডো বললে—আমাকেই বা কেন দুষলে?

কাকে একথা বলছ?—রোসালিণ্ড শুধালে।

অর্ল্যাণ্ডো বললে,—আমি তোমাকে বলছিনে, সে তো নেই। আমার কথা তো শুনতে পাচ্ছে না!

দেখ, ঢের হয়েছে, রোসালিণ্ড বলে উঠল। চাঁদের আলোয় অনেক নেকড়ের ডাক ডেকেছি। সিলভিয়াসকে বললে—যদি সম্ভব হয় তো তোমাকে সাহায্য করব। ফিবিকে বললে যদি সম্ভব হোতো ত তোমার ভালবাসার প্রতিদান দিতাম ফিবি। কাল এখানে সবাই এস। যদি কোন মেয়েকে বিয়ে করি, তোমাকেই করব। কালই আমার বিয়ে হবে। অর্ল্যাণ্ডো তোমাকে খুশী করব—কাল

তোমারও বিয়ে। রোসালিণ্ডকে তুমি ভালবাস, তাই কাল আমার সঙ্গে অবশ্য দেখা করবে। সিলভিয়াস, ফিবিকে তুমি ভালবাস—তাই আসবে। আর আমি কোনো মেয়েকে ভালবাসিনা বলেই এখানে আসব, আজ আসি। হুকুম তো দিয়ে গেলাম।

সিলভিয়াস বললে,—যদি বাঁচি তো আসবো, অন্যথা হবে না।

ফিবি বললে, আমিও আসবো।

অর্ল্যাণ্ডো বললে,—আমিও।

হাসতে হাসতে চলে গেল রোসালিণ্ড।

॥ তিন ॥

কাল—কাল। আগামী কাল—ইন্দ্রজালের খেলা দেখাবে ছদ্মবেশিনী রোসালিণ্ড! কিন্তু উৎকণ্ঠায় সবাই অধীর, অস্থির। কাল যার যেমনটি জুটবে। কিন্তু এদিকে উৎকণ্ঠা নেই টাচ্‌স্টোন আর অড্রের। টাচ্‌ষ্টোনের আর দোমনা ভাব নেই, সে অড্রেকেই বিয়ে করবে। সেও কাল—আগামী কাল।

টাচ্‌ষ্টোন বললে, কাল গো কাল—আমাদের আনন্দের দিন, অড্রে কাল আমাদের বিয়ে।

অড্রে বললে,—কাল চুকে যাক ব্যাপারটা—এই তো আমার সাধ গো সাধ! আর এ সাধ কি খারাপ—বিয়ে করার সাধ কি খারাপ? না খারাপ তো নয়! আমরা তো সংসার করতে চাই, ঘর বাঁধতে চাই। ঐ ডিউক মশায়ের দু'জন লোক আসছে গো।

ডিউকের দু'জন অনুচর এসে প্রবেশ করল।

আসুন—আসুন—টাচ্‌ষ্টোন বলে উঠল।

প্রথম অনুচর বললে,—দেখা হ'ল ভালই হ'ল। আসুন, বসুন আমার সৌভাগ্য যে দেখা হ'ল। বসুন, একটা গান করুন। টাচ্‌ষ্টোন বললে, আমরা আপনার বন্ধু, দ্বিতীয় অনুচর বললে, আসুন, মাঝখানে এসে বসুন।

আমরা আপনার কাছেই এলাম। আমরা কি ভূমিকা না করেই আপনার অনুরোধ রাখব—একটু কাসি বা গলা খেকারিও দেব না? বলবও না যে গলা ভাঙা—এইগুলো তো খারাপ গলার অজুহাত।

দ্বিতীয় অনুচর বললে, ভূমিকা থাক, শুরু করে দাও। দুই বেদে যেন একই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেছি—তেমনি করে একসঙ্গে গাই—

ছিল প্রেমের কিশোর
আর তার প্রেমের কিশোরী
আহা মরি মরি!
মধুমাস এল এল।

সবুজ খেত পেরিয়ে
তারা যায় চলে
তারা যায় চলে
মধুমাস আসে
অঙ্গুরী বিনিময়ের কাল
পাখী তখন গান গায়
টুং টাং টুং টাং
ভালবাসে ওরা মধুমাস
রাই সরষের মাঠের ভিতরে
আহা মরি মরি!
রাই সরষের ক্ষেতে ওরা গা ঢেলে দেয়!

এই গান শুরু করে দিলে ওরা
জীবন তো ক্ষণিকের ফুল—
বসন্তের ফুল—
তাই এখন কার আনন্দ
কেননা ভালবাসার এই তো পূর্ণতার মাস।

টাচ্‌স্টোন মন্তব্য করলে, গানের কোন মানে হয় না, বিষয়বস্তু ও তেমন নয়, আবার বেসুরো গাওয়া হ'ল।

প্রথম অনুচর বললে,—আপনি ভুল করলেন মশাই। আমরা গেয়েছি ঠিক সুরে, আবার সময় মতোও গেয়েছি তাই বেতালা তো হতে পারে না!

টাচ্‌স্টোন বললে, আসলে কি জানেন মশাই, এমন গান শোনাও যা সময় নষ্ট করাও তাই! যাহোক ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন, আপনাদের স্বর ভাল করে দিন। চলে এস অড্রে।

টাচ্‌স্টোন অড্রেকে নিয়ে চলে গেল।

॥ চার ॥

রাত্রি প্রভাত হ'ল। আগামীকাল আর নেই। আজ সমাগত। মধুমাসে অরণ্য আজ ফুল-সাজে সজ্জিত। বইছে দক্ষিণা বাতাস। আজ আনন্দ নিয়ে এসেছে দিনটি! উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্য—দীপ্ত অরণ্যচারী মানুষ। উন্মুখ, অধীরা তারা। আজ মিলনের উৎসব হবে। সে মিলন ঘটাবে যাদুকর গানিমেড। সেই আলাপই সবাই করছে। অরণ্যের একপ্রান্তে ডিউককে দেখা গেল, সঙ্গে তাঁর অনুচরবর্গ ও অর্ল্যাণ্ডো, অলিভার ও সিলিয়া।

নির্বাসিত ডিউক শুনেছেন এই অসম্ভব কথা, তাই তিনি অর্ল্যাণ্ডোকে শুধালেন, ঐ কিশোর একথা বলেছে, সে মিলন ঘটাবে? তুমি কি একথা বিশ্বাস কর?

অর্ল্যাণ্ডো জানালেন, মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয়, আবার বিশ্বাস হয়ও না। যেমন আশায় যারা থাকে, তাদের আশা থেকেই দেখা দেয় আশংকা—আমারও সেই দশা।

এমনি আলাপ চলছে, এমনি সময়ে রোসালিণ্ড, সিলভিয়াস আর

ফিবি এল। রোসালিণ্ড অর্ল্যাণ্ডোর কথা শুনতে পেয়েছে। সে তাই হেসে বললে,—

একটু ধৈর্য ধরুন আপনারা, আমি কি বলি আবার শুনুন। আমি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আবার বলি। ডিউকের দিকে চেয়ে বললে, আপনি বলেছেন,—আমি যদি আপনার রোসালিণ্ডকে এনে দিই, আপনি অর্ল্যাণ্ডোর সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। তাই না?

আমি স্বেচ্ছায় দেব। আমার যদি রাজ্য থাকত, মেয়ের সঙ্গে তাও দিয়ে দিতাম! ডিউক বলে উঠলেন।

রোসালিণ্ড অর্ল্যাণ্ডোকে বললে,—আর তুমি বলেছ, তাকে এনে দিলেই তুমি তাকে গ্রহণ করবে—তাই না?

হাঁ, করব—অর্ল্যাণ্ডো উত্তর দিলে। রাজরাজেশ্বর হলেও আমার কথার খেলাপ হবে না।

ফিবির দিকে এবার তাকাল রোসালিণ্ড—তুমি বলেছ, আমি রাজী হলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে—তাই না?

ফিবি বললে,—তারপরে যদি আমার মরণ হয় গো তবু করব।

কিন্তু যদি আমাকে বিয়ে না করতে চাও, তখন এই রাখালকেই বিয়ে করবে তো?

হাঁ—রাজী।

রোসালিণ্ড এবার সিলভিয়াসের দিকে তাকিয়ে বললে,—তুমি বলেছ ফিবি রাজী হলে, তুমি তাঁকে ঘরে নেবে।

সিলভিয়াস বললে,—ওকে ঘরে নেওয়া আর মরণ বরণ করা এক কথা—তবু ওকে আমি বিয়ে করব।

রোসালিণ্ড বললে,—আমার কথা হচ্ছে, এই বাধাগুলো সব দূর করে দিয়ে মিলন ঘটাব। কিন্তু কথা আপনারাও দিয়েছেন, তাই আমার কথা আমি রাখব, আপনাদের কথা আপনারা রাখুন। মহামান্য ডিউক, আপনি আপনার কন্যাকে সম্প্রদান করার জন্য প্রস্তুত হোন। অর্ল্যাণ্ডো, ডিউকের কন্যাকে গ্রহণের জন্য তৈরী থেকো। ফিবি,

আর সিলভিয়াস কথা রেখো। ফিবি, তুমি কথা দিয়েছ আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হলে সিলভিয়াসকেই বিয়ে করবে! আর সিলভিয়াস, ফিবিকে বিয়ে করবে তুমি বলেছ। বেশ তো, নিজেদের প্রতিশ্রুতি রেখো। এবার আমি একটু আড়ালে যাই, সব সোজা হয়ে যাবে, সব সন্দেহ দূরে যাবে!

অন্তরালে চলে গেল রোসালিণ্ড আর সিলিয়া।

ডিউক বললেন,—এই রাখাল বালককে দেখে আমার মনে পড়ে আমার মেয়ের কথা। ওর মুখে যেন তার কি আদল আছে।

অর্ল্যাণ্ডো বললে, ওকে প্রথম দেখে আপনার মেয়ের ভাই বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ও তো বনের মানুষ, কাকার কাছে মানুষ—তিনি ছিলেন মস্ত যাদুকর—এই বনেই থাকতেন। এই নিষিদ্ধ বিদ্যা ও তাঁর কাছ থেকেই শিখেছে।

অর্ল্যাণ্ডো আরো কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় টাচ্‌স্টোন আর অড্রে এসে হাজির।

জেকস্‌ তাদের দেখে বললে,—আর এক বন্যা এল, আর এক দম্পতি-যুগল আমাদের এই নৌকায় ঠাঁই নিতে আসছে। এ যেন সেই প্রলয়কাল, বাইবেলের গোষ্ঠীপতি নোয়ার নৌকায় ঠাঁই নিতে আসছে সবাই। এই যে অদ্ভুত জীব দু'টি এসে পড়েছে—সব ভাষায়ই এদের মূর্খ বলে।

টাচ্‌স্টোন বললে,—মশাইরা আমার নমস্কার নিন!

জেকস্‌ ডিউককে বললে,—হুজুর, ইনি রকমারী রঙের পোষাক পরা ভাঁড় ছিলেন—মনটাও এঁর রকমারি রঙে ভরা। এঁর সঙ্গে বনে হামেসা দেখা হয়। ইনি বলেন,—ইনি ছিলেন কোন ডিউকের সভাসদ।

টাচ্‌স্টোনও অমনি বলে উঠল,—যদি কেউ বিশ্বাস না করে, পরীক্ষা করে দেখুক। আমি নাচতে পারি, নারীর এক মস্ত বড় স্তবস্তুতি রচনা করেছি, বন্ধুদের কাছে আমি খুব কৌশলী, শত্রুর কাছে ভদ্র,

তিন-তিনটে দর্জিকে ফতুর করে দিয়েছি—চার-চারটে বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলাম—একটায় তো প্রায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে পড়েছিলাম আর কি!

কি করে শেষে বিবাদ মেটালেন? জেকস্ বললে।

টাচ্‌স্টোন বললে,—আমরা মুখোমুখি হলাম—একেবারে লড়াইয়ের জন্য তৈয়ারী—এমন সময় খুঁজে পেতে বার করা গেল, বিবাদটা সাত নম্বর কারণের উপর নির্ভর করছে।

সাত নম্বর কারণ—সে আবার কি? জেকস্ বলে উঠল। তারপর ডিউককে বললে—হুজুর, আপনি নিশ্চয়ই ওকে তারিফ করছেন।

হ্যাঁ—আমার ভাল লাগছে, ডিউক উত্তর দিলেন।

আপনাকে আমার ভাল লাগছে। আমি এবার এই গেঁয়ো প্রেমিক-প্রেমিকার জুড়ির ভিড়ে মিশে গেলাম, আমিও এদের মত দিব্যি করব, আবার তা ভাঙবো। বিয়ে করব বিধান মতো, আবার তা ভাঙবোও আবেগে আর উত্তেজনায়। মশাই, আমার বাগদত্তা বধূ অড্রে একেবারে কুশ্রী, কিন্তু আমার ওপর তার মন পড়েছে। যাকে কেউ নেবেনা, আমার উদ্ভট খেয়ালে তাকেই গ্রহণ কচ্ছি। কিন্তু এই কুশ্রী দেহে আছে সতীত্ব, একনিষ্ঠতা তো কৃপণের মতোই এসে বাসা বেঁধেছে গরীবের ঘরে, যেমন বিশ্রী ঝিনুকের ভিতরে থাকে মুক্তো—এও তাই।

ডিউক বাহবা দিলেন, বাঃ এ যে দেখছি বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, কথাগুলো চোখা চোখা!

টাচ্‌স্টোন বলে উঠল—যেমন মূর্খের তীর হয়। হুজুর, আমার এই সব দুর্বলতাগুলো আছে। যদিও সেগুলি অন্যের ভালই লাগে।

জেকস্ বললে,—কিন্তু সাত নম্বর কারণের কথা তো বললে না?

টাচ্‌স্টোন এবার বলতে লাগল,—একটা প্রত্যক্ষ মিথ্যা কথার সপ্তম দশার উপর এর ভিত্তি। অড্রে একটু ভদ্র হয়ে থাক, সবুর কর। মশাইরা অবধান করুক। এক সভাসদ ছেঁটেছিলেন দাড়ি, আমার ভাল লাগল না। তিনি আমাকে জানালেন, যদিও আমার

ভাল লাগেনি ছাঁটাইয়ের ধরণ, তাঁর লেগেছে। এই হচ্ছে পয়লা নম্বর—এর নাম ভদ্রভাবে উত্তর প্রদান। আমি যদি ঐ কথাই আবার জানাতাম, উনি অমনি উত্তর দিতেন—তাঁর ভাল লেগেছে বলেই ছেঁটেছেন; আমার ভাল লাগার জন্য নয়! এই দু'নম্বর—একে বলে বিনয়-বিগলিত প্রত্যুত্তর। যদি আবার আমি ঐ কথাই তাঁকে জানাতাম, তিনি আমার কথা নাকচ করে দিতেন—একে বলে চাষাড়ে জবাব। আবার যদি বলে পাঠাতাম, দাড়ি ছাঁটা ভাল হয়নি, তিনি অমনি বলতেন—আমি সত্যি বলছিনে। এর নাম তীব্র ভর্ৎসনা। আবার যদি বলে পাঠাতাম, তার দাড়ি বিশ্রী ছাঁটা হয়েছে, তিনি বলতেন—আমি মিথ্যাবাদী। এইটির নাম গায়ে-পড়ে ঝগড়া। তারপরে আছে পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষ মিথ্যা ভাষণ। পরোক্ষ মিথ্যা ভাষণে বিবাদ পাকিয়ে তোলে, কিন্তু প্রত্যক্ষটি তো তলোয়ারে তলোয়ারে সংঘর্ষ।

জেক্স শুধালে,—তুমি ক'বার বলেছিলে যে ওঁর দাড়ি ভাল ছাঁটা হয়নি?

আমি পরোক্ষ মিথ্যাভাষণের চেয়ে বেশি দূর এগোইনি, উনিও প্রত্যক্ষ অবধি আসতে সাহস পাননি। তাই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভান করেই আমরা বিদায় নিলাম।

এবার এই মিছে কথাগুলোর মাত্রা কোনটির কত বলতো? জেক্স শুধালে।

মশাই, ভদ্রতার যেমন নিয়ম-কানুন আছে, এরও আছে বইকি!

প্রথমে ভদ্র উত্তর, তারপরে বিনয়-বিগলিত প্রত্যুত্তর, তিন নম্বর হচ্ছে—চাষাড়ে জবাব; চার নম্বর হচ্ছে তীব্র ভর্ৎসনা; তারপরে গায়ে-পড়ে বিবাদ; তারপরে পরোক্ষ মিথ্যা ভাষণ, আর একেবারে শেষে প্রত্যক্ষ মিথ্যা-ভাষণ। আপনি যে-কোনটি কাজে লাগাতে পারেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধের ভয় থাকবেনা। তবে শেষেরটি নয়। আবার সেটি ব্যবহার করেও বিপদ এড়ানো যায়, একটা 'যদি' যোগ করে দিলেই

হ'ল। আমার একটা মামলার কথা মনে আছে। সাত-সাত জন হাকিম কিছুতেই বিবাদ মেটাতে পারছেন না। কিন্তু বাদী আর ফরিয়াদীকে যখন একত্র করেছিলেন, তখন ওদের মধ্যে একজন ভাবলে, এমনি করেই কথাটা বলা যাক না—যদি তুমি একথা বলে থাক, তাহলে আমিও ও-কথা নিশ্চয় বলেছি···বিবাদ অমনি মিটে গেল, ওরা হাতে হাত মিলিয়ে আবার বন্ধু হ'ল। এই 'যদি' হচ্ছে পুনর্মিলনের একমাত্র উপায়—একমাত্র শান্তিস্থাপনকারী।

জেকস্ বলে উঠল,—প্রভু ও এক দুর্লভ রত্ন। সে কোন বিষয়ে ও কথা কইতে পারে, কিন্তু আসলে ও ভাঁড়।

ডিউক উত্তর দিলেন—ওর ভাঁড়ামি একটা আড়াল মাত্র, ওরই আড়ালে থেকে নির্ভয়ে ও বিদ্রূপের তীর ছোঁড়ে। কেউ বুঝতে পারে না বিদ্রূপের মর্ম, কেউ শাস্তিও দিতে পারে না!

এবার লগ্ন ঘনিয়ে এল মিলনের। মধুমাসে অরণ্য পুষ্পিত, বাতাস বইছে। ফুলের সুবাসে আমন্থর পরিবেশ। এই পরিবেশে এল মিলন মুহূর্ত্ত। গ্রীকদের বিবাহের দেবতা ছিলেন হাইমেন। সেই হাইমেনকে এখনো বিবাহের লগ্নে চাই। তাই এক বনচর হাইমেন বেশে সজ্জিত হয়ে এসেছে। এই বিবাহ-দেবতার বেশধারী বনচরকে নিয়ে এল রোসালিণ্ড আর সিলিয়া। রোসালিণ্ড তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে এসেছে।

হাইমেন-বেশী বনচর গান গাইতে গাইতে ঢুকল। বাজনা বাজলো।

যখন পৃথিবী অশান্ত প্রকৃতি শান্ত হয়,
যখন ছন্দ দেখা দেয়,
তখনি স্বর্গ আনন্দে উতরোল হয়ে উঠে।
হে ডিউক, তোমার কন্যাকে গ্রহণ কর!
বিবাহ-দেবতা তাকে নিয়ে এসেছেন,
যাতে তার যিনি হৃদয় জয় করেছেন তাঁর হাতে
তুমি তাকে সমর্পণ করতে পার।

রোসালিণ্ড ডিউকের কাছে ছুটে এসে বললে, বাবা, আমি তোমার মেয়ে, তোমার কাছে এলাম !

অর্ল্যাণ্ডোর দিকে তাকিয়ে—তোমাকে আমি ভালভাসি,
তাই আমি নিজেকে সঁপে দিলাম তোমার হাতে।

ডিউক বলে উঠলেন,—আমার চোখ যদি প্রতারণা না করে—এই তো আমার মেয়ে।

আর আমার চোখ যদি প্রতারণা না করে, এই তো আমার রোসালিণ্ড ! অর্ল্যাণ্ডোও যোগ দিলে,

আর আমার চোখ যদি তোমার এই চেহারা দেখে না ঠকে—তাহলে আমার ভালবাসা তো শেষ হয়ে গেল ফিবি—বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রোসালিণ্ড বলে উঠল,—আর তুমি যদি আমার বাবা না হও, আমার বাবা নেই।

আর অর্ল্যাণ্ডো তোমাকে যদি না পাই, স্বামীরূপে তো কাউকে বরণ করব না।

আর ফিবি—আমি তোমাকে ছাড়া কোন মেয়েকে তো বিয়ে করব না।

নীরব, নীরব হও,
আর তো গোলমাল করা চলবে না,
যত অদ্ভুত ঘটনার মধুর উপসংহার
আমি করে দেব। আটজন, আটজন
তাদের নিয়ে···মিলিয়ে দিতে হবে
বিবাহ-বন্ধনে—অবশ্য যদি তারা
এরই মধ্যে শপথ ভঙ্গ না করে।
(অর্ল্যাণ্ডো আর রোসালিণ্ডকে)

এস—এস—হাত মিলিয়ে দি—কোন বিঘ্ন যেন তোমাদের এ বন্ধন ছিন্ন করতে না পারে।

(ওলিভার ও সিলিয়াকে) এস—এস—তোমাদের হৃদয় তো এক হয়ে গেছে। হাতে হাত দাও।

(ফিবিকে) তোমাকে ঐ রাখালকে গ্রহণ করতে হবে, নয়তো এক নারী হবে তোমার স্বামী।

(অড্রে ও টাচ্‌স্টোনকে) তোমাদের তো মিলন হ'ল—যেমন মিলন হয় শীত আর ঝড়ের।

আমরা গাই বিবাহের গান, তোমরা তোল প্রেমের গুঞ্জন।

শুধাও একে অপরকে—

কি করে অমন ঘটল—যুক্তি এসে বিস্ময়কে দূর করে দিক।

এমনি করেই সাঙ্গ হোক এ পালা।

জুনো দেবতার রাণী,

তাঁরই মাথার মুকুট এই বিবাহ-মিলন।

প্রতি গৃহের এই তো বন্ধন।

এই বিবাহ আছে বলেই তো নগরী মানুষে ভরা।

এস আমরা বিবাহের স্তুতিগান করি,

বিবাহের দেবতাকে জানাই শ্রদ্ধা।

ডিউক সিলিয়াকে বললেন, এস ভ্রাতুষ্পুত্রী এস—তোমাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাই !

ফিবি সিলিয়াকে বললে,—আমি কথা ফেরাব না গো, তুমি এখন আমার। তুমি বিশ্বাসী, তাইত' আমার মন কেড়ে নিয়েছ।

এমন সময় অর্ল্যাণ্ডোর মধ্যম ভ্রাতা এসে সংবাদ দিলে, ডিউক ফেডারিক যখন শুনলেন, তাঁর রাজ্যের সম্ভ্রান্তরা সবাই আর্ডেন অরণ্যবাসী হয়েছেন, তিনি এক বিরাট সেনাদল নিয়ে নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বন্দী আর হত্যা করতে আসছিলেন। এই বনের প্রান্তে এসে এক বৃদ্ধ তপস্বীর সঙ্গে দেখা হয়। ডিউক তাঁর উপদেশে এ পাপ সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। তিনি সংসারত্যাগী হবেন, জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতাকে ফিরিয়ে দেবেন রাজতক্ত; নির্বাসিত অভিজাতদের সম্পত্তিও তাঁরা ফিরে পাবেন।

ডিউক সংবাদবাহককে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন,—স্বাগত যুবক, তুমি এসেছ যৌতুক নিয়ে। অলিভার ফিরে পেল তার ভূ-সম্পত্তি, আর অর্ল্যাণ্ডো পেল রাজ্য। কিন্তু এখন ওকথা থাক, এস আমরা আনন্দ করি! বাজনা বাজুক, আর বর-কনেরা নৃত্য করুক তারই তালে তালে। আমরা শুনি।

জেকস্, বিষণ্ণ জেকস্ কিন্তু এ আনন্দে আনন্দিত নয়। সে শুধালে, সত্যই কি ডিউক ফ্রেডারিকের এই পরিবর্তন হয়েছে, তিনি কি রাজ্য ছেড়েছেন?

আর্ল্যাণ্ডোর ভাই জানালে,—হাঁ মশাই।

তাহলে আমি তাঁর সঙ্গী হব। যাঁরা নবদীক্ষিত, তাঁদের কাছ থেকে তো বহু জিনিস শেখা যায়।

(ডিউককে) আপনারা আনন্দ করুন, এ আনন্দ আপনাদের প্রাপ্য—বহু দুঃখ সয়েছেন। (অর্ল্যাণ্ডোকে) একান্ত বিশ্বাসে পেয়েছ তোমার প্রেম, সে প্রেমে ডুবে যাও তরুণ বন্ধু।

(অলিভারকে) তুমি পেলে তোমার সম্পদ আর ভালবাসা—শক্তিমান বন্ধু জুটল।

(সিলভিয়াসকে) তোমার বিবাহিত জীবন সুখের হোক!

(টাচ্‌স্টোনকে) তোমার হোক দাম্পত্য-কলহময় জীবন, মাস দু'য়েকের বেশি পাথেয় তো এর নেই। যাক আনন্দ কর!

জেকস্ বলে উঠল আমি তো আনন্দে যোগ দিতে পারব না! এ-নৃত্যের তাল তো রাখা চলবে না।

ডিউক বলে উঠলেন,—জেকস্, বন্ধু, থাক্!

কিন্তু তাঁর অনুরোধ রাখতে পারলে না জেকস্; বললে,—আনন্দ তো আমার জন্যে নয়! যদি কিছু বলার থাকে, আমি ঐ পরিত্যক্ত গুহায় আপনার প্রতীক্ষায় রইলাম।

জেকস্ চলে গেল, আনন্দের মুখর কোলাহলে নিরানন্দের ছায়া ঘনিয়ে এল। ডিউক সে ছায়া দেখে শংকিত।

তিনি বলে উঠলেন, বাজাও বাজাও, নাচ নাচ, বিবাহের উৎসব চলুক—আমরা বিশ্বাস করি অটুট থাকবে এই সুখ, অসীম হবে এই আনন্দ।

বাজনা বেজে উঠল। শুরু হল গীত। দম্পতি-যুগলেরা নৃত্য করতে লাগল। মিলিয়ে গেল বিষণ্ণতার ছায়া। এখন শুধু আনন্দ, ঘন আনন্দ। আর সে আনন্দের দেবতা প্রেম। বিবাহ তাকে মন্ত্রপূত করে দিলে, চীরস্থায়ী মিলন-গ্রন্থি বেঁধে দিলে।

নৃত্যের তালে তালে যুগল-হৃদি যুগল-হৃদিতে মিলে গেল, যুগল-দেহ যুগল-দেহে বিলীন হ'ল। আর সেই আনন্দ মুহূর্তে রাত নেমে এল। যার যেমনটি মিলে গেছে—আর তো সংশয় নেই—সন্দেহ নেই। এখন শুধু মধু, মধু, মধু। মধুরে মধুর হ'ল, কথাটি ফুরাল।

উপসংহার

যবনিকা নামেনি। নাটক শেষ। শুধু দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ দৃশ্যপট—তারই সুমুখে পাদপ্রদীপের আলোকে এসে দেখা দিল রোসালিণ্ড।

অভিনযান্তে উপসংহার এক রীতি। এতে নাটকের চুম্বকটি দর্শকদেব বলা হয়, কখনো বা নাটকের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথাও থাকে। সব নাটকে থাকে না উপসংহাব। কিন্তু এ নাটকে আছে। আর সে-কিশোব অভিনেতাটি রোসালিণ্ডেব ভূমিকায় অভিনয় করেছে, তার উপরেই ভার পড়েছে এই শেষ কথাটি বলাব।

কিশোব অভিনেতা—সে কি!

বোসালিণ্ড কি মেয়ে নন?

বসিক সুজন, পালা তো আজকেব নয়। ষোড়শ শতকের। আপনাবা সেই ষোড়শ শতকে ফিরে গেছেন। ইংলণ্ডেব রাজাসনে তখন মহিমময়ী রাজ্ঞী এলিজাবেথ। মহাকবি তখন ইংলণ্ডেব নাট্যকার হিসাবে সুপরিচিত, ইংলণ্ডেব সীমান্তের বাহিরে যায়নি তাঁর খ্যাতি। তিনি য়্যাডামের ভূমিকায় অভিনয় করছেন, আর অর্ল্যাণ্ডোর ভূমিকা নিয়েছেন তাঁরই এক বন্ধু অভিনেতা। নাম তো তাঁর জানি নে। কয়েকটা নাম পাওয়া গেছে পুরাতন কাগজ-পত্রে, কিন্তু কে অর্ল্যাণ্ডো করছেন তা তো জানি নে। যাক্, যে কথা বলছিলাম! রোসালিণ্ডেব বেশধারিণী ও কি মেয়ে নয়? না। শুধু সে নয়—সিলিয়া, ফিবি এরাও সবাই পুরুষ। সপ্তদশ শতাব্দীর আগে তো অভিনেত্রী আমদানী হয়নি ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে।

যাহোক—যে কিশোর এতক্ষণ রোসালিণ্ড আর গানিমেডের বেশে লীলা চঞ্চলতা দেখিয়েছে, দর্শককে মুগ্ধ করেছে, তাকেই আবার দেখা গেল। রোসালিণ্ডবেশী কিশোর বললে,—

উপসংহারে ভদ্র মহিলা এসে দেখা দেবেন, এটা রীতি নয়। কিন্তু প্রস্তাবনায় ভদ্রমহোদয় যদি দেখা দিতে পারেন, তাহলে উপসংহারে মহিলাই বা কেন আবির্ভূত হবে না? উত্তম সুরার জন্য বিজ্ঞাপন নিষ্প্রয়োজন—একথা যদি সত্য হয়, তাহলে একথাও সত্য যে উত্তম নাটকের উপসংহারের প্রয়োজন নেই। কিন্তু উত্তম সুরার জন্য উত্তম বিজ্ঞাপন যেমন বিধি, তেমনি উত্তম উপসংহারে নাটক আরো উত্তম হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার ভূমিকা এখানে বেখাপ্পা—উপসংহারের বাক্য তো উত্তম করে আওড়াতে পারছিনে, আপনাদের হৃদয় জয় করেও নিতে পারছিনে উত্তম নাটকের সংলাপ। আমি ভিখারীর বেশে আসিনি—তাই ভিক্ষা আমার পক্ষে অশোভন। অমি শুধু আপনাদের কাছ আবেদন জানাতে পারি। মহিলাদের দিয়েই আমি শুরু করব,

ওগো মহিলাবৃন্দ, পুরুষের প্রতি আপনাদের প্রেম আছে বলেই আমি আবেদন জানাচ্ছি—এই নাটকের যতখানি পারেন গ্রহণ করুন। আর পুরুষদের প্রতিও এই অনুরোধ—নারীদের প্রতি ভালবাসা আপনাদের আছে, আপনাদের হাসি দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাঁদের অপছন্দ করেন না—তাঁদের ঘৃণাও করেন না—তাই আপনারা পুরুষ আর নারীতে মিলে সমগ্র পালাটি দেখুন—হয়তো আপনাদের গোটা পালাটি ভালও লাগতে পারে! আমি যদি নারী হতাম, তাহলে যাদের দাড়ি বিতৃষ্ণা জাগায় না, গায়ের রং দেখে মন বিরূপ হয় না, নিঃশ্বাসকালে অসহ্য ঠেকে না—সেই সব পুরুষকে যত পারতাম চুমু খেতে দ্বিধা করতাম না। আমার স্থির বিশ্বাস—যাদের সুন্দর দাড়ি, সুন্দর মুখ বা যাদের আছে সুগন্ধ নিঃশ্বাস—আমার এই সহৃদয় প্রস্তাব শুনে আমার শুভকামনা করে তাঁরা আমাকে সানন্দে বিদায় দেবেন।

অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলে কিশোর অভিনেতা। এবার নেমে এল যবনিকা।